গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড BRDB

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

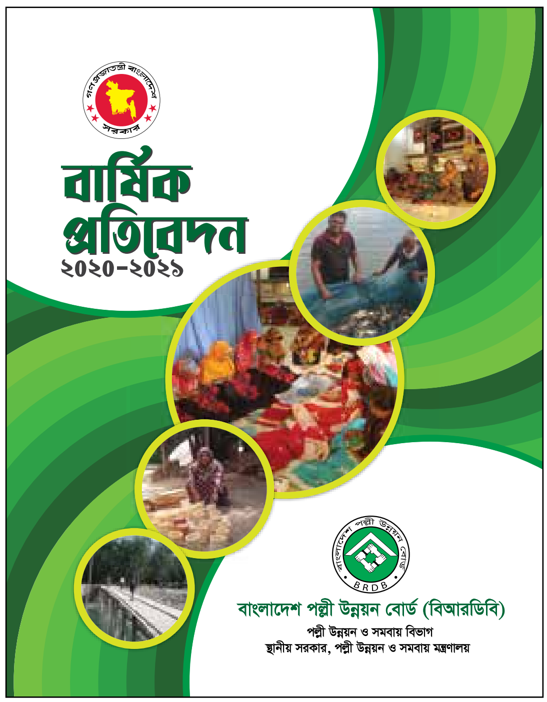

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
পল্লী ভবন
৫ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

প্রকাশক

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
পল্লী ভবন, ৫ কাওরান বাজার
ঢাকা-১২১৫।

প্রকাশকাল

সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রি.

মুদ্রণ

চিলি কমিউনিকেশনস লিমিটেড, হোল্ডিং নং ৮২, ব্লক এ, সড়ক ২,
নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকা ১২১২

গ্রন্থস্বত্ব

প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

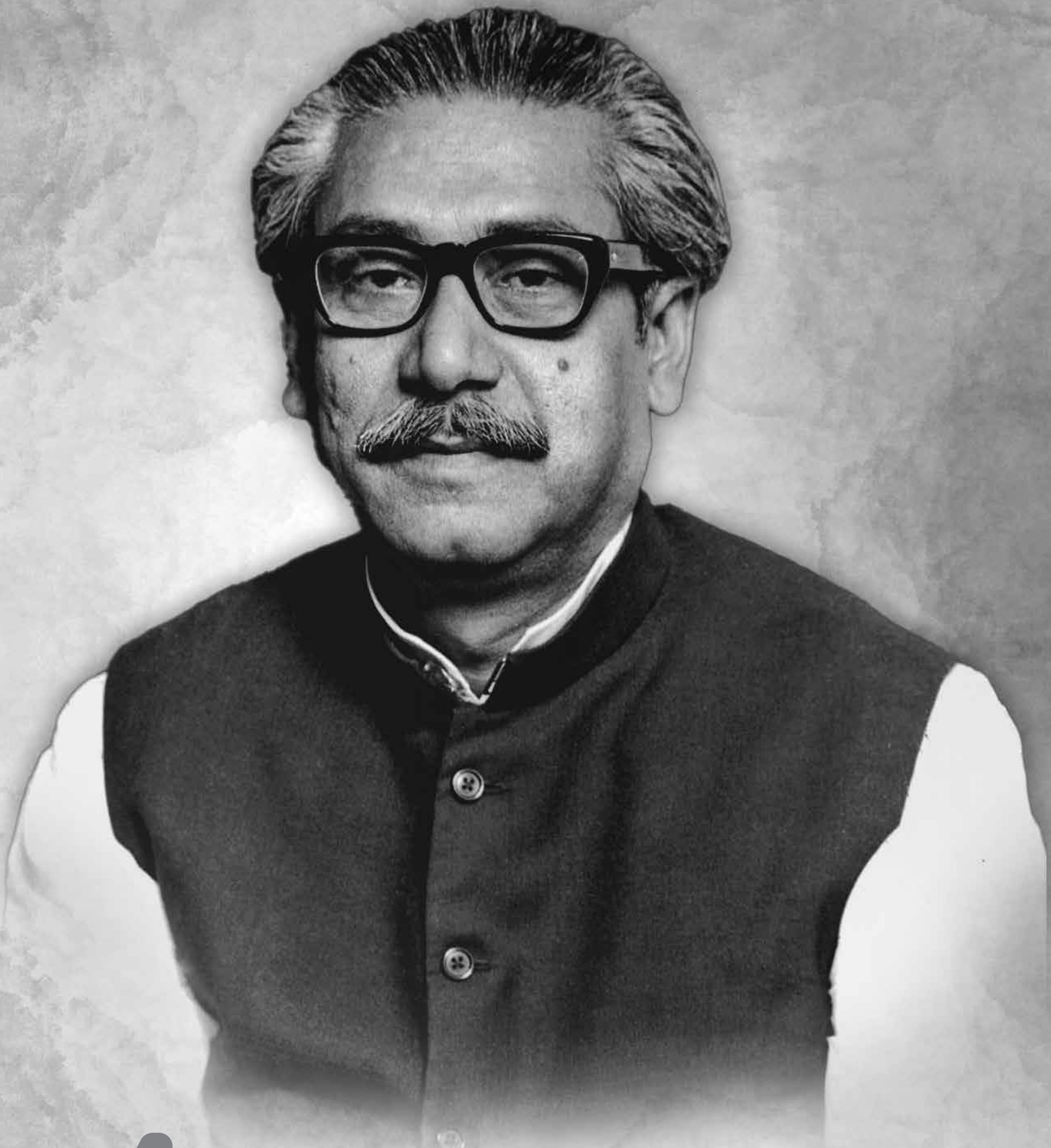

যদি সমন্বিত কৃষি খামার গড়ে তোলা না যায়
তাহলে আমাদের কৃষি উন্নয়ন ব্যাহত হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

দারিদ্র্য বিমোচন করা, মানুষের আর্থসামাজিক
উন্নয়ন করাই আমাদের লক্ষ্য

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড-বিআরডিবি ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য। গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ, কর্মসংস্থান সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ তৈরীর মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে বিআরডিবি তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কাজ করে যাচ্ছে। ষাটের দশকের শেষার্ধ হতে এ সংস্থাটি সারাদেশে বিখ্যাত কুমিল্লা মডেল এবং পরবর্তীতে অন্যান্য কর্মসূচির মাধ্যমে পল্লীর ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের সংগঠন সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন, পুঁজি গঠন ও ঋণ প্রদান ইত্যাদি সুপরিকল্পিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। জাতির পিতার এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। দারিদ্র্য বিমোচনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন দর্শন আজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। জাতির পিতার আরাধ্য স্বপ্নপূরণে বিআরডিবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বিআরডিবি দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে যুব ও মহিলাদের সংগঠিত করে তাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নসহ মহিলাদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি জোরদারকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বার্ষিক প্রতিবেদনে বিগত বছরের কার্যক্রমের পাশাপাশি আগামী দিনের পরিকল্পনাসমূহও পরিলক্ষিত হবে আশা করি।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১ প্রণয়ন ও প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি

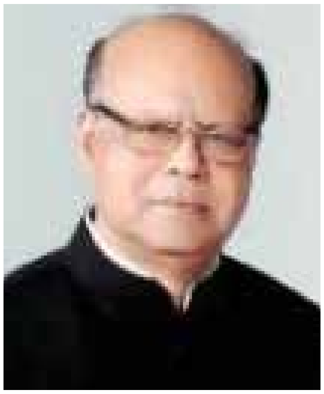

প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠনে যে সকল সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন, তার মধ্যে তদানীন্তন আইআরডিপি তথা বর্তমান বিআরডিবি অন্যতম। 'দ্বি-স্তর' বিশিষ্ট সমবায় বা কুমিল্লা পদ্ধতির পাশাপাশি বিভিন্ন দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির মাধ্যমে বিআরডিবি পল্লীর প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষক, প্রান্তিক চাষী, মহিলা ও বিত্তহীনদের সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ প্রদান, নেতৃত্বের বিকাশ, সঞ্চয় ও ঋণসহায়তার মাধ্যমে আর্থিক সেবাভুক্তি, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বাজারজাতকরণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে পল্লী এলাকার উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

দারিদ্র্যমুক্ত ও বৈষম্যহীন 'সমৃদ্ধ বাংলাদেশ' গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছে। দারিদ্র্য দূরীকরণে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিআরডিবি 'মানব সংগঠনভিত্তিক উন্নত পল্লী' গঠন করে বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিআরডিবি'র চলমান কার্যক্রম বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' গড়তে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিআরডিবি'র সামগ্রিক কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই। এ প্রতিবেদনে বিআরডিবির সার্বিক কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিফলিত হয়েছে এবং পল্লী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট গবেষক ও অংশীজনের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হবে বলে আমি মনে করি।

প্রতিবেদনটি প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি

সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সনে বিশ্ব মানচিত্রে উদয় হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। দেশের মানুষের রাজনৈতিক মুক্তি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যেই নিহিত স্বাধীনতার মূল চেতনা। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত পল্লী জনপদের উন্নয়ন, দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পল্লী জনপদের সমন্বিত উন্নয়নে কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)। সময়ের পরিবর্তনে এবং উন্নয়নের ক্রমধারায় বিআরডিবি'র কার্যক্রম ও কৌশলে এসেছে বিবর্তন ও বহুমাত্রিকতা। যার বিপুল অভিঘাত রয়েছে পল্লীর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে।

পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের বাৎসরিক ব্যবস্থাপনা ও অর্জনের সামগ্রিক তথ্যের সংকলন হিসেবে বিআরডিবি কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসেবে বিআরডিবি পল্লীর জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সমবায় আন্দোলনকে নিভৃত পল্লীতে ছড়িয়ে দেয়ায় বিআরডিবি'র ভূমিকা প্রশংসনীয়।

বিশ্বব্যাপী গৃহীত ও অনুসৃত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জন এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হিসেবে সোনার বাংলা রূপায়ণের পূর্বশর্ত হিসেবে টেকসই পল্লী উন্নয়ন ও পল্লীর জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে বিআরডিবি কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমের মধ্যে সংগঠন সৃষ্টি, নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তা, নিজস্ব মূলধন সৃষ্টি, সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও মূলধন সহায়তা, উৎপাদনে টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণ, ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বিআরডিবি'র এ কর্মধারা আগামীতে আরো শাণিত ও সম্প্রসারিত হবে বলে আমি মনে করি।

বিআরডিবি কর্তৃক প্রকাশিত 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১' এ প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রায় একটি স্মারক গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত হবে মর্মে আশা প্রকাশ করি। এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি

মহাপরিচালক
[গ্রেড-১]
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

বাণী

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কার্যক্রমে সংযুক্ত থাকতে পেরে আমি ভীষণ আনন্দিত। বৈশ্বিক করোনাকালীন (কোভিড-১৯) সংকটের মধ্যে বিআরডিবি'র প্রধান কার্যালয় এবং এর আওতাধীন সকল বিভাগ, প্রকল্প ও কর্মসূচির দপ্তরসমূহ এবং জেলা ও উপজেলার মাধ্যমে সকলের নিরলস পরিশ্রম ও উদ্যোগে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম অব্যাহত রেখে এর গতিশীলতা ফিরিয়ে আনার জন্য যে যুগান্তকারী পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে তার প্রতিফলন এ বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশ পেয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বহুমাত্রিক প্রয়াস গ্রহণ করেছেন। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে এবং রূপকল্প ২০৪১ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ হবে বিশ্বের একটি উন্নত রাষ্ট্র। এ লক্ষ্য অর্জনে এ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারিগণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

বিআরডিবি'র সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা রয়েছে যা বাস্তবায়নে প্রথাগত পদ্ধতি ও গতানুগতিক ধারার বদলে- ঋণ কার্যক্রম মনিটরিং, খেলাপি ঋণ হ্রাসকরণ, রেকর্ডস হালনাগাদকরণ, নিরীক্ষা ও পরিদর্শন তথা স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ৫টি টাস্কফোর্সের আওতায় ২৫টি মনিটরিং ও অডিট টিম পরিচালনা; নভেল করোনা ভাইরাসের প্রভাবে সৃষ্ট অতিমারিতে পল্লীর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়নে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য এসএমই ঋণ চালু; ভাসানচরে স্থানান্তরিত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের প্রশিক্ষণ পরিচালনা; করোনা সংকট মোকাবিলায় কর্মচারিদের আর্থিক প্রণোদনা প্রদান; কোভিড-১৯ মহামারি প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে অফিস কার্যক্রম পরিচালনা ও জীবনযাপন এবং করোনা ভাইরাস পরীক্ষার জন্যে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম বিআরডিবিকে নতুনভাবে পরিচিতি এনে দিয়েছে। এছাড়াও সরকারের জাতীয় কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে বিআরডিবি'র সকল স্তরের সহকর্মীদের সমন্বয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের "জন্মশতবার্ষিকী (মুজিববর্ষ)" এবং "স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী" উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বার্ষিক প্রতিবেদনে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন কাজের বিবরণ প্রতিফলিত হয়েছে যা সামগ্রিক কর্মসম্পাদনের একটি দালিলিক তথ্যচিত্র হিসেবে বিবেচিত হবে। এর মাধ্যমে সর্বসাধারণের নিকট বিআরডিবি'র কাজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, উন্নয়ন ও সক্ষমতা প্রকাশ পাবে। প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্টদের প্রতি নিরন্তর শুভেচ্ছা।

সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু

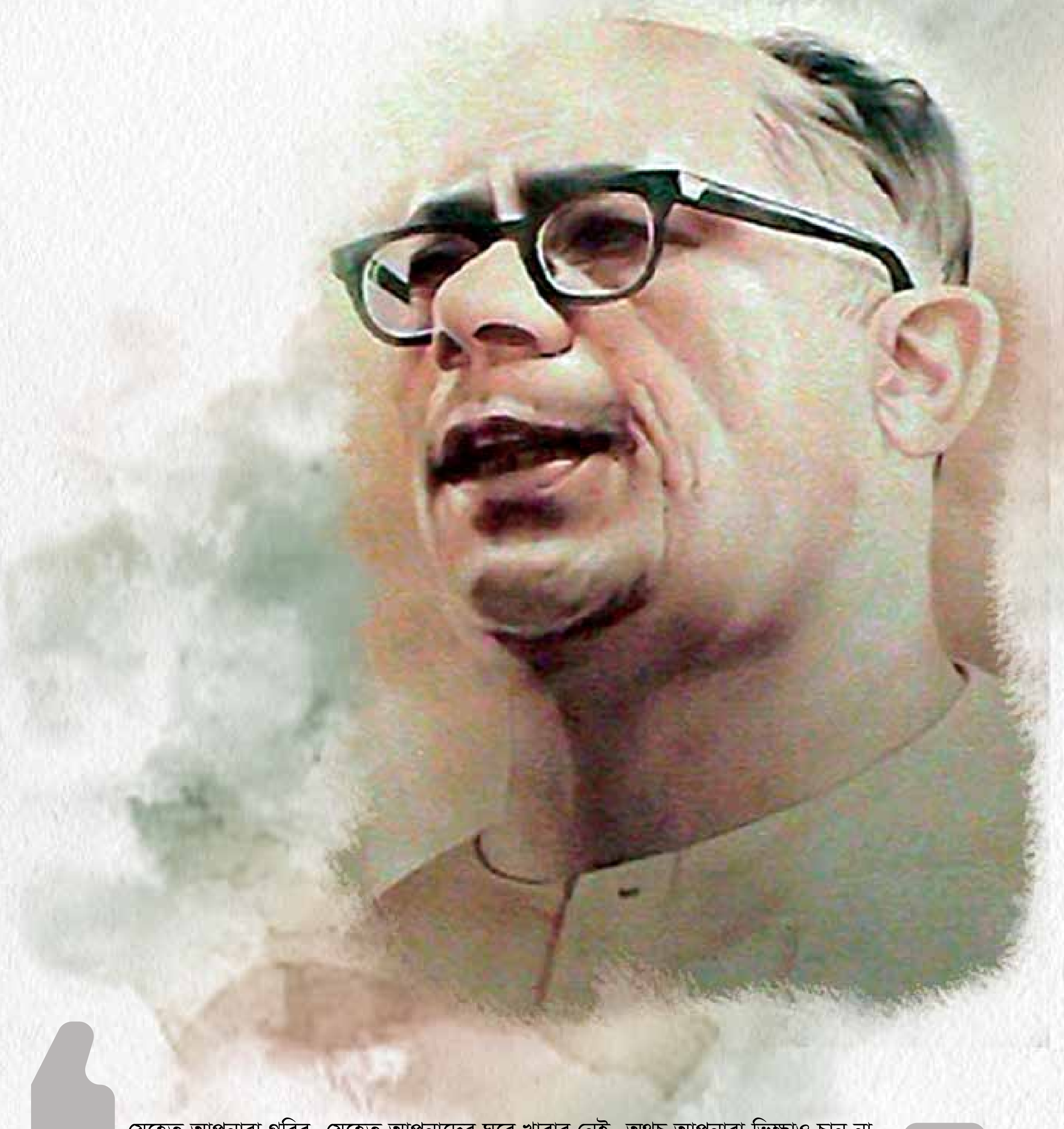

যেহেতু আপনারা গরিব, যেহেতু আপনাদের ঘরে খাবার নেই, অথচ আপনারা ভিক্ষাও চান না,
সেই জন্য আপনাদেরই সঞ্চয় করা দরকার। তাতে ভবিষ্যতে আরাম পাবেন।
যদি ভবিষ্যতে আরাম পেতে চান, তবে এখন কষ্ট করুন।

দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির প্রবর্তক ড. আখতার হামিদ খান

সম্পাদকীয়

ড. আখতার হামিদ খান উদ্ভাবিত কুমিল্লা মডেলের দ্বি-স্তরবিশিষ্ট সমবায় ব্যবস্থার বাস্তব রূপায়ণের জন্য প্রতিষ্ঠিত 'সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি' পল্লী জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সরকারি সংস্থা হিসেবে বিআরডিবি নামে আত্মপ্রকাশ করে। বিআরডিবি দেশের উন্নয়ন ও পল্লী জনগণের চাহিদাকে অগ্রাধিকার প্রদান করে কৃষি আধুনিকায়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি, নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন এবং দারিদ্র্য-বিমোচনে যুগোপযোগী প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করে সরকারের 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বিআরডিবির এই প্রচেষ্টা এবং কর্মকাণ্ডের সাফল্যের প্রয়াস প্রতিবারের মতো এবারও প্রতিফলিত হয়েছে ২০২০-২০২১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে। প্রতিবেদনে বিআরডিবির গৌরবোজ্জ্বল অতীতের পাশাপাশি প্রদত্ত নাগরিক সেবা, বিভিন্ন বিভাগওয়ারি অগ্রগতিসহ আলোচ্য বছরে মানব সংগঠন সৃষ্টি, নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তি, মূলধন গঠন, ঋণ সহায়তা প্রদান, মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ, বিপণন সংযোগ সৃষ্টি, গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ, নারীর ক্ষমতায়ন, আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবস্থার প্রচলনসহ বিভিন্ন বিষয়ের অগ্রগতি, সাফল্যের ধারাবাহিকতা এবং ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়া বিআরডিবি কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিসহ বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রত্যাশা করি, প্রতিবেদনের মাধ্যমে বিআরডিবি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে তথ্য সংগ্রহ, যাচাই এবং সংযোজন-বিয়োজনের মাধ্যমে বিন্যাস করার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা বিভাগের গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারি ও সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা, সম্পাদনা ও উপদেষ্টা কমিটির সদস্যবৃন্দের পর্যালোচনা ও সুচিন্তিত পরামর্শের জন্য প্রতিবেদনটি প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। এ জন্য তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। একই সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টা কমিটির সদস্যবৃন্দকে– যাঁদের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রতিবেদনের মানোন্নয়নে সহায়ক হয়েছে।

সর্বোপরি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বিআরডিবি'র সুযোগ্য ও শ্রদ্ধাভাজন মহাপরিচালক মহোদয়ের প্রতি, যাঁর গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা, সার্বিক তদারকি ও সহযোগিতায় প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। একইসাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি মাঠপর্যায়ে কর্মরত বিআরডিবির সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের প্রতি– যাঁদের পরিশ্রমলব্ধ অগ্রগতির চিত্র প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রতিবেদনটি দ্রুততম সময়ে প্রকাশিত হওয়ায় ভুলত্রুটি বা গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয় সন্নিবেশিত না হয়েও থাকতে পারে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও শাখা থেকে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা ও মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ রইল। এরূপ প্রস্তাবনা ও মতামত ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনকে আরও তথ্যবহুল, ত্রুটিমুক্ত ও সুন্দরভাবে প্রকাশে সহায়ক হবে। প্রতিবেদনটিতে প্রতিফলিত বিষয়াদি সংশ্লিষ্টদের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ ও সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হলে বিআরডিবি'র সফলতার পাশাপাশি আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

মোঃ সাজেদুল ইসলাম
যুগ্ম পরিচালক (আরইএম)

সম্পাদনা ও প্রকাশনা পরিষদ

উপদেষ্টা পর্ষদ

প্রধান উপদেষ্টা

সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)

উপদেষ্টাবৃন্দ

এস.এম. মাসুদুর রহমান
পরিচালক (প্রশাসন)

আবদুর রশিদ
পরিচালক (সরেজমিন)

মোঃ ইসমাইল হোসেন
পরিচালক (অর্থ)

সরদার মোঃ কেরামত আলী
পরিচালক (পরিকল্পনা)

ড. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)

সম্পাদনা পর্ষদ

আহ্বায়ক

মোঃ সাজেদুল ইসলাম
যুগ্ম পরিচালক (আরইএম)

সদস্যবৃন্দ

মোঃ জিয়াউর রশীদ, উপপরিচালক (গবেষণা ও মূল্যায়ন)
মোঃ নুরুজ্জামান, উপপরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়)
মোঃ শহীদুল ইসলাম, উপপরিচালক (মনিটরিং)
মোঃ জিয়াউল হাসান, উপপরিচালক (পরিকল্পনা)
মোঃ শহীদুল আলম, সহকারী পরিচালক (মূল্যায়ন)

কর্ম সহযোগী

মোঃ রহিনুর ইসলাম, লাইব্রেরিয়ান
আফরিন ফারীয়া আজাদ, সহকারী পরিচালক (মূল্যায়ন)
লতিফা খাতুন, স্টেনোগ্রাফার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর, গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, উচ্চমান সহকারী, আরইএম অনুবিভাগ

সূচিপত্র

ক্রম		বিষয়	পৃষ্ঠা
১		প্রথম অধ্যায়: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর পরিচিতি	১৬
	১.১	বিআরডিবি'র উন্নয়নের ক্রমধারা	১৭
	১.২	রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলি	১৯
	১.৩	পরিচালনা পর্ষদ	২০
	১.৪	সাংগঠনিক স্তর	২১
২		দ্বিতীয় অধ্যায়: বিআরডিবি'র বিভাগসমূহের পরিচিতি ও কার্যক্রম	২২
	২.১	মহাপরিচালকের দপ্তর	২৩
	২.২	প্রশাসন বিভাগ	২৩
	২.৩	অর্থ ও হিসাব বিভাগ	২৫
	২.৪	সরেজমিন বিভাগ	২৭
	২.৫	পরিকল্পনা বিভাগ	২৯
	২.৬	প্রশিক্ষণ বিভাগ	৩১
	২.৭	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ	৩২
৩		তৃতীয় অধ্যায়: ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিআরডিবি'র অঙ্গভিত্তিক অর্জন	৩৫
	৩.১	একনজরে কার্যক্রমের অগ্রগতি	৩৬
	৩.২	মানব সংগঠন সৃষ্টি	৩৭
	৩.৩	মূলধন সৃষ্টি	৩৯
	৩.৪	ঋণ কার্যক্রম	৪০
	৩.৫	মানবসম্পদ উন্নয়ন	৪২
	৩.৬	কৃষি প্রযুক্তি ও সেচ ব্যবস্থাপনা	৪৩
	৩.৭	পল্লী পণ্যের বিপণন সংযোগ সৃষ্টি	৪৪
	৩.৮	গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন	৪৫
	৩.৯	সম্প্রসারণ কার্যক্রম	৪৬
	৩.১০	নারীর ক্ষমতায়নে বিআরডিবি	৪৬
	৩.১১	ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় বিআরডিবি	৪৭
৪		চতুর্থ অধ্যায়: বিশেষ জাতীয় কর্মসূচি পালনে বিআরডিবি	৫২
	৪.১	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (মুজিববর্ষ) উদ্‌যাপন	৫৩
	৪.২	মহান স্বাধীনতা দিবস এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন	৫৪
৫		পঞ্চম অধ্যায়: ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিআরডিবি'র বিশেষ কার্যক্রম	৫৫
	৫.১	বিআরডিবি'র ক্রাশ প্রোগ্রাম	৫৬
	৫.২	এসএমই ঋণ কার্যক্রম	৫৮
	৫.৩	ভাসানচরে স্থানান্তরিত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের জীবনযাত্রার সহায়ক ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	৬২
	৫.৪	করোনা সংকট মোকাবিলায় কর্মচারিদের আর্থিক প্রণোদনা	৬৩
	৫.৫	কোভিড-১৯ প্রতিরোধে/বিস্তার রোধে গৃহীত কার্যক্রম	৬৪

ক্রম		বিষয়	পৃষ্ঠা
৬		ষষ্ঠ অধ্যায়: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ভুক্ত প্রকল্পসমূহ	৬৫
		বিআরডিবি'র বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত (এডিপি) প্রকল্পসমূহ	
	৬.১	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উদকনিক)	৬৭
	৬.২	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (পিআরডিপি-৩)	৬৮
	৬.৩	গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প	৭০
	৬.৪	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টিসমৃদ্ধ উচ্চমূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি	৭১
		পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের এডিপিভুক্ত প্রকল্প	
	৬.৫	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) বিআরডিবি'র অংশ	৭২
৭		সপ্তম অধ্যায়: চলমান কর্মসূচিসমূহ	৭৩
	৭.১	নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চলমান কর্মসূচিসমূহ	৭৪
	৭.১.১	মূল কর্মসূচি	৭৪
	৭.১.২	মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি	৭৪
	৭.১.৩	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক)	৭৪
	৭.১.৪	পল্লী প্রগতি কর্মসূচি	৭৫
	৭.১.৫	উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)	৭৬
	৭.১.৬	পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি (পজীক)	৭৭
	৭.১.৭	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)	৭৮
	৭.১.৮	সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)	৭৯
	৭.১.৯	এসএমই কার্যক্রম	৮০
	৭.২	অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/কর্মসূচি	৮০
	৭.২.১	পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচি	৮০
	৭.২.২	বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান কর্মসূচি	৮১
	৭.২.৩	আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২	৮১
	৭.২.৪	গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্প	৮২
৮		অষ্টম অধ্যায়: সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা	৮৩
৯		নবম অধ্যায়: বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়ন	৮৭
১০		দশম অধ্যায়: বিআরডিবি'র স্থাবর সম্পদ	৮৯
১১		একাদশ অধ্যায়: সফলতার গল্প	৯১
১২		দ্বাদশ অধ্যায়: বিআরডিবি'র গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন নম্বর	৯৫
১৩		ত্রয়োদশ অধ্যায়: চিত্রে বিআরডিবি	১০০

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর পরিচিতি

১.১ বিআরডিবি'র উন্নয়নের ক্রমধারা

১.২ রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলি

১.৩ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও পরিচালনা পর্ষদ

১.৪ সাংগঠনিক স্তর

১.১ বিআরডিবি'র উন্নয়নের ক্রমধারা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পল্লীর জনগণ ও জনপদের বহুমাত্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) এর কার্যক্রম সারাদেশে ছড়িয়ে দেন। পল্লী উন্নয়নে আইআরডিপি'র সফলতা, অবদান ও গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৯৮২ সালের ৯ ডিসেম্বর Bangladesh Rural Development Board Ordinance, 1982 (অধ্যাদেশ নং-৫৩, ১৯৮২) এর মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮২, রহিতক্রমে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে ৭ মার্চ, ২০১৮ তারিখ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮-এর গেজেট প্রকাশিত হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ নেতৃত্বে দেশের পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিআরডিবি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করছে। উল্লেখ্য, BIDS-এর ২০১০ সালের মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে জিডিপিতে বিআরডিবি'র অবদান ১.৯৩%। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের আইন ও বিধি, গৃহীত নীতি-কৌশল, দারিদ্র্য বিমোচনসহ জনমানুষের জীবন ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিআরডিবি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

বিআরডিবি সূচনালগ্ন থেকে গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের "দ্বি-স্তর" সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সরবরাহ, নেতৃত্বের বিকাশ, সক্ষমতা উন্নয়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষক শ্রেণির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ৯০-এর দশকের মাঝামাঝি বিআরডিবি সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি পল্লী উন্নয়ন সমিতি/দলের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে বিআরডিবি'র আওতায় সমবায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন সমিতির সংখ্যা ১,৬৯,৯৩৩টি এবং সদস্য অন্তর্ভুক্ত ৫১,১০,০০২ জন।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মূলধন গঠনে উৎসাহিত করা বিআরডিবি'র অন্যতম কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিনিয়োগের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্পদের মালিকানা নিশ্চিত করার জন্য সদস্যদের শেয়ার ও সঞ্চয় জমায় উৎসাহিত করা হয়। বিআরডিবি'র আওতায় সদস্যদের জুন ২০২১ পর্যন্ত শেয়ার জমার পরিমাণ ১২,৯৩৯.৬৮ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় জমা ৫৯,৯৫৩.২৩ লক্ষ টাকা, মোট মূলধন ৭২,৮৯২.৯১ লক্ষ টাকা।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিআরডিবি'র নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি সম্প্রতি কিছু বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করে:

১। বিআরডিবি'র জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিবিড় মনিটরিং খেলাপি ঋণ হ্রাস, সকল রেকর্ডস হালনাগাদকরণ এবং নিরীক্ষা ও পরিদর্শন উপলক্ষে ক্রাশ প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন।

২। নভেল করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সরকারের আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত ৩০০.০০ কোটি টাকার মধ্যে ১৫০.০০ কোটি টাকা উদ্যোক্তা ঋণ হিসেবে বিতরণ।

৩। ভাসানচরে স্থানান্তরিত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের জীবনযাত্রা সহায়ক ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ।

৪। করোনা সংকট মোকাবেলায় কর্মচারিদের ১৫.০০ কোটি টাকা আর্থিক প্রণোদনা প্রদান।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে বিআরডিবি'র মাধ্যমে পল্লী জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়ন, পল্লী জীবিকায়ন ম্যাপিং, পল্লী এলাকার উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ টেকসই ও সুষম উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বিআরডিবিতে চাকরিজীবী ও বিআরডিবি'র আওতাভুক্ত সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিআরডিবি'র নিজস্ব ৩টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, ২৩টি উপজেলা প্রশিক্ষণ ইউনিট এবং উপজেলা পল্লী ভবনের সাথে প্রশিক্ষণ কক্ষ রয়েছে। যার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি, দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। জুন ২০২১ পর্যন্ত ২২৭,৭৩১ জন কর্মচারি এবং ৬,৯৫৫,৬৫৯ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সত্তর দশক ও তৎপূর্বে জামানত ছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুযোগ ছিল না। তৎকালীন আইআরডিপি'তে জামানত ছাড়া তদারকি ঋণ সুবিধা চালু হয়। যা আরও পরিমার্জিত হয়ে 'ক্ষুদ্রঋণ' নামে পরিচিতি লাভ করে। শুরু থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত বিআরডিবি ৭০,৬৩,৫৯২

জন সদস্যের মাঝে ১৯,০৯,৫৭০.১৪ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। একই সময়ে আদায়ের পরিমাণ ১৭,৫০,০৮৫.৫৬ লক্ষ টাকা। আদায়ের হার ৯৭%।

প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানের পাশাপাশি সুফলভোগীদের বিতরণকৃত কৃষি উপকরণ, সার, বীজ, সেচযন্ত্র দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে মুখ্য ভূমিকা রাখছে। বিআরডিবি তৎকালীন সর্বাধুনিক সেচ ব্যবস্থায় বিপুল এলাকা চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসে। এ সকল সেচ এলাকায় বিভিন্ন রকমের ৩,৫৫,২৮৮টি সেচযন্ত্র বিতরণ করে।

বিআরডিবি'র সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের মান নিশ্চিতকরণ, সংরক্ষণ, উৎপাদক ও ভোক্তাদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির জন্য বিপণন সংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করে। কারুপল্লী, কারুগৃহ, পল্লীবাজার, উদকনিক সেলস্ সেন্টার নামে বিআরডিবি'র ৪টি প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র রয়েছে।

স্থানীয় চাহিদার আলোকে পল্লীবাসীর অংশগ্রহণে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সেবা সম্প্রসারণে বিআরডিবি 'লিংক মডেল' উদ্ভাবন করে। গ্রাম কমিটি থেকে চাহিদা ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জাতিগঠনমূলক বিভাগে যায়। ফলে সেবার দ্বৈততা বা বাদ পড়া এড়ানো সম্ভব হয় এবং জন-অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। এ সেবার আওতায় ইউনিয়ন পরিষদ ও জনগণের অংশীদারিতে বিআরডিবি ১৯,২৫২টি ক্ষুদ্র স্কিম বাস্তবায়ন করে।

গ্রামীণ সার্বিক অবস্থার উন্নয়ন, 'পণ্যভিত্তিক জীবিকায়ন পল্লী' প্রতিষ্ঠা, পল্লী উন্নয়ন ডাটাবেজ প্রণয়ন, পল্লী এলাকায় তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়ন, পল্লী ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ, ফসল সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ, পল্লী অর্থনীতির বহুমুখীকরণসহ সুষম পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উল্লিখিত উদ্যোগসমূহ সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে বিআরডিবি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে। ইতোমধ্যে ১ম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে। এ পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যাবলি সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে এ বিভাগের কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী অন্যতম সংস্থা বিআরডিবি।

মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলায় সমিতির সদস্যদের কার্যক্রম

১.২ রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলি

রূপকল্প (Vision)ঃ

মানব সংগঠনভিত্তিক উন্নত পল্লী।

অভিলক্ষ্য (Mission)ঃ

স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ, মূলধন সৃজন, আধুনিক প্রযুক্তি, বিদ্যমান সুযোগ ও সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল পল্লী।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)ঃ

- সদস্যদের আর্থিক সেবাভুক্তি
- মানবসম্পদ উন্নয়ন
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ
- পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়ন
- পল্লী জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি

কার্যাবলি (Functions):

- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মানব সংগঠন সৃষ্টি
- মানবিক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
- উপকারভোগীদের মূলধন সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা
- কৃষি ঋণ, ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও ব্যবস্থাপনা
- বিভিন্ন অংশীজনের (Stakeholder) সাথে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন
- পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন
- গ্রামীণ নেতৃত্বের বিকাশ ও নারীর ক্ষমতায়ন
- কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচযন্ত্রসহ ও অন্যান্য আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ এবং অপ্রধান শস্য উৎপাদনে সহায়তা
- সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের বিপণন সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে পল্লী উৎপাদন বৃদ্ধি ও পল্লী পণ্যের প্রসার
- স্থানীয় উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন দপ্তরের সাথে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সংযোগ স্থাপন ও প্রদত্ত সেবার সমন্বয়।

১.৩ বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ অনুযায়ী পরিচালনা পর্ষদ নিম্নরূপঃ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী, যদি থাকেন, ভাইস চেয়ারম্যানও হইবেন;

(গ) সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, পদাধিকারবলে;

(ঘ) পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিকল্পনা কমিশন এর সদস্য, পদাধিকারবলে;

(ঙ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা, পদাধিকারবলে;

(চ) মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া, পদাধিকারবলে;

(ছ) মহাপরিচালক, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, পদাধিকারবলে;

(জ) নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, পদাধিকারবলে;

(ঝ) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন প্রতিনিধি;

(ঞ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন প্রতিনিধি;

(ট) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন প্রতিনিধি;

(ঠ) স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন প্রতিনিধি;

(ড) উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির জাতীয় ফেডারেশন এর চেয়ারম্যান, পদাধিকারবলে;

(ঢ) উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিকে আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী প্রধান প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য;

(ণ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, পদাধিকারবলে, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদের ৫১তম সভা (ভার্চুয়াল)

১.৪ সাংগঠনিক স্তর

বিআরডিবি'র সকল কার্যক্রম মহাপরিচালকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। প্রধান কার্যালয় ও মাঠ কার্যালয় সংবলিত দুই স্তরবিশিষ্ট প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। প্রধান কার্যালয়ের সরেজমিন বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মাঠপর্যায়ের কার্যালয়ের মধ্যে রয়েছে জেলা দপ্তর ও উপজেলা দপ্তর। উপজেলা দপ্তর মাঠপর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সরাসরি জনগণের সেবা প্রদান করে। সদর দপ্তর ও উপজেলা দপ্তরের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে জেলা দপ্তর।

সদর দপ্তর

অবস্থান: বিআরডিবি'র সদর দপ্তর ঢাকায় অবস্থিত।

বিভাগসমূহ: সরেজমিন বিভাগ, প্রশাসন বিভাগ, অর্থ ও হিসাব বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ এবং প্রশিক্ষণ বিভাগ।

জনবল: প্রতিটি বিভাগ একজন পরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এছাড়াও যুগ্ম পরিচালক, উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ বিভাগ পরিচালনায় সহায়তা করেন।

অন্যান্য: সদর দপ্তরে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের আলাদা দপ্তর রয়েছে।

জেলা দপ্তর

অবস্থান: দেশের ৬৪টি প্রশাসনিক জেলা।

জনবল: জেলা দপ্তরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন একজন উপপরিচালক। তাঁকে সহযোগিতা করেন একজন উপপ্রকল্প পরিচালক (৩০টি জেলায়), একজন হিসাবরক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ।

কার্যক্রম: জেলা প্রশাসন ও জেলা পর্যায়ে অন্যান্য জাতিগঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন, জেলার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত, উপজেলা দপ্তরের কার্যক্রম সমন্বয়, তদারকি ও পরিবীক্ষণসহ অন্যান্য কাজ এবং সদর দপ্তর ও উপজেলা দপ্তরের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করা।

উপজেলা দপ্তর

অবস্থান: দেশের প্রশাসনিক বিন্যাসের সর্বনিম্ন স্তর উপজেলাতে বিআরডিবি'র উপজেলা দপ্তর অবস্থিত। বর্তমানে বিআরডিবি'র উপজেলা দপ্তরের সংখ্যা ৪৯৪টি।

জনবল: উপজেলা দপ্তরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (ইউআরডিও)। ইউআরডিও-কে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য রয়েছে সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (এআরডিও), হিসাবরক্ষক ও বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির কর্মচারিবৃন্দ।

কার্যক্রম: উপজেলা দপ্তরের প্রধান কাজ হলো স্থানীয় পর্যায়ে জন-অংশীদারিত্বমূলক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, সদর দপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন, স্থানীয় প্রশাসন, জাতীগঠনমূলক বিভিন্ন বিভাগ/সংস্থা, স্থানীয় সরকার ও বিআরডিবির মধ্যে সমন্বয়সাধন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিআরডিবি'র বিভাগসমূহের পরিচিতি ও কার্যক্রম

২.১ মহাপরিচালকের দপ্তর

২.২ প্রশাসন বিভাগ

২.৩ অর্থ ও হিসাব বিভাগ

২.৪ সরেজমিন বিভাগ

২.৫ পরিকল্পনা বিভাগ

২.৬ প্রশিক্ষণ বিভাগ

২.৭ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ

২.১ মহাপরিচালকের দপ্তর

বিআরডিবি'র সদর দপ্তর পল্লী ভবনের দ্বিতীয় তলায় মহাপরিচালকের দপ্তর অবস্থিত। এ দপ্তরে মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, একজন একান্ত সহকারী, একজন কম্পিউটার অপারেটর ও তিনজন অফিস সহায়ক মহাপরিচালকের সকল কাজে সহযোগিতা করে থাকেন। এছাড়া জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখাটি সরাসরি মহাপরিচালকের নিয়ন্ত্রণে কার্য সম্পাদন করে থাকে। জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা একজন উপপরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এ শাখা বোর্ডের পক্ষে বহির্মুখী জনসংযোগ এবং বিআরডিবি'র বিভিন্ন বিভাগ/শাখার সাথে যোগাযোগ রেখে সার্বিক সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করে। জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে:

- বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদের সভা আহবানে মহাপরিচালককে সহায়তা, কার্যবিবরণী প্রণয়ন ও প্রেরণ;
- সদর দপ্তরের মাসিক সমন্বয় সভা, জেলার উপপরিচালকগণের সম্মেলন এবং জাতীয় ও অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সকল প্রকার সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়;
- সংবাদমাধ্যমের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয় এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিআরডিবি সংক্রান্ত সকল প্রকার সংবাদ/তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
- জাতীয় সংসদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব তৈরি ও প্রেরণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন তৈরি ও প্রেরণ;
- মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যপত্র তৈরি এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ;
- তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য সরবরাহের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- বিআরডিবি'র অনলাইন নিউজ লেটার 'বিআরডিবি ই-বুলেটিন' সম্পাদনা ও প্রকাশ।

২.২ প্রশাসন বিভাগ

প্রশাসন বিভাগের কাজ হলো বিআরডিবি'র সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় মানবসম্পদ পরিকল্পনা (Human Resource Planning) প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা। পদ সৃজন, নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, সিলেকশন গ্রেড/টাইম স্কেল প্রদান, চাকরি স্থায়ীকরণ, মন্ত্রণালয়ে প্রশাসনিক বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণ ইত্যাদি কার্য সম্পাদন প্রশাসন বিভাগের আওতায় সম্পাদিত হয়ে থাকে। এ বিভাগে একটি অনুবিভাগের আওতায় পার্সোনেল শাখা ও সাধারণ পরিচর্যা শাখা নামে ২টি শাখা রয়েছে। পরিচালক (প্রশাসন)-এ বিভাগের প্রধান এবং একজন যুগ্মপরিচালকের অধীনে দুজন উপপরিচালক দুটি শাখার দায়িত্ব পালন করেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য শাখাসমূহে রয়েছে সহকারী পরিচালক ও অন্য কর্মচারিবৃন্দ। প্রশাসন বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ-

- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, চাকরি স্থায়ীকরণ ও গ্রেডেশন তালিকা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের টাইম স্কেল, সিলেকশন গ্রেড ও উচ্চতর গ্রেড প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- আইন/বিধি, চাকরি প্রবিধানমালা সংক্রান্ত খসড়া প্রণয়ন কার্যক্রম;
- প্রশাসনিক বিন্যাস, স্তরভিত্তিক সংরক্ষণ ও স্থায়ীকরণ, পদ সৃজন প্রভৃতি মন্ত্রণালয়ের সাথে পত্র যোগাযোগ;
- জনবল-সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থায় প্রেরণ;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের শিক্ষা, বিদেশ ভ্রমণ, ছুটি, পেনশন সংক্রান্ত আদেশ জারি;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন ও চাকরিকালীন তথ্য সংগ্রহ;
- কল্যাণ তহবিল, পরিবার নিরাপত্তা তহবিল, গোষ্ঠীবীমা সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন;
- বিআরডিবি কর্মকর্তা/কর্মচারিদের পেনশন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন;
- অফিস শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে শৃংখলাজনিত কার্যক্রম গ্রহণ, বিভাগীয় মামলা রুজু ও নিষ্পত্তিকরণ;

- আদালতে বিআরডিবি'র পক্ষে ও বিপক্ষে দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলা ও আপিল মোকদ্দমাসমূহ নিষ্পত্তি;
- সকল মুদ্রণ কাজ ও সরবরাহ, মনিহারি দ্রব্য, আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়, মেরামত ও সংরক্ষণ;
- কর্মচারিবৃন্দের বাৎসরিক লিভারিজ সরবরাহ, বিভিন্ন ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত টেন্ডার কমিটির সভা আয়োজন;
- বিআরডিবি'র কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের গৃহনির্মাণ ও মোটরসাইকেল ক্রয় ঋণ প্রক্রিয়াকরণ;
- দাপ্তরিক টেলিফোন সংযোগ, অফিস কক্ষ বরাদ্দ, পানি ও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ;
- পল্লীভবনের কক্ষ ভাড়া প্রদানসহ পল্লীকানন আবাসিক কমপ্লেক্সের বাসা বরাদ্দ/বাতিল ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- সদর দপ্তরের ক্রয় বিক্রয় ও জেলা দপ্তরের বাড়িভাড়া সংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন;
- বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের যানবাহন ক্রয়, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতকরণ;
- কর্মকর্তাদের জন্যে যানবাহন বরাদ্দ ও প্রয়োজনীয় জ্বালানি সরবরাহ।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম

চাকরি স্থায়ীকরণ ও পদোন্নতি প্রদান

ক্রম	পদের নাম	স্থায়ীকরণ	পদোন্নতি
১	যুগ্ম পরিচালক	-	০২
২	উপপরিচালক	-	১১
৩	উপ-প্রকল্প পরিচালক	-	১০
৪	সহকারী পরিচালক/ইউআরডিও	-	৫৮
৫	লাইব্রেরিয়ান	০১	-
৬	সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	০১	১১১
৭	পরিসংখ্যান সহকারী	০১	-
৮	হিসাবরক্ষক	১৫১	-
৯	হিসাব সহকারী	০২	-
১০	গবেষণা অনুসন্ধানকারী	০১	-
১১	স্টেনোগ্রাফার কাম কম্পিউটার অপারেটর	০৪	০৩
১২	অফিস সহকারী/ইউডিএ	৩৫	০৮
১৩	গ্রাম সংগঠক	৪০	-
১৪	ড্রাফটসম্যান	০১	-
১৫	প্রধান প্রশিক্ষক	০১	০১
১৬	প্রধান বাবুর্চি	০১	-
১৭	গাড়িচালক	০৬	-
১৮	অফিস সহায়ক	০৪	-
	মোট	২৪৯	২০৪

পেনশন কার্যক্রম

ক্রম	পদবি	পিআরএল এর আদেশ জারী	পেনশন নিষ্পত্তি
১	যুগ্ম পরিচালক	০১	০
২	উপপরিচালক	০৫	১০
৩	উপ-প্রকল্প পরিচালক	৬	০১
৪	সহকারী পরিচালক/ইউআরডিও	১৫	৩৫
৫	সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	৩৬	৩১
৬	অডিটর/হিসাব রক্ষক	১	৪
৭	উচ্চমান সহকারী/অফিস সহকারী	৪	৩
৮	মাঠ সংগঠক	১২	১৫
৯	অফিস সহায়ক	৬	১৩
১০	ড্রাইভার	০	১
	মোট	৮৬	১১৩

শৃঙ্খলা কার্যক্রম

ক্রম	মামলার ধরন	২০২০-২০২১ সালের মামলা দায়ের সংখ্যা	২০২০-২০২১ সালের মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা	জুন, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত অনিষ্পন্নকৃত মামলার সংখ্যা
১	আদালতে মামলা	০২	০৬	১৩৯
২	বিভাগীয় মামলা	০৬	০৭	৭
	মোট	০৮	১৩	১৪৬

২.৩ অর্থ ও হিসাব বিভাগ

অর্থ ও হিসাব বিভাগের মাধ্যমে বিআরডিবি'র আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য পরিচালিত হয়। এ বিভাগের অধীন (১) অর্থ ও হিসাব ও (২) নিরীক্ষা নামে ২টি অনুবিভাগ রয়েছে। অর্থ ও হিসাব অনুবিভাগের অধীন রয়েছে (ক) অর্থ ও বাজেট শাখা এবং (খ) হিসাব শাখা। নিরীক্ষা অনুবিভাগের অধীন নিরীক্ষা শাখা। বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পরিচালক (অর্থ) এবং ২টি অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন দুজন যুগ্ম পরিচালক। তিনটি শাখার প্রধান তিনজন উপপরিচালক। উপপরিচালকদের সহায়তা করেন সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। এ বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ-

- বিআরডিবি'র রাজস্ব খাতের বার্ষিক ও সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন, অর্থ ছাড় ও বাজেট নিয়ন্ত্রণ;
- বিআরডিবি'র অপারেশনাল ইউনিটসমূহের বার্ষিক/সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন ও অর্থ ছাড়;
- জেলা দপ্তরসমূহের আবর্তক (কৃষি) ও সদাবিকের পরিচালন ব্যয়ের অংশ হতে বাজেট প্রক্রিয়াকরণ;
- বাজেট বরাদ্দের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়;
- বিআরডিবি'র বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী রাজস্ব খাত এবং মূলধনী খাতের সকল ধরনের আর্থিক লেনদেন সম্পাদন;

- সদর দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের (পিআরএলগামীসহ) বেতন ভাতা প্রদান;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিদের জিপিএফ, কর্মচারি কল্যাণ তহবিল, কর্মচারি পরিবার নিরাপত্তা তহবিল ও গোষ্ঠী বীমা সংক্রান্ত লেনদেন সম্পাদন ও হিসাব সংরক্ষণ;
- ছুটি নগদায়ন, ভবিষ্যত তহবিলের পাওনা, অবসরভোগীদের পেনশন দাবি, এককালীন আনুতোষিক পরিশোধ;
- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাসূচি প্রণয়ন, নিরীক্ষা সম্পাদন, প্রতিবেদন প্রকাশ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ;
- অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় সভার আয়োজন;
- অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
- স্থানীয় ও রাজস্ব অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত নিরীক্ষণ আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ব্রডশিট জবাব প্রেরণ;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের বেতন নির্ধারণ (জাতীয় বেতন স্কেল, সিলেকশন গ্রেড, টাইম স্কেল, পদোন্নতি প্রভৃতি)।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ, তহবিল প্রাপ্তি ও অর্থ ছাড়/অবমুক্তি

ক্রম	প্রধান খাতসমূহ	২০২০-২০২১ অর্থবছর		২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্ভাব্য বাজেট
		বাজেট বরাদ্দ/প্রাপ্তি	অর্থছাড়/অবমুক্তি	
১	২	৩	৪	৫
	৩৬৩১ আবর্তক অনুদান			
১	৩৬৩১১০১-বেতন বাবদ সহায়তা	১১,৬৫,০০০	১১,৬৫,০০০	১২,২২,৫০০
২	৩৬৩১১০২-ভাতাদি বাবদ সহায়তা	৭,৯০,৩৪৮	৭,৯০,৩৪৮	৮,৩৩,৫০০
৩	৩৬৩১১০৩-পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা	২,৫৬,০০০	২,৫৬,০০০	৩,০১,০০০
৪	৩৬৩১১০৩-পেনশন ও অবসর সুবিধা সহায়তা	৫,২৩,০০০	৫,২৩,০০০	৫,০২,০০০
৫	৩৬৩১১০৭-গবেষণা অনুদান	৩,০০০	৩,০০০	২,৫০০
৬	৩৬৩১১০৯- অন্যান্য অনুদান	৭,০০০	৭,০০০	৭,০০০
	উপমোট আবর্তক অনুদান	২৭,৪৪,৩৪৮	২৭,৪৪,৩৪৮	২৮,৬৮,৫০০
	৩৬৩২-মূলধন অনুদান			
১	৩৬৩২১০২- যন্ত্রপাতি অনুদান	৩,০০০	৩,০০০	৩,৫০০
২	৩৬৩২১০৩- যানবাহন বাবদ সহায়তা	-	-	
৩	৩৬৩১১০৫-তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান	১৭,২০০	১৭,২০০	১৮,০০০
৪	৩৬৩২১০৬- অন্যান্য মূলধন অনুদান	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
	উপমোট মূলধন অনুদান	৬০,২০০	৬০,২০০	৩১,৫০০
	মোট	২৮,০৪,৫৪৮	২৮,০৪,৫৪৮	২৯,০০,০০০

২০২০-২০২১ অর্থবছরে অবসরজনিত ভাতাদি প্রদান

ক্রম	বিবরণ	২০২০-২০২১ অর্থবছরে পরিশোধ	
		জন	টাকা
১	পিআরএল ভাতা প্রদান	১১৫ জন	৫,৮৫,৫৯,৩৯৮/-
২	অবসরজনিত ছুটি নগদায়ন ভাতা প্রদান	১৪২ জন	৮,৯০,১৮,৩৬৬/-
৩	অবসরজনিত পরিবার কল্যাণ তহবিলের অর্থ প্রদান	০৭ জন	৩৫,০০,০০০/-
৪	অবসরজনিত আনুতোষিক ভাতা প্রদান	১০৯ জন	৩৭,২৮,০৮,১৫৮/-
৫	অবসরভাতা প্রদান	১,৯৫৮ জন	৩৯,৪৫,১৭,০৪৩/-
৬	অবসরজনিত জিপিএফ অর্থ প্রদান	৮৫ জন	৫,২৩,৯৯,৮২৯/-
৭	অবসরজনিত পরিবার নিরাপত্তা তহবিলের অর্থ প্রদান	১৩১ জন	৫৪,৫২,১৪০/-
৮	গোষ্ঠী বীমা	১২ জন	৮৬,১৮,০৮০/-

নিরীক্ষা কার্যক্রম

ক্রম	নিরীক্ষার ধরন	২০২০-২০২১ অর্থবছরে আপত্তির সংখ্যা	২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিষ্পত্তির সংখ্যা	জুন, ২০২১ তারিখে অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা
১	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা	২১২৬	৫৩	২,০৭৩
২	স্থানীয় ও রাজস্ব নিরীক্ষা	১৪২	৯২	৫০
	মোট	২২৬৮	১৪৫	২১২৩

২.৪ সরেজমিন বিভাগ

সরেজমিন বিভাগ বিআরডিবি'র মাঠ কার্যক্রম তদারকি, নীতিগত সহায়তা প্রদান ও মাঠ প্রশাসন তত্ত্বাবধান করে থাকে। এছাড়া বিআরডিবি'র মাঠ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করে থাকে। মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এ বিভাগের অন্যতম কাজ। দ্বি-স্তর সমবায় কার্যক্রম, মানব সংগঠন সৃষ্টি, মূলধন গঠন, ঋণ ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি সরেজমিন বিভাগের আওতায় নিজস্ব তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

সরেজমিন বিভাগের দাপ্তরিক কার্যক্রম ৩টি অনুবিভাগের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। অনুবিভাগ ৩টি হলো: (১) ঋণ, সমবায় ও বাজারজাতকরণ অনুবিভাগ, (২) সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প অনুবিভাগ এবং (৩) মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ। সমবায়, ঋণ ও বাজারজাতকরণ অনুবিভাগের আওতায় রয়েছে ঋণ শাখা, সমবায় শাখা, বাজারজাতকরণ শাখা, সেচ শাখা ও পরিদর্শন শাখা। সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প অনুবিভাগের আওতায় রয়েছে যথাক্রমে সম্প্রসারণ শাখা ও বিশেষ প্রকল্প শাখা। পরিচালক (সরেজমিন) সরেজমিন বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ৩টি অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনজন যুগ্ম পরিচালক এবং আটজন উপপরিচালক। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য শাখাসমূহে রয়েছে সহকারী পরিচালক ও অন্য কর্মচারিবৃন্দ।

ঋণ, সমবায় ও বাজারজাতকরণ অনুবিভাগ

এ বিভাগের কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ-

- সমবায় আইন ও নীতিমালা মোতাবেক দ্বি-স্তর সমবায় কার্যক্রম মাঠপর্যায়ে তদারকি ও পরিবীক্ষণ;
- ইউসিসিএ'র কর্মচারিদের সার্ভিস রুল, নিয়োগ, বেতনভাতা, স্যালারি সাপোর্ট ও গ্র্যাচুইটি সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন;

- পল্লী উন্নয়ন পদকের মনোনীত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়নসহ জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন পদকের জন্য মনোনয়ন প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- জেলা ও উপজেলা দপ্তরের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা;
- অভ্যন্তরীণ ঋণ সমন্বয় সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- প্রাথমিক সমবায় সমিতি ও উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সংযোগ সৃষ্টি;
- সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- সুষ্ঠুভাবে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যাংক, বিআরডিবি, জেলা ও উপজেলা দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন;
- অবলুপ্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৬৮টি গুদামঘরের সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং ইউসিসিএ'র বিনিয়োগ কার্যক্রম তদারকি;
- বার্ষিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা প্রণয়ন;
- কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত সেচ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকি ও সমন্বয়;
- সেচ কার্যক্রমসংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা, প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- সেচযন্ত্রের বিপরীতে সোনালী ব্যাংকের পাওনা বকেয়া ঋণ আদায় ও পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মাঠপর্যায়ের গভীর নলকূপ পরিচালনাসংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত সেচ কার্যক্রম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- উপজেলাসমূহে নির্মিত জোড়াবাড়ির কার্যক্রম তদারকি;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প তদারকি;
- মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন;
- সদর দপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান ও সংরক্ষণ;
- জেলার উপপরিচালকগণের ভ্রমণ বিবরণী পর্যালোচনা, অনুমোদন ও অনুমোদিত বিল প্রেরণ।

সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প অনুবিভাগ

- বিআরডিবিভূক্ত সমবায়ীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন- বৃক্ষরোপণ, মৎস্য চাষ, উন্নত চুলী স্থাপন, জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন, গবাদি পশুর টিকাদান ও বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন;
- সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের জন্য কন্টাক্ট সেল হিসেবে দায়িত্ব পালন, যাবতীয় নথিপত্র, মালামালের হিসাব ও দলিলপত্র সংরক্ষণ এবং অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডসীট জবাব মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ;
- রাজস্ব প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত বিআরডিবি'র সবচেয়ে বড় ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) ও গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্পের উপকারভোগীদের চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান, বিভিন্ন আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে ঋণ প্রদান;
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় স্বল্প সুদে উদ্যোক্তা (এসএমই) ঋণ কার্যক্রম।

মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ

মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগের আওতায় রাজস্ব বাজেটভুক্ত ১০০টি এবং রাজস্ব বাজেট বহির্ভূত ৩০টি সর্বমোট ১৩০টি উপজেলায় নিম্নোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

- সমবায় সমিতি গঠন, সদস্য ভর্তি, পুঁজি গঠন, ঋণ বিতরণ ও আদায় এবং সচেতনতা বৃদ্ধি।
- নেতৃত্ব বিকাশ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গঠন এবং আধুনিক দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- উপজেলাভিত্তিক বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি কর্মকর্তাদের দ্বারা সচেতনতা ও সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে মিল রেখে মহিলাদের উদ্বুদ্ধকরণ।
- মহিলাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের আয়বর্ধন কর্মকাণ্ডের জন্য ঋণ সহায়তা প্রদান।

২.৫ পরিকল্পনা বিভাগ

পরিকল্পনা বিভাগের মাধ্যমে বিআরডিবি'র ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ও প্রকল্প/কর্মসূচির প্রস্তাবনা তৈরি, চলমান প্রকল্পসমূহের যথাযথ পরিবীক্ষণ, গবেষণা ও মূল্যায়ন করা, আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ ও সকল প্রকার ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামত/সংস্কারসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পন্ন করা হয়। বিভাগের অধীন ২টি অনুবিভাগ ও ৫টি শাখা রয়েছে। অনুবিভাগ ২টি হলো: (১) গবেষণা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ ও (২) নির্মাণ অনুবিভাগ। বিভাগের আওতায় শাখা ৫টি হলো (ক) পরিকল্পনা শাখা (খ) গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা (গ) পরিবীক্ষণ শাখা (ঘ) প্রোগ্রামিং শাখা ও (ঙ) নির্মাণ শাখা। বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পরিচালক (পরিকল্পনা) এবং ২টি অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন দুজন যুগ্ম পরিচালক।

শাখাসমূহের প্রধান হিসেবে উপপরিচালকগণ দায়িত্ব পালন করেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য প্রতিটি শাখায় রয়েছে সহকারী পরিচালক ও অন্য কর্মচারিবৃন্দ। পরিকল্পনা বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি, টিপিপি, আরডিপিপি, আরটিপিপি, পিডিপিপি ও প্রকল্প সারসংক্ষেপ প্রণয়ন ও প্রণীত প্রস্তাবসমূহ প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় সাধন;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি), সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) ও মধ্য মেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও সমন্বয়;
- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাথে বিআরডিবি'র বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির খসড়া প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ;
- মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, ইআরডি, উন্নয়ন সংস্থা ও সহযোগী দেশের প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়;
- সরকারের চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে (যেমন-আইন, বিধি, নীতিমালা ইত্যাদি) মতামত প্রদান;
- বিআরডিবি'র বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির কার্যক্রম মূল্যায়ন;
- বিআরডিবি'র কর্মকাণ্ডভিত্তিক ছোট পরিসরে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
- বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ, সম্পাদনা, প্রকাশ ও বিতরণ;
- জাতীয় সংসদে বছরের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য তথ্য প্রেরণ;
- জাতীয় সংসদে বাজেট অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য তথ্য প্রেরণ;
- জাতীয় সংসদে প্রশ্ন-উত্তর পর্বের জন্য জবাব প্রদান;
- সরকারের সাফল্যের বিআরডিবি অংশের তথ্য প্রেরণ;
- অর্থনৈতিক সমীক্ষাসংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ;
- মন্ত্রণালয়ের কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্য প্রেরণ;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক সময়ে সময়ে যাচিত তথ্য প্রেরণ;
- পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকার বই-পুস্তক, জার্নাল, প্রতিবেদন ও অন্যান্য পাঠ্যপকরণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ;
- বিভাগীয় পাঠকসহ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদের গ্রন্থাগার সেবা প্রদান;
- বিআরডিবি'র সার্বিক কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;
- বিআরডিবি'র কার্যক্রমের তথ্য সংবলিত নিয়মিত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সংরক্ষণ;
- বিআরডিবি'র কার্যক্রমের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষকে তথ্য সহায়তা প্রদান;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক যাচিত প্রতিবেদন প্রেরণ;
- এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের সার্বিক অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পর্যালোচনা সভা আয়োজন;
- সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ঘোষণার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিআরডিবি'র তথ্যপ্রযুক্তি কার্যক্রম পরিচালনা;
- এমআইএস ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিআরডিবি'র কার্যক্রমের অগ্রগতিসংক্রান্ত তথ্য পরিবীক্ষণ শাখাসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহকে সরবরাহ করা;
- তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা (হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, মানবসম্পদ);
- National Web Portal এর আওতায় বিআরডিবি'র ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনা;

- বিআরডিবি'র কম্পিউটার ক্রয় ও ব্যবস্থাপনা;
- এপিএ, এনআইএস, সিটিজেনস চার্টার সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও প্রতিবেদন প্রেরণ;
- রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে বিআরডিবি'র সকল ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও এ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন।

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস চার্টার) বাস্তবায়নে সম্পৃক্ততা ও সচেতনতা বিষয়ক কর্মশালা

২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ

ক্রম	প্রকল্পের নাম	মেয়াদ	প্রকল্প বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের এলাকা
১	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়)	১ এপ্রিল, ২০১৪ হতে ৩০ জুন ২০২২	১৩,১৪৭.৫৮	রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী ও লালমনিরহাট জেলার ৩৫টি উপজেলা
২	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	১ জুলাই, ২০১৫ হতে ৩০ জুন ২০২২	২৩,৬৩৩.৪৭	৬৪টি জেলার ২১৫টি উপজেলার ৬৫০টি ইউনিয়ন।
৩	গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প	১ জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১	৪,১৭৭.৩৩	গাইবান্ধা জেলার ৭টি উপজেলা
৪	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদান ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি	১ জানুয়ারি, ২০১৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩	২০,৬৩৫.০৫	৬৪ জেলার ২৫৬টি উপজেলা।
৫	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) (পউসবি'র এডিপি- বিআরডিবি'র অংশ)	১ জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১	৮,৫৯৩.০৬	২০ জেলার ৪৬টি উপজেলার ২,৮৫০টি গ্রাম।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে এডিপি'তে প্রস্তাবিত ৪টি অননুমোদিত নতুন উন্নয়ন প্রকল্প

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের এলাকা
১	মহিলা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, টাঙ্গাইল এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২৩)	১৪,৯৬৬.৯৪	দেওলা, টাঙ্গাইল সদর, টাঙ্গাইল
২	লালমনিরহাট, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও পঞ্চগড় জেলার দরিদ্রদের জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০২০ - জুন ২০২৪)	১৩,৩৫৩.৫৬	লালমনিরহাট, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও পঞ্চগড় জেলার সাবেক ছিটমহলভুক্ত ৯টি উপজেলা
৩	বঙ্গবন্ধু আত্মনির্ভরশীল ও টেকসই পল্লী উন্নয়ন মাস্টার প্ল্যান ও ডাটাবেজ প্রকল্প (জুলাই ২০২১ - জুন ২০২৫)	৫৬,০০০.০০	দেশের ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলার ৪৯৪টি উপজেলা
৪	পার্বত্য চট্টগ্রাম সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০২১ - জুন ২০২৬)	৪৮,০০০.০০	পার্বত্য অঞ্চলের ৩টি জেলা

নির্মাণ শাখার ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যক্রম নিম্নরূপ

	কাজের নাম
প্রধান কার্যালয়	১। সদর দপ্তর পল্লী ভবনের গ্যারেজের ফ্লোর উঁচুকরণ, পেভমেন্ট টাইলস, বৈদ্যুতিক সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ
	২। পল্লী ভবনের ৬ষ্ঠ ও ৭ম তলা পর্যন্ত সিঁড়ির এস এস রেলিং, সিঁড়িঘর, করিডর ও লিফটের সম্মুখভাগ টাইলস, রংকরণ ও আনুষঙ্গিক কাজ
	৩। পল্লী ভবনের ৫ম তলায় নামাজের স্থান সংস্কার, আধুনিকায়নসহ ছাদের প্যাটেন্ট স্টোন সংস্কার কাজ
উপজেলা	উপজেলা পল্লী ভবন মেরামত/সংস্কার (৩১টি)
উদকনিক	উদকনিক প্রকল্পের অধীনে ১০ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ডিসপ্লে কাম সেলস্ সেন্টার নির্মাণসংক্রান্ত কার্যক্রম

২.৬ প্রশিক্ষণ বিভাগ

প্রশিক্ষণ বিভাগ যুগোপযোগী মানবসম্পদ তৈরির জন্য বিআরডিবি'র সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিসহ মাঠপর্যায়ের উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ আয়োজনের লক্ষ্যে বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিকল্পনা ও নির্দেশনা দিয়ে থাকে। এছাড়া বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত কর্মকতা মনোনয়ন ও এ সম্পর্কিত দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদন এবং বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক সেমিনার ও কর্মশালা এ বিভাগ কর্তৃক আয়োজন করা হয়।

পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এর নেতৃত্বে এ বিভাগ পরিচালিত হয়। পরিচালককে সহায়তা করার জন্য ১ জন উপপরিচালক, ২ জন সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ রয়েছে। বিআরডিবি'র আওতায় তিনটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

২.৭ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ

২.৭.১ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই), সিলেট

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই) পল্লী উন্নয়ন সেক্টরে দেশের প্রাচীনতম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করে চলেছে। স্বাধীনতাপূর্বকালে গ্রাম উন্নয়নের জন্য প্রণীত ভি-এইড কর্মসূচি'র কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হয়।

স্বাধীনতার পর পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের গুরুত্ব বৃদ্ধি ও সম্প্রসারিত হওয়ায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ১৯৭৪ সালের মে মাসে ইনস্টিটিউটকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের পূর্বসূরি সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) এর কাছে হস্তান্তর করে। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে এটিকে বিআরডিবি'র অধীনে জাতীয় পর্যায়ের ইনস্টিটিউটের মর্যাদা দিয়ে নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই)'।

বিআরডিটিআই'র অবস্থান

সিলেট জেলা সদর থেকে ৮ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণে খাদিমনগরে সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের উত্তর পার্শ্বে ১০.৬২ একর জমির উপর নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক পরিবেশে বিআরডিটিআই অবস্থিত। ইনস্টিটিউটের পাশে রয়েছে কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই), বিসিক শিল্পনগরী, মৎস্য খামার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খাদিম টি এস্টেট, সিলেট সদর উপজেলা পরিষদ এবং প্রখ্যাত সুফি সাধক হযরত শাহ্ পরান (রা.) মাজার শরীফ।

একাডেমিক ভবন

বিআরডিটিআই'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের কেন্দ্রস্থল দ্বি-তলবিশিষ্ট আধুনিক প্রশাসনিক-কাম-একাডেমিক ভবন। এর নিচতলায় কর্মকর্তা-কর্মচারিদের ৩৫টি অফিস ও অনুষদ সভাকক্ষ অবস্থিত। দ্বিতীয় তলায় রয়েছে ৪টি শ্রেণিকক্ষ, যার প্রতিটির সঙ্গে একটি করে সিন্ডিকেট কক্ষ আছে। এছাড়া রয়েছে আধুনিক প্রশিক্ষণ সামগ্রী সংরক্ষণাগার এবং পিএ সিস্টেম সংবলিত ১০০ আসনবিশিষ্ট একটি সম্মেলন কক্ষ রয়েছে। এগুলো সম্পূর্ণভাবে মাল্টিমিডিয়া, সাউন্ড সিস্টেম ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ সুবিধার আওতায় রয়েছে। বিআরডিটিআই একাডেমিক ভবন একসঙ্গে পাঁচটি ব্যাচে ২৪০ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদানে সক্ষম।

প্রশিক্ষণসংশ্লিষ্ট বিআরডিটিআই'র অন্যান্য সুবিধা

প্রায় ১০ হাজার পাঠ্যসামগ্রী সংবলিত বিআরডিটিআই লাইব্রেরি এবং আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব একাডেমিক ভবনের দোতলায় অবস্থিত। ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য চারটি হোস্টেলে ১৬২ জনের থাকার ব্যবস্থা আছে। দ্বি-তলবিশিষ্ট আধুনিক ক্যাফেটেরিয়ার দুটি হলে একসঙ্গে ৩৫০ জনকে খাবার পরিবেশন করা যায়। বিনোদনের জন্য রয়েছে টেলিভিশন ও খেলাধুলার উপকরণসমৃদ্ধ তিনটি কমনরুম। জুলাই, ২০০৭ সালে ৬০০ আসনবিশিষ্ট একটি অত্যাধুনিক অডিটরিয়াম বিআরডিটিআই কে আরও সমৃদ্ধ করেছে। অডিটরিয়ামের সুবিধাদির মধ্যে রয়েছে সার্বক্ষণিক জেনারেটর, আধুনিক শব্দ ও আলোক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রীয়ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। এছাড়া বিআরডিটিআই জামে মসজিদে প্রায় ১৫০ জন মুসল্লী একসঙ্গে নামাজ আদায় করতে পারেন। ইনস্টিটিউটের কেন্দ্রস্থলে প্রায় দুই একর আয়তনের পুকুর রয়েছে। কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের আবাসিক ভবনগুলোও ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে অবস্থিত।

বিআরডিটিআই'র জনবলকাঠামো

রাজস্ব খাতে বিআরডিটিআই'র মোট জনবল ৪১ জন। এদের মধ্যে ১ জন পরিচালক, ২ জন জ্যেষ্ঠ/যুগ্ম পরিচালক, ৮ জন অনুদেষ্টা/উপপরিচালক, লাইব্রেরিয়ান, আর্টিস্ট, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও জুনিয়র অফিসার (হিসাব) সহ মোট অনুষদ সদস্য ১৫ জন। অবশিষ্ট ২৬ জন কর্মচারি রুটিন দাপ্তরিক কার্যক্রমে সহায়তা করে থাকেন। শ্রেণিকক্ষ, হোস্টেল, ক্যাফেটেরিয়া, অডিটোরিয়াম, নিরাপত্তা রক্ষা, বাগান ও ক্যাম্পাস পরিচ্ছন্নতার মতো নিয়মিত কাজের জন্য রাজস্ব খাতে কোনো সহায়ক কর্মচারির পদ না থাকায় নিজস্ব আয় থেকে মাস্টাররোল ও সাকুল্য বেতনে অনিয়মিত কর্মচারি দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে।

২.৭.২ নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এনআরডিটিসি)

নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এনআরডিটিসি) ডানিডার অর্থায়নে নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ এর আওতায় ১৯৮৭ সালে নোয়াখালী জেলা শহরের প্রাণকেন্দ্র মাইজদীতে ০.৮৭ একর জমির ওপর নির্মিত হয়। ১৯৯২ সালে নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ সমাপ্ত হলে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ১৯৯৫ সাল থেকে বৃহত্তর নোয়াখালী দারিদ্র্য সমবায় সহায়তা প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত হয়। পরবর্তী সময়ে সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ২০০১ থেকে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক) এর আওতাভুক্ত করা হয়। বিআরডিবি'র ৪১তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তক্রমে জুলাই ২০০৫ থেকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি নিজস্ব আয় দ্বারা পদাবিকের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এনআরডিটিসি প্রতিষ্ঠাকালীন থেকেই গ্রামের দরিদ্র জনগণকে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে চলছে। এছাড়াও বুক কিপিং, টিওটি, নারীর ক্ষমতায়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, ওরিয়েন্টেশন কোর্স, রিফ্রেসার্স কোর্সসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এখানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দ্বিতল ভবনবিশিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিতে ৪০ আসনবিশিষ্ট ২টি শ্রেণিকক্ষ, ১০০ আসনবিশিষ্ট অডিটোরিয়াম, ৫০ আসনবিশিষ্ট ডাইনিং হল, ২টি ফেসিলিটেটর কক্ষ ও ৮০ জন প্রশিক্ষণার্থীর আবাসিক ব্যবস্থা রয়েছে।

২.৭.৩ টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ডব্লিউটিসি)

টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১৯৮৪ সালে জার্মান কারিগরি সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৭ সালে মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি বিআরডিবি'র মহিলা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়। জুলাই ২০০৫ সালে প্রকল্প মেয়াদকালের জন্য এটি বিআরডিবি-জাইকার যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত পিআরডিপি প্রকল্পের কাছে ন্যস্ত করা হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানটি লিংক মডেল ট্রেনিং সেন্টার (এলএমটিসি) হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। লিংক মডেল ট্রেনিং সেন্টারটি রাজধানী ঢাকা থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে টাঙ্গাইল জেলা শহরের নতুন বাস টার্মিনাল থেকে ২০০ মিটার উত্তরে দেওলাতে টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ মূল সড়কের পাশে বৃক্ষরাজি পরিবেষ্টিত ৩.১৬৮ একর জমির ওপর স্থাপিত। এখানে পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের প্রশিক্ষণ ছাড়াও প্রকল্পভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং বিআরডিবি'র সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানটিতে সুফলভোগীদের যে সকল বিষয়ের ওপর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সেগুলো হলো: দর্জিবিদ্যা, ব্লক, বাটিক, এমব্রয়ডারি, হাঁস-মুরগি ও পশু পালন, সবজি চাষ, নার্সারি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটি দ্বি-তল ভবনবিশিষ্ট একটি আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ভবনে মোট ২৩টি কক্ষ আছে। এখানে ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণের সুবিধা সংবলিত একটি কক্ষ ও সমমাপের অফিস কক্ষ রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের থাকার জন্য ১০টি আবাসিক কক্ষ রয়েছে, যেখানে মোট ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী অবস্থান করতে পারে। এছাড়া এখানকার ডাইনিংয়ে একসঙ্গে ৩০ জনের খাওয়ার সুব্যবস্থা রয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক) বিআরডিবিভুক্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ

ক্রম	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রশিক্ষণের ধরন	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
			২০২০-২০২১	ক্রমপুঞ্জিত
১	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই)	বিষয়ভিত্তিক অনলাইন প্রশিক্ষণ (ওটিসি)	১২০	৯৭,৪৫২

খ) বিআরডিবি বহির্ভুত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ

ক্রম	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রশিক্ষণের ধরন	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী	বিষয়ভিত্তিক অনলাইন প্রশিক্ষণ (ওটিসি)	৬ জন

গ) বিআরডিবি সদর দপ্তরের প্রশিক্ষণ

ক্রম	প্রশিক্ষণের ধরন	প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা (২০২০-২০২১)
১	কর্মকর্তা/কর্মচারিদের ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ	১,৮০০ জন
২	ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৮০ জন
৩	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (গ্রেড ১৭-২০)	৪৫ জন
৪	ক্রাশ প্রোগ্রাম সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	৭৮৪ জন
৫	এপিএ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	৬৪ জন
	মোট	২৩,৪২১ জন

ঘ) বিআরডিবি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ

ক্রম	প্রশিক্ষণের ধরন	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (২০২০-২০২১)
১	কর্মকর্তা, কর্মচারি	২০,৫০৮ জন
২	সুফলভোগীদের দক্ষতা উন্নয়ন	২৯,৬৪০ জন
৩	ভাসানচরে স্থানান্তরিত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের জীবনযাত্রার সহায়ক ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	৪,৯৫০ জন

উন্নত পল্লী উন্নত দেশ
বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ

তৃতীয় অধ্যায়

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিআরডিবি'র অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রমের অর্জন

৩.১ একনজরে কার্যক্রমের অগ্রগতি
৩.২ মানব সংগঠন সৃষ্টি
৩.৩ মূলধন সৃষ্টি
৩.৪ ঋণ প্রদান
৩.৫ মানবসম্পদ উন্নয়ন
৩.৬ কৃষি প্রযুক্তি ও সেচ ব্যবস্থাপনা
৩.৭ পল্লী পণ্যের বিপণন সংযোগ সৃষ্টি
৩.৮ গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন
৩.৯ সম্প্রসারণ কার্যক্রম
৩.১০ নারীর ক্ষমতায়নে বিআরডিবি
৩.১১ ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় বিআরডিবি

৩.১ এক নজরে কার্যক্রমের অগ্রগতি

বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূলত মাঠকেন্দ্রিক। মাঠপর্যায়ে বিআরডিবি সমবায় সমিতি/পল্লী উন্নয়ন দল গঠন, সদস্য অন্তর্ভুক্তি, সঞ্চয়-শেয়ার জমা, ঋণ প্রদান, ঋণ আদায় এবং বিআরডিবি'র সদর দপ্তর, জেলা দপ্তর, উপজেলা দপ্তর ও নিজস্ব প্রতিষ্ঠান/কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান, অন্যান্য সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন দেশে কর্মকর্তা/কর্মচারি ও সুফলভোগীদেরকে প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। এছাড়া সুফলভোগীদের মাঝে কৃষি উপকরণ ও সম্পদ বিতরণ করা হয়। একই সাথে সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ সকল ক্ষেত্রে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের অর্জন, জুন ২০২১ এ স্থিতি এবং ক্রমপুঞ্জিত অর্জন নিম্নরূপ:

ক্রম	কার্যক্রমের ধরন ও নাম	২০২০-২০২১ অর্জন	জুন, ২০২১ স্থিতি	ক্রমপুঞ্জিত অর্জন (জুন, ২০২১)
ক) সাংগঠনিক কার্যক্রম				
১	মানব সংগঠন (সংখ্যা) (সমবায়/পল্লী উন্নয়ন সমিতি)	৩,৫৬২	১,৬৯,৯৩৩	১,৮০,০১৩
২	সদস্য অন্তর্ভুক্তি (জন)	১,৪১,৪১৩	৫১,১০,০০২	৫৮,৪৪,২৯৬
খ) সদস্যদের নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি এবং ঋণ কার্যক্রম				
৩	শেয়ার জমা (লক্ষ টাকা)	৭১৩.৭৯	১২,৯৩৯.৬৮	১৬,৭৪৭.৩৩
৪	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	৫,২০০.৯৬	৫৯,৯৫৩.২৩	৯৩,৬৫৩.১৬
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	১,২৪,৪৩৯.০০	-	১৯,০৯,৫৭০.১৪
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	১,২৫,০৪৫.৫৩	-	১৭,৫০,০৮৫.৫৬
৭	আদায়ের হার	৭১%	-	৯৭%
৮	ঋণ গ্রহীতা সদস্য (জন)	৩,৭৮,৬৯৪	-	৭০,৬৩,৫৯২
গ) প্রশিক্ষণ				
৯	সুফলভোগী (দক্ষতা উন্নয়ন, আয়বর্ধনমূলক, উদ্বুদ্ধকরণ) (জন)	১,৭৩,১৯৪	-	৬৯,৫৫,৬৫৯
১০	কর্মকর্তা/কর্মচারি (জন)	৪৪,৬০৬	-	২,২৭,৭৩১
ঘ) সেচযন্ত্র বিতরণ				
১১	গভীর নলকূপ (টি)	-	-	১৮,৩৬০
১২	অগভীর নলকূপ (টি)	-	-	৪৪,৫২৩
১৩	শক্তিচালিত পাম্প (টি)	-	-	১৯,৪০৫
১৪	হস্তচালিত নলকূপ (টি)	-	-	২,৭৩,০০০
	মোট	-	-	৩,৫৫,২৮৮
ঙ) সম্পদ বিতরণ				
১৫	বীজ ও চারা বিতরণ	১৮,৮৯২ জন, ৫৫ লক্ষ টাকা	-	৩০,০৯৫ জন, ১০৫.০০ লক্ষ টাকা
১৬	১। সেলাই মেশিন ২। কিট বক্স (বিপি মেশিন, নেবুলাইজার, ব্লাড সুগার ইন্ডিকেটর, ফার্স্ট-এইড বক্স) ৩। মোবাইল মেরামত টুলস	- - -	- - -	১,১৬০টি ৪০ সেট ৮০ সেট
চ) সম্প্রসারণ কার্যক্রম				
১৭	ক্ষুদ্র অবকাঠামো (টি)	২,৫৬৮	-	১৯,২৫২
১৮	বৃক্ষ রোপণ (লক্ষ টি)	৪৮.২৩	-	২০,৪৯৩.৬২
১৯	মৎস্য চাষ (লক্ষ টি)	৩৯.৪১	-	১২৩৩.৮৮
২০	গৃহপালিত পশুপাখির টিকা (লক্ষ টি)	২১.১৬	-	৩৩৮.৪১
২১	উন্নত চুল্লি স্থাপন (লক্ষ টি)	০.৩০	-	০.৭৪
২২	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা (লক্ষ টি)	০.১৫	-	০.৬৬

৩.২ মানব সংগঠন সৃষ্টি

সূচনালগ্ন থেকে বিআরডিবি'র মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের 'দ্বি-স্তর' সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সরবরাহ, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, গ্রামীণ নেতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষক শ্রেণির আর্থসামাজিক উন্নয়ন, মতামত প্রকাশের সক্ষমতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সমবায় সমিতিকে পল্লীর সার্বিক উন্নয়নের প্ল্যাটফরম হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি সকল সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া। পরবর্তীতে একদিকে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের স্বীয় পদ্ধতি অনুযায়ী সেবাদান শুরু এবং অন্যদিকে গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের বাইরে বিপুল বিত্তহীন/দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিআরডিবির কার্যক্রমের বাইরে থাকায় নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিআরডিবি সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক দল গঠনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম শুরু করে। বিআরডিবির কার্যক্রমের শুরু থেকে জুন/২০২১ পর্যন্ত মানব সংগঠন ১.৭০ লক্ষ টি এবং সদস্য সংখ্যা ৫১.১০ লক্ষ জন বিদ্যমান রয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে মানব সংগঠন সৃষ্টি

- মানব সংগঠন সৃষ্টি - ৩,৫৬২টি
- সমবায় সমিতি- ৮০টি
- পল্লী উন্নয়ন দল- ৩,৪৮২টি
- পুরুষ মানব সংগঠন - ১,৯৯১টি
- মহিলা মানব সংগঠন - ১,৫৭১টি

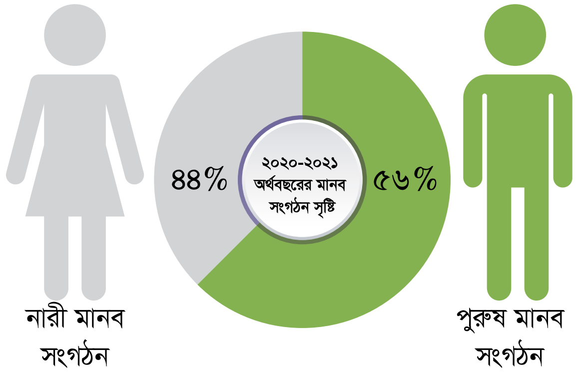

জুন ২০২১ পর্যন্ত বিদ্যমান মানব সংগঠন

- মানব সংগঠন-১,৬৯,৯৩৩টি
- সমবায় সমিতি-৯৫,২৬৩টি
- পল্লী উন্নয়ন দল/সমিতি-৭৪,৬৭০টি
- পুরুষ মানব সংগঠন-৯৫,৫০৯টি
- মহিলা মানব সংগঠন-৭৪,৪২৪টি

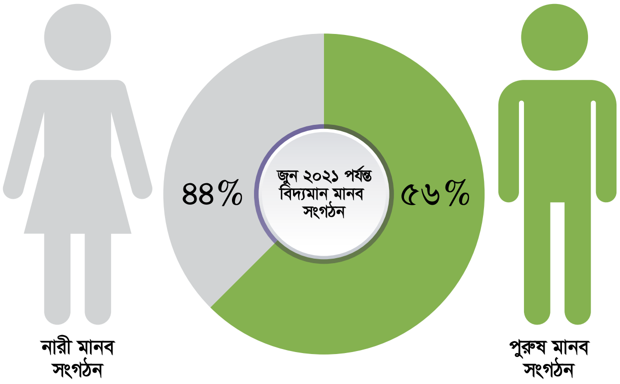

সদস্য অন্তর্ভুক্তি

- বছরে নতুন সদস্য -১৪১,৪১৩জন
- সমবায় সমিতি-২৯,০৮৮জন
- পল্লী উন্নয়ন সমিতি-১,১২,৩২৫জন
- পুরুষ-৭৯,৪১৩জন
- মহিলা-৬২,০০০ জন

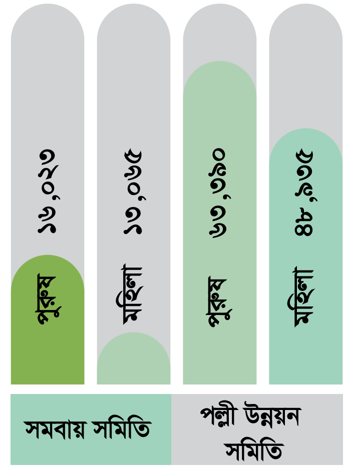

২০২০-২০২১ অর্থ সদস্য অন্তর্ভুক্তি

জুন ২০২১ পর্যন্ত বিদ্যমান সদস্য অন্তর্ভুক্তি

- বর্তমান সদস্য- ৫১,১০,০০২ জন
- সমবায় সমিতির সদস্য- ৩২,৪৭,২৭৬ জন
- পল্লী উন্নয়ন সমিতির সদস্য- ১৮,৬২,৭২৬ জন
- মোট পুরুষ সদস্য- ২৯,০৭,৫২৫ জন
- মোট মহিলা সদস্য- ২২,০২,৪৭৭ জন

জুন ২০২১ সদস্য অন্তর্ভুক্তি (স্থিতি)

সাংগঠনিক কার্যক্রমের অগ্রগতি

কার্যক্রম	২০২০-২০২১ অর্থবছরে									জুন ২০২১ স্থিতি								
	সমবায় সমিতি			পল্লী উন্নয়ন দল			সর্বমোট সমিতি/দল			সমবায় সমিতি			পল্লী উন্নয়ন দল			সর্বমোট সমিতি/দল		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
সমিতি গঠন	৫৭	২৩	৮০	১,৯৩৪	১,৫৪৮	৩,৪৮২	১,৯৯১	১,৫৭১	৩,৫৬২	৬৫,৩৩৫	২৯,৯২৮	৯৫,২৬৩	৩০,১৭৪	৪৪,৪৯৬	৭৪,৬৭০	৯৫,৫০৯	৭৪,৪২৪	১৬৯,৯৩৩
সদস্য অন্তর্ভুক্তি	১৬,০২৩	১৩,০৬৫	২৯,০৮৮	৬৩,৩৯০	৪৮,৯৩৫	১,১২,৩২৫	৭৯,৪১৩	৬২,০০০	১,৪১,৪১৩	২১,৪৮,৯২৭	১০,৯৮,৩৪৯	৩২,৪৭,২৭৬	৭,৫৮,৫৯৮	১১,০৪,১২৮	১৮,৬২,৭২৬	২৯,০৭,৫২৫	২২,০২,৪৭৭	৫১,১০,০০২

৩.৩ মূলধন সৃষ্টি

বিআরডিবি উপকারভোগী সদস্যদের মূলধন গঠনের মাধ্যমে বিনিয়োগ সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্পদের মালিকানা নিশ্চিত করার জন্য সমবায় সমিতির সদস্যদের নিয়মিত শেয়ার ক্রয়ে উৎসাহিত করে। এছাড়াও আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক উভয় সমিতি/দলের সদস্যদের নিয়মিত পুঁজি গঠনের জন্য নিয়মিত সঞ্চয় জমায় উৎসাহিত করে। শুরু থেকে জুন/২০২১ পর্যন্ত সদস্যদের শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১২৯.৪০ কোটি টাকা এবং সঞ্চয় জমার পরিমাণ ৫৯৯.৫৩ কোটি টাকা।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে মূলধন গঠন (লক্ষ টাকায়)

- বছরে মূলধন গঠন ৫,৯১৪.৭৫ লক্ষ টাকা
- শেয়ার জমা ৭১৩.৭৯ লক্ষ টাকা
- পুরুষ সদস্যর শেয়ার জমা ৩৯০.৩০ লক্ষ টাকা
- মহিলা সদস্যর শেয়ার জমা ৩২৩.৪৯ লক্ষ টাকা
- সঞ্চয় জমা ৫,২০০.৯৬ লক্ষ টাকা
- পুরুষ সদস্যর সঞ্চয় জমা ১,৯৫১.৬২ লক্ষ টাকা
- মহিলা সদস্যর সঞ্চয় জমা ৩,২৪৯.৩৪ লক্ষ টাকা

২০২০-২০২১ অর্থবছরে মূলধন গঠন (লক্ষ টাকায়)

মূলধন সৃষ্টির অগ্রগতি

কার্যক্রম	২০২০-২০২১ অর্থবছরে							স্থিতি (জুন ২০২১ পর্যন্ত)						
	সমবায় সমিতি		পল্লী উন্নয়ন দল		সর্বমোট সমিতি/দল			সমবায় সমিতি		পল্লী উন্নয়ন দল		সর্বমোট সমিতি/দল		
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	মোট
শেয়ার জমা	৩৯০.৩০	৩২৩.৪৯	০.০০	০.০০	৩৯০.৩০	৩২৩.৪৯	৭১৩.৭৯	৮,৪৫১.৩৩	৪,৪৮৮.৩৫	০.০০	০.০০	৮,৪৫১.৩৩	৪,৪৮৮.৩৫	১২,৯৩৯.৬৮
সঞ্চয় জমা	৮৮০.৯৬	১,০৯৯.২১	১,০৭০.৬৬	২,১৫০.১৩	১,৯৫১.৬২	৩,২৪৯.৩৪	৫,২০০.৯৬	১৫,৬৬৪.৭৬	১২,৬৫৮.৩৯	৯,২০৩.৫৯	২২,৪২৬.৪৯	২৪,৮৬৮.৩৫	৩৫,০৮৪.৮৮	৫৯,৯৫৩.২৩

৩.৪ ঋণ কার্যক্রম

পল্লী অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, বর্গাচাষী, বিত্তহীন, হতদরিদ্র অবহেলিত এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল স্রোতোধারায় সম্পৃক্ত করতে বিআরডিবি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও টেকসই উন্নয়নে ঋণ একটি চালিকাশক্তি। সত্তরের দশকে জামানতের অভাবে যখন পল্লীর প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণের সুযোগ ছিল না, তখন দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে জামানতবিহীন তদারকি ঋণ সুবিধা চালু হয়। পরবর্তী সময়ে যা আরও পরিমার্জিত হয়ে 'ক্ষুদ্রঋণ' নামে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করে। দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত তদারকি ঋণ হিসেবে ফসলি ও বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি বিশেষ করে সেচযন্ত্রের বিপরীতে সমবায়ী কৃষকদের মধ্যে ঋণ প্রদান চালু করা হয়। এর পাশাপাশি ১৯৭৫ সালে বিআরডিবি মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি চালুর মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের জন্য ঋণ বিতরণ চালু করে। কৃষি সমবায়ের পাশাপাশি আশির দশকে বিআরডিবি বিভিন্ন প্রকার দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে বিআরডিবি প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে ঋণ প্রদান করছে। শুরু থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত বিআরডিবি কর্তৃক সদস্যদের মাঝে ক্রমপুঞ্জিত ঋণ প্রদানের পরিমাণ ১৯০৯৫.৭০ কোটি টাকা এবং একই সময়ে আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ ১৭,৫০০.৮৬ কোটি টাকা।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে ঋণ প্রদান

- বছরে মোট ঋণ প্রদান ১২৪৪.৩৯ কোটি টাকা
- পুরুষ সদস্যের ঋণ প্রদান ৫৪৪.৭০ কোটি টাকা
- নারী সদস্যের ঋণ প্রদান ৬৯৯.৬৯ কোটি টাকা
- বছরে ঋণ গ্রহিতা সদস্য ৩,৭৮,৬৯৪ জন
- পুরুষ ঋণ গ্রহিতা সদস্য ১,৬৭,২১৭ জন
- নারী ঋণ গ্রহিতা সদস্য ২,১১,৪৭৭ জন

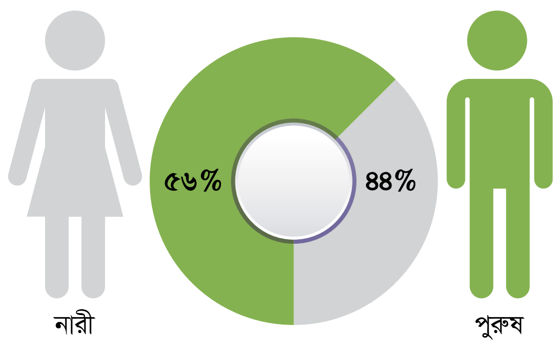

২০২০-২০২১ অর্থবছরে পুরুষ ও মহিলাদের ঋণ প্রদানের হার

প্রকল্প/কর্মসূচির ধরন অনুযায়ী ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ

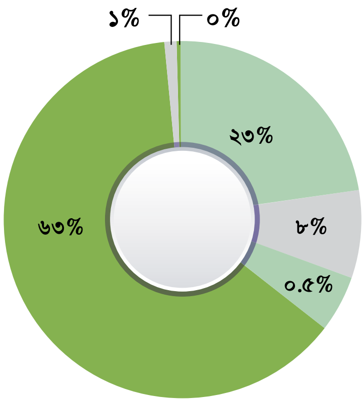

নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চলমান কর্মসূচি ৬৩%

মূল কর্মসূচি - ২৩%

এডিপিভূক্ত প্রকল্প - ৫%

মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি - ৮%

অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/কর্মসূচি - ১%

সিভিডিপি- ০.৫%

শুরু হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ঋণ প্রদান/বিতরণ

প্রকল্প/ কর্মসূচির ধরন	ঋণ প্রদান/বিতরণ (লক্ষ টাকায়)					
	২০২০-২০২১ অর্থবছরে			ক্রমপুঞ্জিত		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
মূল কর্মসূচি	২৭,১৩৪.৭৮	৮৩৯.১৩	২৭,৯৭৩.৯১	৪,০৩,৭৬৫.৭৬	৩৫,১১৫.৬০	৪,৩৮,৮৮১.৩৬
মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি	০.০০	৯,৯৪০.৩৮	৯,৯৪০.৩৮	০.০০	১,৫৮,৭৬৬.৯৫	১,৫৮,৭৬৬.৯৫
এডিপিভুক্ত প্রকল্প	৩,৪৮১.০৭	২,৬১৮.৪৫	৬,০৯৯.৫২	৩,৮০৯.৭৭	৫,৭৫৯.৯৫	৯,৫৬৯.৭২
চলমান কর্মসূচি	২২,৭১৮.৪৩	৫৫,৮৯৬.২০	৭৮,৬১৪.৬৩	৫,০৪,৩৭৩.৮৫	৭,৬৪,৯৮৮.০৫	১২,৬৯,৩৬১.৯০
অন্য মন্ত্রণালয়	৯১২.৫০	৪৫৬.৮৩	১,৩৬৯.৩৩	১৩,০১৩.৩৪	১৫,৭৫৭.৮৯	২৮,৭৭১.২৩
সিভিডিপি	২২২.৮৩	২১৮.৪০	৪৪১.২৩	২,৩২০.৪৫	১,৮৯৮.৫৩	৪,২১৮.৯৮
সর্বমোট	৫৪,৪৬৯.৬১	৬৯,৯৬৯.৩৯	১,২৪,৪৩৯.০০	৯,২৭,২৮৩.১৭	৯,৮২,২৮৬.৯৭	১৯,০৯,৫৭০.১৪

২০২০-২০২১ অর্থবছরে ঋণ আদায়

বছরে ঋণ আদায় ১,২৫০.৪৬ কোটি টাকা

নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত প্রকল্প/ কর্মসূচির ৮৩২.৭৭ কোটি টাকা

মূল কর্মসূচির ২৭৫.২১ কোটি টাকা

এডিপিভূক্ত প্রকল্পের ২২.৮৯ কোটি টাকা

মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ ১০৪.৬৪ কোটি টাকা

অন্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/কর্মসূচি ১১.৪৮ কোটি টাকা

সিভিডিপি ৩.৪৭ কোটি টাকা

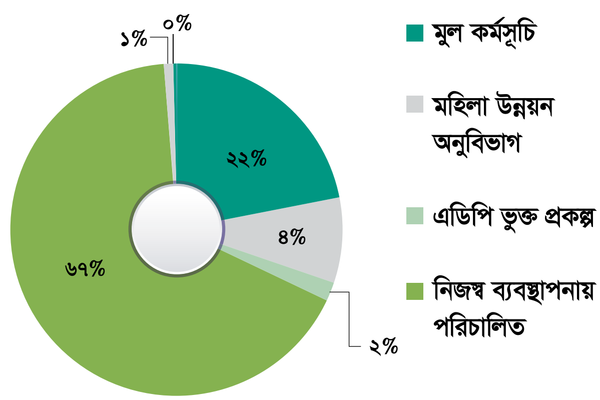

প্রকল্প/কর্মসূচির ধরন অনুযায়ী ঋণ আদায়

শুরু হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ঋণ আদায়

প্রকল্প/ কর্মসূচির ধরন	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)					
	২০২০-২০২১ অর্থবছরে			ক্রমপুঞ্জিত		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
মূল কর্মসূচি	২৬,৬৯৮.০০	৮২২.৫০	২৭,৫২০.৫০	৩,৮৮,৪৫০.৬১	১১,৪১৪.৭৭	৩,৯৯,৮৬৫.৩৮
মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি	০.০০	১০,৪৬৪.২২	১০,৪৬৪.২২	০.০	১,৪৭,৫২৬.১৪	১,৪৭,৫২৬.১৪
এডিপিভুক্ত প্রকল্প	১,০৩৭.৬৩	১,২৫১.৩১	২,২৮৮.৯৪	১,৩০০.৬২	৩,০০৩.১৬	৪,৩০৩.৭৮
চলমান প্রকল্প	২৭,৯৩২.১০	৫৫,৩৪৫.১৩	৮৩,২৭৭.২৩	৪,৫০,২৬২.২২	৭,৩০,১৬৯.৪৩	১১,৮০,৪৩১.৬৫
অন্য মন্ত্রণালয়	৭৮২.৩৮	৩৬৫.০৯	১,১৪৭.৪৭	৯,৫১৪.০৪	৪,৩৭১.৪৬	১৩,৮৮৫.৫০
সিভিডিপি	১৭২.৪০	১৭৪.৭৭	৩৪৭.১৭	২,২৯৪.১১	১,৭৭৯.০০	৪,০৭৩.১১
সর্বমোট	৫৬,৬২২.৫১	৬৮,৪২৩.০২	১,২৫,০৪৫.৫৩	৮,৫১,৮২১.৬০	৮,৯৮,২৬৩.৯৬	১৭,৫০,০৮৫.৫৬

৩.৫ মানবসম্পদ উন্নয়ন

প্রশিক্ষণ মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও মানসিকতাকে পরিবর্তন করে। গ্রামবাংলার পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনসম্পদে রূপান্তরের জন্য বিআরডিবি সূচনালগ্ন থেকেই কাজ করছে। বিআরডিবি সমবায়ের মাধ্যমে পল্লীর জনগণকে একটি সাংগঠনিক শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ করে। অতঃপর সংগঠিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় সমবায় ব্যবস্থাপনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, মতামত প্রকাশের সক্ষমতা বৃদ্ধি, নেতৃত্বের বিকাশ, আয়বর্ধক ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, সাক্ষরতা, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহারসহ প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন করে থাকে। এছাড়াও সমিতি/দলের সাপ্তাহিক সভায় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডসহ স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিশু পুষ্টি, মাতৃস্বাস্থ্য, জন্মনিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, ইভ টিজিংয়ের কুফল, আর্সেনিক সমস্যা দূরীকরণ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন ও ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। বিআরডিবি পল্লীর মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য উপকারভোগী সদস্যদের দারিদ্র্য-বিমোচন ও আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডনির্ভর বিভিন্ন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম), বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), বিসিএস প্রশাসন একাডেমী, বিয়াম ফাউন্ডেশন, বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় থেকে বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিআরডিবির নিজস্ব ৩টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসহ উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ অবকাঠামো রয়েছে। এ সকল অবকাঠামো যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে বিআরডিবির/প্রকল্পসমূহ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় উপকারভোগী সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিআরডিবি মোট ৪৪,৬০৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারি এবং ১,৭৩,১৯৪ জন উপকারভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। বিআরডিবির আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্রমপুঞ্জিত উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ৬৯.৫৬ লক্ষ।

ক্রমপুঞ্জিত কর্মকর্তা/কর্মচারি প্রশিক্ষণ ২,২৭,৭৩১ জন

ক্রমপুঞ্জিত উপকারভোগী প্রশিক্ষণ ৬৯,৫৫,৬৫৯ জন

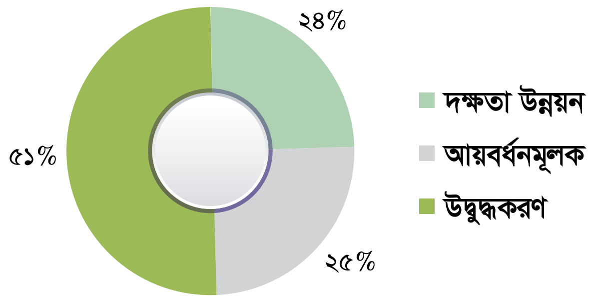

সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ (ক্রমপুঞ্জিত)

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অগ্রগতি

কর্মকর্তা/কর্মচারি (জন)						উপকারভোগী							
২০২০-২০২১			ক্রমপুঞ্জিত (জুন ২০২১)			২০২০-২০২১				ক্রমপুঞ্জিত (জুন ২০২১)			
দেশে	বিদেশে	মোট	দেশে	বিদেশে	মোট	দক্ষতা উন্নয়ন	আয়বর্ধনমূলক	উদ্বুদ্ধকরণ	মোট	দক্ষতা উন্নয়ন	আয়বর্ধণমূলক	উদ্বুদ্ধকরণ	মোট
৪৪,৬০৬	-	৪৪,৬০৬	২,২৭,৭৩১	৭২৮	২,২৮,৪৫৯	৫৮,২৭২	৩২,৪২১	৮২,৫০১	১,৭৩,১৯৪	১৭,১২,০৯৫	১৭,২১,৪৯৮	৩৫,২২,০৬৬	৬৯,৫৫,৬৫৯

৩.৬ কৃষি প্রযুক্তি ও সেচ ব্যবস্থাপনা

পল্লী উন্নয়নে 'কুমিল্লা মডেল' এর প্রধান চারটি উপাদানের মধ্যে সেচ কার্যক্রম অন্যতম। বিআরডিবি'র সূচনালগ্ন থেকেই অধিক ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে তৎকালীন সর্বাধুনিক কৃষি প্রযুক্তিনির্ভর চাষাবাদ পদ্ধতির প্রচলনের জন্য কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষকদের সংগঠিত করে বিএডিসি, ব্যাংক ও বিআরডিবির যৌথ প্রচেষ্টায় কৃষকদের মাঝে সেচযন্ত্র বিতরণ করেছে। এক্ষেত্রে বিআরডিবি কৃষকদের সংগঠিত করার মাধ্যমে সেচযন্ত্র গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে বিএডিসি ও ব্যাংকের মধ্যে সংযোগের সাথে সাথে মাঠপর্যায়ের সেচযন্ত্রের পরিচালনায় মূল অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। ব্যাংক বিআরডিবির যৌথ চুক্তির মাধ্যমের সম্পাদিত ব্যাংকিং পরিকল্পনা মোতাবেক বিআরডিবি নিয়ন্ত্রিত ইউসিসিএগুলোতে ব্যাংক সেচযন্ত্রখাতে মেয়াদি ঋণ বিনিয়োগ করে। বিতরণকৃত সেচযন্ত্রের মাধ্যমে বিআরডিবি দেশের বিপুল পরিমাণ এলাকা চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসে। বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বিআরডিবি ঋণের মাধ্যমে সমবায়ী কৃষকদের সেচযন্ত্র বিতরণ করে কৃষি উৎপাদনে বিপ্লব ঘটায়।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের শুরুর দিকে সরকার সেচযন্ত্র বাজারজাতকরণ বেসরকারি খাতে উন্মুক্ত করে দেয়। এর ফলে বিআরডিবি-বিএডিসি-ব্যাংক এর সম্মিলিত উদ্যোগে সেচযন্ত্র বিতরণ কার্যক্রম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হওয়ায় বিআরডিবি'র সেচযন্ত্র বিতরণ কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে পড়ে। সেচ সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমের আওতায় বিআরডিবি মোট ৩,৫৫,২৮৮টি সেচযন্ত্র বিতরণ করে। বিতরণকৃত সেচযন্ত্রের মধ্যে গভীর নলকূপ ১৮,৩৬০টি, অগভীর নলকূপ ৪৪,৫২৩টি, শক্তিচালিত পাম্প ১৯,৪০৫টি এবং হস্তচালিত পাম্প ২,৭৩,০০০টি। এছাড়া সেচযন্ত্র খাতে মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ২০৯৪৭.০১ কোটি টাকা।

বিআরডিবি'র মাধ্যমে বিতরণকৃত সেচযন্ত্রসমূহ দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে অনেক নলকূপ অকেজো হয়ে যায়। ফলে অকেজো নলকূপের মধ্যে মেরামতযোগ্য নলকূপগুলোকে সচল করার লক্ষ্যে বিআরডিবি ২০১৩ সালে 'সেচ সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২০টি জেলার ৬১টি উপজেলায় ৩৩৪টি অচল/অকেজো কিন্তু মেরামতযোগ্য গভীর নলকূপ সচল করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

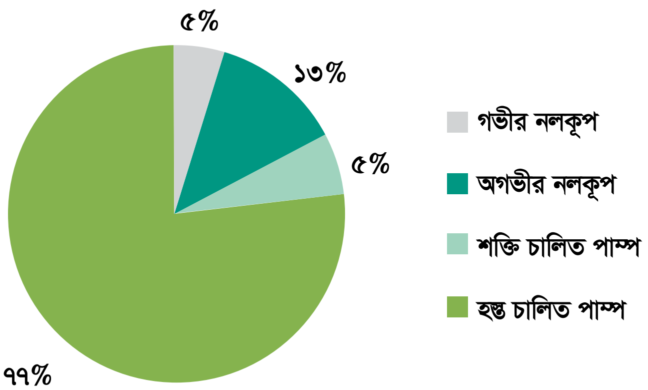

বিতরণকৃত সেচ যন্ত্রের ধরন

৩.৭ পল্লী পণ্যের বিপণন সংযোগ সৃষ্টি

বিআরডিবি উপকারভোগী সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ মান নিশ্চিত করা, সংরক্ষণ, উৎপাদকের ও ভোক্তার ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির জন্য বিপণন সংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করে। পণ্য সংরক্ষণের জন্য বিআরডিবির বিভিন্ন অবলুপ্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৬৮টি গুদামঘর রয়েছে। এছাড়াও কারুপল্লী, কারুগৃহ, শান্তি, পল্লী বাজার ব্র্যান্ড নামে ৪টি প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে বিআরডিবি'র উপকারভোগী সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যের ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে।

বিআরডিবির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনী কাম সেলস্ সেন্টার পরিচিতি

কারুপল্লী:

'কারুপল্লী' দারিদ্র্য দূরীকরণে বিআরডিবির একটি ব্যতিক্রমধর্মী কার্যক্রম। এটি গ্রামের অসহায় ও বিত্তহীন সদস্যদের উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প ও অন্যান্য পণ্যের বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র। ১৯৮৯ সালে বিআরডিবির উদ্যোগে জাপান ওভারসিজ কোঅপারেশন ভলান্টিয়ার্সের (জেওসিভি) কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয় কারুপল্লী। কারুপল্লীর প্রধান উদ্দেশ্য হলো বিআরডিবির সুবিধাভোগী এবং অসহায় ও বিত্তহীন গোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতা কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন হস্তশিল্পজাত পণ্য উৎপাদন এবং তা দেশি ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিপণন সুবিধা প্রদানে সহায়তা করা। বর্তমানে বিআরডিবির প্রধান কার্যালয় পল্লী ভবন, ৫, কাওরান বাজার, ঢাকায় কারুপল্লীর একটি প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র রয়েছে। প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র ছাড়াও karupalli.brdb.gov.bd এই-কমার্স সাইটের মাধ্যমে কারুপল্লীর পণ্য বিক্রয় করা হয়।

উদকনিক প্রকল্পের প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র

উদকনিক প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প পণ্যের বিক্রয় ও প্রদর্শনীর জন্য রংপুর জেলায় প্রদর্শনী কাম বিক্রয়কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রটির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার ৫টি জেলার ৩৫টি উপজেলার উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্যসমূহ প্রদর্শনী ও বিক্রয় করা হয়। এছাড়াও পণ্যসমূহ প্রকল্পের ই-কমার্স সাইটের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়। এ প্রকল্পের প্রধান পণ্যসমূহ হলো- নকশি কাঁথা, নকশি টুপি, নকশি বেড কাভার, কুশন কাভার, পাটজাত পণ্য, গহনা সামগ্রী, রংপুরের প্রসিদ্ধ শতরঞ্জি, জামা, পাঞ্জাবি, ব্যাগ, শাড়ি, বিভিন্ন উৎসব এবং ঋতুভেদে নানা ধরনের হাল ফ্যাশানের পোশাক প্রভৃতি। সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শনী ও বিপণন সুবিধা প্রদানসহ প্রকল্পের আওতায় বিআরডিবি'র কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে রংপুরে ১০তলা ভিত্তিবিশিষ্ট একটি ৬তলা ভবন নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে।

৩.৮ গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার

বিআরডিবির গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার কার্যক্রম পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। প্রকল্পের আওতায় পল্লী অঞ্চলে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি (জিসি) গঠন করা হয়। ২০ থেকে ৩০ সদস্যবিশিষ্ট এ কমিটি প্রতি মাসে গ্রামে বসে সভা করেন। এ সভায় গ্রামের উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সকল সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের (স্কিম) প্রস্তাব তৈরি করে ইউনিয়ন সমন্বয় সভায় (ইউসিসিএম) উপস্থাপন করা হয়। ইউসিসিএম-এ অনুমোদিত হলে গ্রামের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হয়। এ সকল স্কিম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে (তিন) ধরনের উৎস থেকে ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

অনধিক ১.০০ লক্ষ টাকা বাজেটের এ স্কিমে মোট ব্যয়ের ৮০% টাকা প্রকল্প থেকে, ১৫% সংশ্লিষ্ট গ্রামের উপকারভোগী জনগণ এবং ৫% সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের তহবিল থেকে প্রদান করা হয়। এ পদ্ধতিতে স্কিম বাস্তবায়ন করা হলে সরকারের কম টাকায় অনেক বেশি উন্নয়ন করা সম্ভব হয় এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ থাকে মর্মে প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। পিআরডিপি-৩ এর আওতায় এ ধরনের ১২৪৪২টি ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কারমূলক স্কিম বাস্তবায়ন করা হয়। ইতোপূর্বে পিআরডিপি-২ এর আওতায় মোট ৬৮১০টি স্কিম বাস্তবায়ন করা হয়।

কুমিল্লায় ক্ষুদ্র অবকাঠামো (রাস্তা) নির্মাণ

জামালপুর সদরে নলকূপ স্থাপন

৩.৯ সম্প্রসারণ কার্যক্রম

বিআরডিবিভুক্ত সদস্যদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে বৃক্ষরোপণ, মৎস্য চাষ, উন্নত চুল্লী স্থাপন, জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন, পশুপাখির টিকাদান ও বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড।

জুন ২০২১ পর্যন্ত সম্প্রসারণ কার্যক্রম (লক্ষ টি)

বৃক্ষরোপণ		জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন		উন্নত চুল্লী স্থাপন		পশুপাখির টিকাদান		মাছের পোনা বিতরণ		নারকেলের চারা রোপণ	
২০২০-২০২১	ক্রমপুঞ্জিত	২০২০-২০২১	ক্রমপুঞ্জিত	২০২০-২০২১	ক্রমপুঞ্জিত	২০২০-২০২১	ক্রমপুঞ্জিত	২০২০-২০২১	ক্রমপুঞ্জিত	২০২০-২০২১	ক্রমপুঞ্জিত
৪৮.২৩	২০,৪৫৩.৬২	০.১৫	০.৬৬	০.৩০	০.৭৪	২১.১৬	৩৩৮.৪১	৩৬.৪১	১,২৩৮.৭৭	১৮.৪	১৮৭.৫৭

৩.১০ নারীর ক্ষমতায়নে বিআরডিবি

পল্লী উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। যেগুলোর মধ্যে বিআরডিবি সরকারের পল্লী উন্নয়ন কৌশলের সাথে সংগতি রেখে দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় অনানুষ্ঠানিক নারী সংগঠন গড়ে তোলা, প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ সহায়তা প্রদান, পুঁজি গঠন, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, প্রযুক্তি হস্তান্তর, নারী ক্ষমতায়ন, লিঙ্গ সমতা বৃদ্ধি ও সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সহযোগিতা করে আসছে। এ লক্ষ্যে বিআরডিবি গ্রামীণ নারীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। নারীদের সর্বক্ষেত্রে অংশগ্রহণ এবং তাদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য সর্বপ্রথম ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রামের আওতায় বিআরডিবি ১৯৭৫ সালে দেশের ১৩০টি উপজেলায় মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করে। বাংলার সুবিধাবঞ্চিত, অসহায়, দুস্থ, বিধবা, এতিম, দারিদ্র্য, বিত্তহীন নারীদের দলভুক্ত করে তাদের প্রশিক্ষণ, পুঁজি গঠনে সহায়তা, ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে উপার্জনমুখী নানা কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা হয়। এর ফলে তারা কর্মমুখী আত্মনির্ভরশীল হয়ে পরিবার ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিআরডিবি'র মাধ্যমে দেশের সকল উপজেলায় নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের সাথে নারী স্বাস্থ্য শিক্ষা, মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিবার পরিকল্পনা, বাল্যবিবাহ রোধ, নারী নির্যাতন রোধ, যৌতুক প্রথা নির্মূল, সঠিক সময়ে সন্তান নেয়াসহ সকল বিষয়ে তারা সচেতন। বিআরডিবি জুন ২০২১ পর্যন্ত মহিলা সংগঠন ৭৪,৪২৪টি সদস্য ২২,০২,৪৭৭ জন, শেয়ার জমা ৪,৪৮৮.৩৫ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় জমা ৩৫,০৮৪.৮৮ লক্ষ টাকা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৩৭,২৮,৬৭৬ জন এবং ঋণ সহায়তা প্রদান ১১,৬৩০.৯৯ কোটি টাকা। ১৯৭৫ সাল থেকে নারীদের সর্বক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও ভাগ্য উন্নয়নের জন্য সমন্বিত মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করে, যা পরবর্তী সময়ে মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ নামে নারীদের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া বিআরডিবি'র আওতাধীন অন্যান্য প্রকল্প ও কর্মসূচিতেও নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

বিআরডিবি গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য বৈষম্য হ্রাস, আর্থসামাজিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, সম্পদের অধিকার অর্জন, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, জীবনযাত্রার গুণগত মান উন্নয়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণসহ বিভিন্ন দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকাণ্ডে নারীদের সম্পৃক্ত করে সকল প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এ সকল প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম যেমন- শাকসবজি চাষ, ফুল-ফলের চাষ, কাপড় সেলাই, দর্জি বিদ্যা, নকশা, বাটিক, বুটিক, এমব্রয়ডারি, নকশি কাঁথা, বাঁশ ও বেতের কাজ, পশুপাখি পালন, মৃৎশিল্প, তাঁতশিল্প, চিড়ামুড়ি ভাজা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন, কম্পিউটার চালনা ইত্যাদি কার্যক্রমের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করছে।

মোবাইল সার্ভিসিং বিষয়ক প্রশিক্ষণে নারী সুফলভোগীগণ

বিআরডিবি'র গ্রামীণ নারীদের সমবায় সমিতি ও অনানুষ্ঠানিক দলে অন্তর্ভুক্ত করে গ্রাম, ওয়ার্ড, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে নারী নেতৃত্বের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বিআরডিবিভুক্ত নারীনেত্রীগণ স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পদে নির্বাচিত হয়ে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিআরডিবি'র এসকল কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীরা কর্মমুখী, আত্মনির্ভরশীল এবং পরিবার ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৩.১১ ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় বিআরডিবি

(ক) ভিডিও কনফারেন্সিং/ভার্চুয়াল সভা

ভিডিও কনফারেন্সিং/ভার্চুয়াল সভা

করোনা প্রাদুর্ভাবের কারণে স্বাস্থ্যঝুঁকি থাকায় বিভাগীয় কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেমের মাধ্যমে সদর দপ্তর থেকে উপজেলা, জেলা, প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট ও মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে আলোচনা, মাসিক সমন্বয় সভায় যুক্ত হওয়া, প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা এবং পল্লী এলাকার সুবিধাভোগীদের সাথে নিয়মিত মতবিনিময় করা হচ্ছে। বর্তমানে এ জুম অ্যাপ ব্যবহারের লক্ষ্যে ৫০০ জন অংশগ্রহণকারী সমন্বিত লাইসেন্স আইডি ব্যবহার করা হয়েছে।

(খ) দাপ্তরিক ওয়েবসাইট

বিআরডিবি জাতীয় তথ্য বাতায়নে যুক্ত হয়েছে, যা আপডেট করা হচ্ছে। বিআরডিবি'র আওতাভুক্ত সকল জেলা ও উপজেলা দপ্তর জাতীয় তথ্য বাতায়নে যুক্ত হয়েছে। সম্প্রতি বিআরডিটিআই জাতীয় তথ্য বাতায়নে যুক্ত হয়েছে। সেবাবক্সে যাবতীয় বিষয়াদি নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে।

দাপ্তরিক ওয়েবসাইট

(গ) পার্সোনাল ডাটাশিট (পিডিএস)

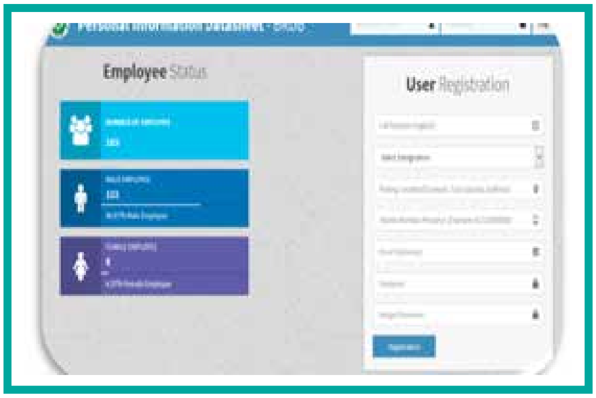

বিআরডিবি পার্সোনাল ডাটাশিট (পিডিএস)

বিআরডিবি'র কর্মকর্তা/কর্মচারিদের চাকরিকালীন সকল রেকর্ড সংরক্ষণের লক্ষ্যে অনলাইন পিডিএস সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। একজন কর্মকর্তা/কর্মচারির চাকরিসংক্রান্ত রেকর্ড বুক হিসেবে পিডিএস কাজ করবে। এর মাধ্যমে প্রশাসন বিভাগ সহজে দ্রুত ও স্বচ্ছতার সাথে মানবসম্পদ পরিচালনা কার্য সম্পাদন করতে পারছে। ইতোমধ্যে প্রায় ২,৪২৪ (দুই হাজার চারশত চব্বিশ) জন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে পিডিএস-এর আওতায় আনা হয়েছে। বর্তমানে PDS কে Dynamic করার জন্য কারিগরি উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(ঘ) ই-নথি

ই-ফাইল (নথি) ব্যবস্থাপনা

সদর দপ্তরের সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদানের পর শাখায় ই-নথি কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ইতোমধ্যে জেলা দপ্তরসমূহ ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু করেছে। দাপ্তরিক কাজে ই-নথি ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন সময়ে দিকনির্দেশনা দেয়া হচ্ছে। উপজেলা দপ্তরেও ই-নথি চালুর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

(ঙ) দাপ্তরিক ওয়েবমেইল

বিআরডিবি সদর দপ্তরসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের বিপরীতে ৭৫০টির বেশি দাপ্তরিক ওয়েবমেইল চালু রয়েছে। দাপ্তরিক ওয়েবমেইল ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেয়া হচ্ছে।

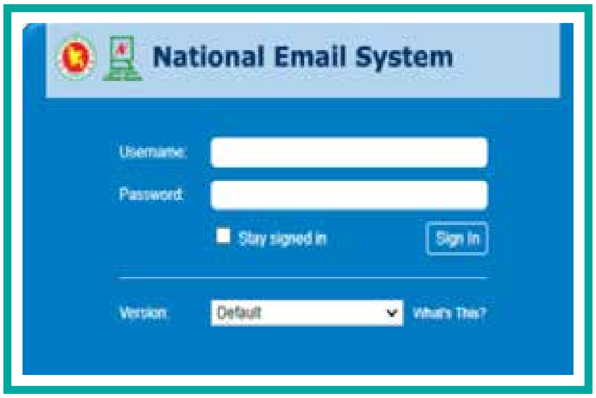

বিআরডিবির ওয়েবমেইল

(চ) সুবিধাভোগী ডাটাবেজ সিস্টেম

বিআরডিবি'র সুবিধাভোগী ডাটাবেজ উন্নয়নপূর্বক ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ১,৪০,০০০ (এক লক্ষ চল্লিশ হাজার) জন সুবিধাভোগী ডাটাবেজের আওতায় এসেছে।

(ছ) ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস)

এমআইএস সফটওয়্যার উন্নয়ন করে জেলা পর্যায়ে বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বিআরডিবি এমআইএস সফটওয়্যার

(জ) ই-বুলেটিন প্রকাশ

বিআরডিবি ই-বুলেটিন

সদর দপ্তরের জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক বুলেটিন ওয়েবসাইটে ই-বুলেটিন হিসেবে প্রকাশ করা হয়। এতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান/কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন, কার্যক্রমভিত্তিক সংবাদ, কর্মক্ষেত্রে কর্মকর্তাবৃন্দের সাফল্য ও স্বীকৃতি, সুবিধাভোগীদের সাফল্যকথা এবং পল্লী উন্নয়নবিষয়ক গবেষণাপত্র/লেখাসমূহ প্রকাশ করা হচ্ছে।

(ঝ) কর্পোরেট মোবাইল সিম

বিআরডিবি'র সদর দপ্তর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের রাজস্ব বাজেটের আওতায় সকল কর্মকর্তা/কর্মচারি ২,৫০০ কর্পোরেট মোবাইল সিম সরবরাহ করা হয়েছে। প্রোগ্রামিং শাখার মাধ্যমে কারিগরি দিক এবং প্রশাসন শাখার মাধ্যমে প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

কর্পোরেট মোবাইল সিম

(ঞ) ডিজিটাল হাজিরা

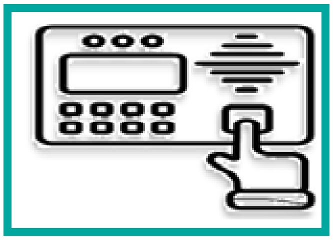

সদর দপ্তরে ফিঙ্গার প্রিন্টের মাধ্যমে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারি দৈনন্দিন ডিজিটাল হাজিরা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

(ট) ইন্টিগ্রেটেড সার্ভিস ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম সিস্টেম

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক "ইন্টিগ্রেটেড সার্ভিস ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম সিস্টেম" নামে একটি সেন্ট্রাল সফটওয়্যার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাদের চাহিদা অনুযায়ী সকল প্রকার ডকুমেন্ট সরবরাহ ও সহযোগিতা করা হচ্ছে।

(ঠ) ডিজিটাল সেবা

ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বিআরডিবি সদর দপ্তরে ব্যবহারের জন্য "কম্পিউটার/আইসিটি সরঞ্জাম মেরামত চাহিদা ফরম" নামে একটি ডিজিটাল সেবা তৈরি করা হয়েছে। যার মাধ্যমে সদর দপ্তরের যেকোনো শাখা থেকে প্রয়োজনীয় কম্পিউটার/আইসিটি সরঞ্জাম মেরামতের জন্য চাহিদা প্রেরণ করা যাবে।

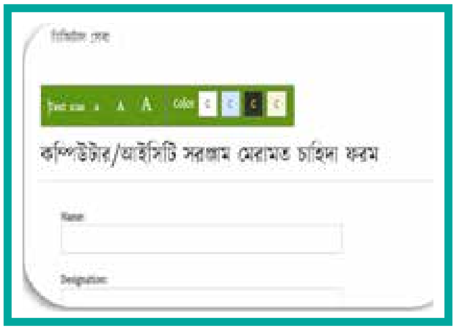

ডিজিটাল সেবা

(ড) ই-জিপি

ডিজিটাল সেবা

প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সম্পন্নের পর নির্মাণ শাখার মাধ্যমে ই-জিপি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

(ঢ) ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সার্ভিস

বিআরডিবি সদর দপ্তরের সকল বিভাগ/অনুবিভাগ/শাখার এ দাপ্তরিক কার্যক্রম চলমান রাখা এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সর্বদা নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যা সমাধানের জন্য একটি বিকল্প ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে।

(ণ) লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN)

বিআরডিবি সদর দপ্তরের সকল বিভাগ/অনুবিভাগ/শাখার চাহিদা মোতাবেক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ কাজ চলমান রয়েছে।

(ত) সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার

বিআরডিবি সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার

বিআরডিবি সদর দপ্তরের জন্য অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ, টুইটার পেজ ও ইউটিউব চ্যানেল খোলা হয়েছে এবং বিআরডিবি'র সকল জেলা দপ্তর ও উপজেলা দপ্তরের জন্য অফিশিয়াল পেজ খোলা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ার সঠিক ব্যবহারের লক্ষ্যে নির্দেশনাসমূহ এই মাধ্যমে আপলোড করা হচ্ছে।

পল্লীতে পল্লীতে জীবিকায়ন শিল্প গঠন করি
২০৪১-এ উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ি

চতুর্থ অধ্যায়

বিশেষ জাতীয় কর্মসূচি পালনে বিআরডিবি

৪.১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (মুজিববর্ষ) উদ্‌যাপন
৪.২ মহান স্বাধীনতা দিবস এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন

৪.১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (মুজিববর্ষ) উদ্‌যাপন

গৃহীত কার্যক্রম:

- ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখ পল্লী ভবন, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের সদর দপ্তর, ৫ কাওরান বাজার ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ।
- ১৭-২৩ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত সদর দপ্তর, জেলা ও উপজেলা দপ্তরে বিশেষ সেবা সপ্তাহ পালন।
- ডিসেম্বর ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সদর দপ্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন।
- ১৭ মার্চ ২০২১ পল্লী ভবনে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন।
- ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে সকল উপজেলায় একযোগে ঋণ বিতরণ উৎসব উদ্‌যাপন।
- ২৬ মার্চ ২০২১ বিআরডিবি সদর দপ্তর, জেলা ও উপজেলায় মহান স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস উদ্‌যাপন।
- ১৫ আগস্ট ২০২১ ধানমন্ডি ৩২, ঢাকা এবং বিআরডিবি সদর কার্যালয় পল্লী ভবনে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ।
- ১৫ আগস্ট ২০২১ বিআরডিবি সদর দপ্তর ও পল্লী কানন আবাসিক এলাকা উত্তরা, ঢাকায় কোরআনখানি, মিলাদ ও বিশেষ দোয়া মাহফিল এবং এতিমদের মাঝে বস্ত্র বিতরণ।
- জুন ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত প্রাথমিক সমিতি/পল্লী উন্নয়ন দলে সুফলভোগীদের উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ।
- ৩০ জুন ২০২১ বিআরডিবি সদর দপ্তরে স্মরণিকা প্রকাশ।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

মহাপরিচালক কর্তৃক বঙ্গবন্ধু কর্নার উন্মোচন

৪.২ মহান স্বাধীনতা দিবস এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন

গৃহীত কার্যক্রম:

- ২৬ মার্চ ২০২১ সন্ধ্যা থেকে বিআরডিবি সদর দপ্তর পল্লী ভবনে আলোকসজ্জাকরণ।
- ২৬ মার্চ ২০২১ সকাল ৬.০০টায় বিআরডিবি সদর দপ্তর পল্লী ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন।
- ২৬ মার্চ ২০২১ সকাল ৮.০০টায় ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ।
- ২৬ মার্চ ২০২১ সকাল ১০.০০টায় বিআরডিবি সদর কার্যালয়ে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ।
- ২৬ মার্চ ২০২১ সকাল ১০.৩০টায় বিআরডিবি সম্মেলন কক্ষে কেক কেটে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন।
- ২৬ মার্চ ২০২১ সকাল ১১.০০টায় বিআরডিবি সম্মেলন কক্ষে, বিআরডিবি'র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং পল্লী কাননে আলোচনা, বিশেষ দোয়া, মোনাজাত এবং প্রার্থনার আয়োজন।
- ২৫ মার্চ ২০২১ বিকেল হতে বিআরডিবি সদর দপ্তর, বিআরডিবি'র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জেলা ও উপজেলা কার্যালয়সমূহের সুবিধাজনক/দর্শনীয় স্থানে জাতীয় কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যানার, ফেস্টুন (ড্রপডাউন ব্যানার/প্যানা) প্রদর্শন।
- ২৬ মার্চ ২০২১ বিআরডিবি'র জেলা ও উপজেলার কার্যালয়সমূহ অথবা জেলা প্রশাসন/উপজেলা প্রশাসনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ ও ঋণ বিতরণ।

কেক কেটে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিল

পঞ্চম অধ্যায়

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিআরডিবি'র বিশেষ কার্যক্রম

৫.১ বিআরডিবি'র ক্রাশ প্রোগ্রাম

৫.২ এসএমই ঋণ কার্যক্রম

৫.৩ ভাসানচরে স্থানান্তরিত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের জীবনযাত্রার সহায়ক ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ

৫.৪ করোনা সংকট মোকাবেলায় কর্মচারিদের আর্থিক প্রণোদনা

৫.৫ কোভিড-১৯ প্রতিরোধ/বিস্তার রোধে গৃহীত কার্যক্রম

৫.১ ক্রাশ প্রোগ্রাম পরিচালনা

বিআরডিবি'র গৌরবময় ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে মহাপরিচালক নবজাগরণ সৃষ্টিকারী ক্রাশ প্রোগ্রামের সূচনা করেছেন। বিআরডিবি'র মাঠপর্যায়ের সার্বিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন, বিদ্যমান সকল প্রকার অনিয়ম নিয়মিতকরণ এবং জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়ে বাস্তবায়নের নিমিত্ত গৃহীত একগুচ্ছ কর্মসূচির নাম ক্রাশ প্রোগ্রাম ২০২০-২০২১। এর আওতায় জেলা ও উপজেলার ঋণ কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিং, খেলাপি ঋণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিশেষ তদারকি, সকল রেকর্ডস হালনাগাদকরণ এবং নিরীক্ষা ও পরিদর্শন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ সকল কার্যক্রম অধিকতর জোরদারকরণের লক্ষ্যে ক্রাশ প্রোগ্রামের আওতায় ৫টি টাস্কফোর্স এবং ২৫টি মনিটরিং ও অডিট টিম গঠন করা হয়েছে। মনিটরিং ও অডিট টিমের কার্যক্রমের অগ্রগতি মহাপরিচালক মহোদয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে মূল্যায়ন করা হয়। এর ফলে মাঠপর্যায়ের কার্যক্রমে শৃঙ্খলা বৃদ্ধি ও রেকর্ডপত্র হালনাগাদকরণসহ বিআরডিবি'র কার্যক্রমে প্রাণ সঞ্চার হয়েছে।

ক্রাশ প্রোগ্রাম ২০২০-২০২১ এর উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- মাঠপর্যায়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ;
- অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন নিশ্চিতকরণ;
- মাঠপর্যায়ের সময়োপযোগী রিপোর্টিং সিস্টেম ও নেটওয়ার্ক তৈরি;
- ঋণ কার্যক্রমের অফলাইন ডাটাবেজ তৈরি;
- ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন;
- মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপি ঋণ সহনীয় মাত্রায় কমিয়ে আনা;
- বুক কিপিং, একাউন্টস্ ও রেকর্ডস্ হালনাগাদকরণ;
- বিদ্যমান অনিয়মসমূহ নিয়মিতকরণ;
- দেশব্যাপী সকল জেলা ও উপজেলা দপ্তরের দীর্ঘদিনের পেন্ডিং নিরীক্ষা সম্পাদন;
- ভার্চুয়াল সভার মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদেরকে কর্মে উজ্জীবিতকরণ এবং
- দৈনিক মনিটরিং ও সাপ্তহিক নিবিড় মনিটরিং সম্পাদন এবং জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিতকরণ।

ক্রাশ প্রোগ্রামের অঙ্গসমূহ

ক্রাশ প্রোগ্রামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত কিছু অঙ্গ নির্ধারণ করা হয়। যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসমূহ হচ্ছে:

- **করোনাকালীন মনিটরিং সেল গঠন**

মার্চ, ২০২০ মাসে বাংলাদেশে করোনার প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে অন্যান্য জাতি গঠনমূলক বিভাগের ন্যায় বিআরডিবি'র মাঠপর্যায়ের দপ্তরসমূহে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের নিয়মিত উপস্থিতি এবং সমিতি/দল পর্যায়ে মাঠকর্মীদের যথাযথভাবে গমনাগমনের ক্ষেত্রে কিছুটা স্থবিরতা দেখা দেয়। এ জন্য মহাপরিচালক তাৎক্ষণিকভাবে বিআরডিবি'র সদর দপ্তর পল্লী ভবনে কর্মকর্তাদের রুটিনমাফিক দায়িত্ব দিয়ে একটি মনিটরিং সেল স্থাপন করেন। মনিটরিং সেলের কর্মকর্তাগণ প্রতিদিনই টেলিফোনের মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা দপ্তরসমূহে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের নিয়মিত উপস্থিতি এবং সমিতি ও দল পর্যায়ে মাঠকর্মীদের গমনাগমন নিশ্চিত করেন।

- **ক্রাশ প্রোগ্রাম সচিবালয় স্থাপন**

মহাপরিচালক, বিআরডিবি ক্রাশ প্রোগ্রাম সংক্রান্ত সকল নীতি ও কৌশল নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সার্বিক সমন্বয় সাধনের জন্য বিআরডিবি'র সদর দপ্তর পল্লী ভবনে একটি ক্রাশ প্রোগ্রাম সচিবালয় স্থাপন করেন। ক্রাশ প্রোগ্রামসংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সার্বিক সমন্বয় সাধনের নিমিত্ত এ সচিবালয়ে মহাপরিচালকের নেতৃত্বে একটি উপদেষ্টা পরিষদ রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন কৌশল নির্ধারণের জন্য একটি এক্সপার্ট টিম এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, কর্ম সম্পাদন ও মাঠপর্যায়ের সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ রয়েছে।

➢ **টাস্কফোর্স পরিচালনা**

করোনাকালীন ও পরবর্তী সময়ে বিশেষ কার্যক্রম সম্পাদন এবং বিআরডিবি'র সার্বিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ক্রাশ প্রোগ্রাম ২০২০-২০২১ এর আওতায় মহাপরিচালক ৫টি টাস্কফোর্স গঠন করেন। বিআরডিবি'র পরিচালক একেকটি টাস্কফোর্সের নেতৃত্বে রয়েছেন। এ ছাড়া প্রতিটি টাস্কফোর্সে যুগ্ম পরিচালক পর্যায়ের একজন মনিটরিং কর্মকর্তা এবং উপপরিচালক ও সহকারী পরিচালকসহ তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি অডিট ও পরিদর্শন টিম রয়েছে।

➢ **ফোকাল পয়েন্ট**

মাঠপর্যায়ের জেলা ও উপজেলা থেকে অডিট ও পরিদর্শন টিম, মনিটরিং কর্মকর্তা এবং কখনো টাস্কফোর্স প্রধানের মাধ্যমে দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক মনিটরিংয়ের ভিত্তিতে সংগৃহীত সকল তথ্য উপজেলা, জেলা, বিভাগওয়ারি এবং সমগ্র দেশের পরিপ্রেক্ষিতে একীভূতকরণ, বিশ্লেষণ, তুলনামূলক গ্রাফিক চিত্র তৈরি এবং মন্তব্যসহ তা মহাপরিচালকের কাছে উপস্থাপনের লক্ষ্যে ক্রাশ প্রোগ্রামের জন্য একজন ফোকাল পয়েন্ট রয়েছেন।

➢ **ভার্চুয়াল সভা**

ক্রাশ প্রোগ্রামের অন্যতম কম্পোনেন্ট হলো মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মহাপরিচালকের অনলাইনভিত্তিক ভার্চুয়াল সভা। মহাপরিচালক নিয়মিতভাবে জুম অ্যাপের মাধ্যমে ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মাঠ কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়ন, জবাবদিহিতা আনয়ন এবং বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনার আলোকে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নির্দেশনা প্রদান করছেন।

মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে ভার্চুয়াল সভায় নির্দেশনা প্রদান করছেন জনাব সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু, মহাপরিচালক, বিআরডিবি

মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় খেলাপি ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে ক্রাশ প্রোগ্রাম পরিচালনা

ক্রাশ প্রোগ্রামের অর্জনসমূহ

➢ মাঠ কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের নিয়মিত উপস্থিতি ও অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন নিশ্চিতকরণ

➢ সময়োপযোগী রিপোর্টিং সিস্টেম ও নেটওয়ার্ক তৈরি

➢ ঋণ কার্যক্রমের অফলাইন ডাটাবেজ তৈরি

➢ মাঠ কার্যক্রমের শক্তিশালী মনিটরিং নেটওয়ার্ক সৃষ্টি-
সাপ্তাহিক রিপোর্ট উপজেলায় প্রস্তুত, জেলার উপপরিচালকের এর নিকট প্রেরণ, অডিট ও পরিদর্শন দলনেতার কাছে প্রেরণ, মনিটরিং কর্মকর্তার কাছে প্রেরণ, টাস্কফোর্স প্রধানের কাছে প্রেরণ, মহাপরিচালক মহোদয়ের নিকট উপস্থাপন।

➢ ঋণ কার্যক্রমে বিশেষ করে খেলাপি ঋণ আদায়ে গতিশীলতা বৃদ্ধি

➢ মাঠপর্যায়ে বুক কিপিং, একাউন্টস্ ও রেকর্ডস্ হালনাগাদ তৈরি

➢ মাঠপর্যায়ের দীর্ঘদিনের পেন্ডিং নিরীক্ষা সম্পাদন

৫.২ এসএমই ঋণ কার্যক্রম

'এসেছে পল্লীর শুভদিন, বিআরডিবি দিচ্ছে এসএমই ঋণ'– এই স্লোগানকে সামনে রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় স্বল্প সুদে দেশব্যাপী বিআরডিবি'র মাধ্যমে উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম গৃহীত হয়। কোভিডজনিত অতিমারিতে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এ সকল উদ্যোগের আওতায় পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে লক্ষ্য করে বিআরডিবি'র অনুকূলে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রণোদনাস্বরূপ বরাদ্দকৃত ৩০০ কোটি টাকার মধ্যে প্রথম ধাপে ১৫০ কোটি টাকা ছাড় করা হয়। ছাড়কৃত অর্থ পল্লীর ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মধ্যে সহজ শর্তে প্রণোদনাস্বরূপ ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। মাঠপর্যায়ে এ বিনিয়োগ কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনা, বিআরডিবি'র চলমান কার্যক্রমের সাথে এর সঙ্গতি রক্ষা এবং এর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্তদের গ্রামীণ অর্থনীতিতে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী 'কোভিড-১৯ প্রণোদনা: পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল পরিচালন নীতিমালা' প্রণয়ন করা হয়।

কোভিড-১৯ এর ক্ষতিকর প্রভাব কাটিয়ে পল্লী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডে ফিরে আসার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির সফল উত্তরণ, পল্লী এলাকায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে লক্ষ্য করে প্রণীত নীতিমালার আওতায় পরিচালিত 'পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ' বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। একইসাথে দরিদ্র জনগণকে আয় উৎসারী দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা, পারিবারিক ও সামাজিক উন্নয়ন, নারী উদ্যোক্তাসহ সকল ধরনের উদ্যোক্তা উদ্দীপনে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

পল্লী উদ্যোক্তা ঋণের লক্ষ্য

উদ্যোক্তা ঋণের লক্ষ্য হলো করোনা মহামারির অভিঘাতে সরকারের অবিরাম উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে পল্লী অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত কুটির, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পখাতে চলমান সংকট লাঘবে কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে গতিশীল করা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকৃত মজুরি বজায় রেখে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন।

এসএমই ঋণ বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

পল্লী উদ্যোক্তা ঋণের উদ্দেশ্য

বিআরডিবি'র সেবামূলক কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় রেখে কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ বিনিয়োগের মাধ্যমে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়:

(১) করোনা মহামারির অভিঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী এলাকার ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগসমূহকে প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে অর্থনীতিতে পুনর্বাসিত করে উৎপাদনক্ষম স্বাভাবিক অবস্থায় পৌঁছাতে সহায়তা করা;

(২) বাংলাদেশের শ্রমবাজারে কর্মসংস্থানের ওপর সৃষ্ট নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করে অভীষ্ট প্রকৃত মজুরি ও বর্ধিত আয় অর্জনে সহায়তা করা;

(৩) বিআরডিবি'র সুবিধাভোগী সদস্য যারা আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে প্রান্তিক অবস্থান থেকে পল্লী উদ্যোক্তা হওয়ার পথে কিছুটা সফল হয়েছেন এবং নিকট ভবিষ্যতে পল্লী উদ্যোক্তায় পরিণত হওয়ার মতো সম্ভাবনাময় অবস্থানে আছেন তাদের কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করা;

(৪) গ্রামীণ পর্যায়ে শিল্প বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি, উদ্যোক্তা শ্রেণি গড়ে তোলা এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করা;

(৫) সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্য পল্লী বিপনির মাধ্যমে বাজারজাতকরণে সহায়তা করা;

(৬) আয় ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা;

(৭) সরকারের উন্নয়ন নীতি ও কৌশলের আলোকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, উৎপাদনশীল ও আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করা।

ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলায় সুফলভোগীদের মাঝে এসএমই ঋণ বিতরণ অনুষ্ঠানে বিআরডিবি'র মহাপরিচালক

সুফলভোগী জনগোষ্ঠী

স্থানীয় সম্পদ ও নিজস্ব মূলধন ব্যবহার করে কিংবা বিআরডিবি'র আওতায় ঘূর্ণায়মান ঋণ কর্মসূচির উপকরণ, যেমন-ঋণ, প্রশিক্ষণ, সহযোগিতা, সেবা, সরবরাহ ইত্যাদি কাজে লাগিয়ে যে সকল সদস্য দক্ষতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধি করে উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন এবং পরিবারের মৌলিক চাহিদা মিটিয়ে সম্পদ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, তাকে কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় পল্লী উদ্যোক্তা হিসেবে এসএমই ও আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য সুফলভোগী হিসেবে বিবেচনা করা

হয়। বিআরডিবি'র চলমান কার্যক্রমের পাশাপাশি সমগ্র বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলার ৪৯৪টি উপজেলায় কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় এই ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বিভিন্ন প্রকারের পল্লী উদ্যোক্তা

কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় বিআরডিবি কর্তৃক নিম্নবর্ণিত ৪ (চার) ক্যাটাগরির সুফলভোগীকে পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান করা হবে–

১) বিআরডিবি'র প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় সৃষ্ট প্রি-গ্র্যাজুয়েট/গ্র্যাজুয়েট/পল্লী উদ্যোক্তা: বিআরডিবি'র বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় যে সকল সদস্য আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সফল হয়েছেন বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন সামগ্রিকভাবে সেসব সদস্যকে বোঝায়। যেমন-

প্রি-গ্র্যাজুয়েট: যে সদস্য তার দক্ষতা এবং সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড সাফল্যের সাথে পরিচালনা করে উল্লেখযোগ্যভাবে আয় বৃদ্ধি করতে এবং মৌলিক চাহিদা মিটিয়ে পরিবার প্রতিপালন করার সামর্থ্য বা সম্পদ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন তাকে প্রি-গ্র্যাজুয়েট সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

গ্র্যাজুয়েট: যে সদস্য তার দক্ষতা এবং সামর্থ্য বৃদ্ধি করে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড সাফল্যের সাথে পরিচালনা করে নিজে স্বাবলম্বী হয়ে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন এবং অন্যের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন তাকে গ্র্যাজুয়েট সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

২) স্বাবলম্বী পল্লী উদ্যোক্তা সমবায়ী/সমবায় সমিতি/অনানুষ্ঠানিক দলের সদস্য:

বিআরডিবি'র আওতায় গঠিত প্রাথমিক সমবায় সমিতির সদস্য যারা আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজেরা সফল হয়েছেন এবং যাদের কর্মকাণ্ডে অধিক ঋণ বিনিয়োগ করলে আরো আয় বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে তাদেরকে বোঝায়।

বিআরডিবিভুক্ত সমিতি/দলের সদস্য যারা বিভিন্ন আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডের বিপরীতে ঋণ গ্রহণ করে নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করেছেন, তাদের মধ্যে যারা এখনো পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণের সামর্থ্য বা যোগ্যতা অর্জন করেননি কিন্তু এরূপ সামর্থ্য বা যোগ্যতা অর্জনের প্রক্রিয়ায় রয়েছেন, তাদের এই নীতিমালার অধীনে আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডের বিপরীতে সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত) ঋণ বিতরণ করা হয়। এক্ষেত্রে বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির নিজস্ব নীতিমালা অনুসরণে এই ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

৩) পেশাজীবী পল্লী উদ্যোক্তা দল: পেশাজীবী উদ্যোক্তা বলতে যাদের কর্মকাণ্ড মূলত আত্মকর্মসংস্থানমূলক এবং যারা নিজস্ব আইডিয়া, নতুন প্রযুক্তি, স্থানীয় বাজারজাতকরণ সুবিধা ইত্যাদি কাজে লাগিয়ে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন এবং যারা কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদন বৃদ্ধি ও অর্থনীতিতে অবদান রাখতে কিছুটা সফলতা অর্জন করেছেন এবং ঋণ বিনিয়োগের মাধ্যমে যাদের অধিকতর সফলতা অর্জনের সুযোগ রয়েছে তাদেরকে নিয়ে নবগঠিত দল বোঝায়।

৪) পেশাজীবী উদ্যোক্তা: নতুন প্রযুক্তি ও বাজারজাতকরণ সুবিধা কাজে লাগিয়ে নিজের উদ্ভাবিত আইডিয়া বা পরিকল্পনা বাস্তব রূপ দেয়ার মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে নিজে দক্ষতা অর্জন করেছেন এবং আরো দক্ষ জনবল সৃষ্টি করে তাদের মাধ্যমে নিজস্ব পরিকল্পনাকে ব্যবসায় রূপ দিতে উদ্যোগী ভূমিকা নেয়া ব্যক্তিকে সামগ্রিকভাবে পেশাজীবী উদ্যোক্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, যেমন-

একক উদ্যোক্তা: ব্যবসায় অর্থের সংকুলান সাপেক্ষে বাজার বিশ্লেষণ করে ব্যবসায়িক পরিকল্পনা নির্ধারণপূর্বক, যিনি অন্যের অধীনে চাকরির পরিবর্তে নিজেই ছোটখাটো একটি ব্যবসা শুরু করেন, তাকে একক উদ্যোক্তা বলে।

পেশাজীবী একক উদ্যোক্তা: পেশা একটি ফার্সি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে জীবিকা বা জীবনধারণের উপায়। কাজেই জীবনধারণের জন্য মানুষ যে কাজ করে বা যে উপায় অবলম্বন করে, তাকে পেশা বলে। আর নতুন নতুন প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে দক্ষ

জনবলের মাধ্যমে নিজের উদ্ভাবিত আইডিয়া বা কোনো পরিকল্পনাকে ব্যবসায়িক বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হওয়া বা উদ্যোগী ভূমিকা নেয়াকে পেশাজীবী একক উদ্যোক্তা বলে। উদ্যোক্তা তার পরিকল্পনাকে ব্যবসায় রূপ দেওয়ার জন্য সকল প্রকার ঝুঁকি গ্রহণ এবং মেধা, শ্রম ও অর্থের বিনিয়োগ করে।

উল্লেখ্য, পিইপির নিজস্ব কর্মসূচির সাথে কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় প্রদত্ত ঋণ সুবিধা পৃথক প্রণোদনা হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে।

ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা

- অন্য কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানের ঋণ সুবিধাভোগী হবেন না;
- বিআরডিবি হতে ইতোপূর্বে গৃহীত ঋণ (যদি থাকে) ১০০% পরিশোধ থাকতে হবে;
- পেশাভিত্তিক কাজে প্রশিক্ষিত/দক্ষ/অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং নিজের ও অন্যের কর্মসংস্থান সৃজনে সক্ষম;
- বিআরডিবি'র মূল কর্মসূচিসহ অন্য যেকোনো প্রকল্প বা কর্মসূচির সমিতি/দলের গ্র্যাজুয়েট সদস্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
- এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা এবং ওই এলাকার ক্ষুদ্র/মাঝারি উদ্যোক্তা হতে হবে/এন্টারপ্রাইজ থাকতে হবে;
- কমপক্ষে ১ (এক) বছর সমিতি/দলের সদস্য হিসেবে আছেন এবং দলীয় শৃঙ্খলা মেনে চলেছেন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সন্তোষজনকভাবে পর্যবেক্ষণকাল অতিক্রম করেছেন);
- বয়সসীমা ১৮ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে, যারা শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্ষম;
- বিশেষ যোগ্যতা বিবেচনায় নতুন সদস্য ভর্তির মাধ্যমে এই ঋণ বিতরণ করা যাবে।

বিনিয়োগের খাতসমূহ

পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কৃষিভিত্তিক অন-ফার্ম ও অফ-ফার্ম কার্যক্রম এবং আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে সেবা খাতসহ সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য সম্ভাব্য যেকোনো খাতকে বিবেচনায় নেয়া যাবে। এক্ষেত্রে নিম্ন বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে বিনিয়োগের খাত নির্বাচন করা যেতে পারে-

- স্থানীয়ভাবে উদ্যোক্তাদের চাহিদা;
- উদ্যোগের নতুন নতুন আইডিয়া;
- অল্প পরিমাণে বিনিয়োগে স্বল্পতম সময়ে অধিক মুনাফা সৃষ্টি করতে সক্ষম এমন উদ্যোগসমূহ;
- যে সকল উদ্যোগে বেশিসংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়;
- যে সকল উদ্যোগে ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত কম;
- যে সকল উদ্যোগের ক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ সুবিধা বেশি;
- কম ঝুঁকিপূর্ণ আয় উৎসারী অন্যান্য খাত।

বিনিয়োগের কতিপয় খাতের উদাহরণ

ফুল/ফলমূলের চাষ, মৌমাছি চাষ, ডেইরি ফার্ম, পোল্ট্রি ফার্ম, নার্সারি, মৎস্য চাষ/হ্যাচারি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, বেকারি, ধান ভানা/চাতাল, মৃৎশিল্প, শতরঞ্জি শিল্প, তাঁত বা বুনন শিল্প, তৈরি পোশাক শিল্প, কাঠ/স্টিলের আসবাবপত্র বা সরঞ্জাম তৈরি, কাঁসা-পিতল-ব্রোঞ্জ শিল্প, প্লাস্টিক/মেলামাইন শিল্প, লোকাল মোটরযান/বোট নির্মাণ শিল্প, মোবাইল ফোনের দোকান/বিজনেস, গহনা তৈরি (স্বর্ণ, রুপা, সিটিগোল্ড, মাটি, কাঠ), মোমবাতি তৈরি, মশার কয়েল তৈরি, ক্ষুদ্র ব্যবসা, মনিহারি দোকান এবং আয় উৎসারী অন্যান্য খাত।

ঋণ সীমা

- একজন উদ্যোক্তা সদস্যের একক ঋণের সীমা হবে সর্বনিম্ন ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার সক্ষমতা ভেদে সদর দপ্তরের অনুমোদন সাপেক্ষে এই ঋণ সীমা সর্বোচ্চ ২৫,০০,০০০/-(পঁচিশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে।

- বিজনেস প্ল্যানের ভিত্তিতে উদ্যোক্তার প্রকৃত চাহিদা, বিনিয়োগের সক্ষমতা, কর্মকাণ্ডের ধরন, কর্মকাণ্ডে তার নিজস্ব বিনিয়োগের পরিমাণ ইত্যাদির ওপর ঋণের পরিমাণ নির্ভর করবে।
- সর্বক্ষেত্রে প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের জন্য বিজনেস প্ল্যানে উল্লিখিত সর্বমোট বিনিয়োগের ন্যূনতম ৩০% ঋণগ্রহীতা নিজে বিনিয়োগ করবেন।

ঋণের মেয়াদ ও সেবামূল্য

ঋণের মেয়াদ হবে দুই বছর (২৪ মাস)। সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ২ বছরের মধ্যে এই ঋণ পরিশোধ করতে হবে। উদ্যোক্তাগণ ফ্ল্যাট রেট পদ্ধতিতে বার্ষিক ৪% সেবামূল্যে এই ঋণ সুবিধা পাবেন।

বিআরডিবি সৃষ্টিলগ্ন থেকে পল্লীর জনগণ ও জনপদের উন্নয়নকল্পে কৃষিতে 'সেচ-সার-বীজ' প্রযুক্তির সমন্বয়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা প্রদান, কর্মসৃজন ইত্যাদি কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য হ্রাসকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। চলমান উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম বিআরডিবি'তে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। উল্লেখ্য, বিআরডিবি'র মাধ্যমে বিভিন্ন সেবা কার্যক্রমের পাশাপাশি সুফলভোগী সদস্যদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে মূলধন সহায়তা হিসেবে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হতো। এ ঋণের সিলিং নির্ধারিত ও অত্যন্ত কম হওয়ায় সিলিংয়ের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছার পর বর্ধিত চাহিদার জোগান দেওয়া সম্ভব না হওয়ায় সুফলভোগীগণ অনেক ক্ষেত্রে নিজ উদ্যোগের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা থাকত। অনেকে নিজেদের প্রয়োজনে বিআরডিবি ছেড়ে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংক থেকে উচ্চ সুদে ঋণ নিয়ে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে বাধ্য হতো। উদ্যোক্তা ঋণ নিঃসন্দেহে পল্লীর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে এবং বিআরডিবি'র প্রতি মানুষের আস্থা বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি এ ঋণের মাধ্যমে পল্লীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আরো গতিশীল হবে।

করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী উদ্যোক্তাদের পল্লী অর্থনীতিতে পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সরকারের একটি মানবিক উদ্যোগ 'পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ'। প্রায় দেড় বছর যাবৎ চলমান করোনা অতিমারিতে বাংলাদেশসহ বিশ্ব অর্থনীতি বিপর্যয়ের সম্মুখীন। ইতোমধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে। অনেকে চাকরি হারিয়ে বেকার হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। বিশেষ করে দেশের ক্ষুদ্র পল্লী উদ্যোক্তাগণ যারা তাদের শেষ সম্বলটুকু বিনিয়োগ করে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থাসহ পল্লী অর্থনীতি সচল রেখে জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রাখেন তাদের অনেকেই আজ ক্ষতিগ্রস্ত। দীর্ঘ সময় করোনাজনিত বিধি-নিষেধের কারণে স্বাভাবিক কার্যক্রম বন্ধ থাকায় জীবন বাঁচানোর তাগিদে অনেকে পুঁজি হারিয়ে ফেলেছেন, ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা হারিয়েছেন। করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত এ সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান 'পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ' গ্রহণ করে ক্ষতি পুষিয়ে পল্লী অর্থনীতিতে পুনর্বাসনের সুযোগ পাবেন। বিআরডিবি সরকারের এ ধরনের একটি মহৎ উদ্যোগের অংশীদার হতে পেরে সত্যিই গর্বিত।

৫.৩ ভাসানচরে স্থানান্তরিত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের জীবনযাত্রার সহায়ক ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারের জাতিগত বিদ্বেষ-হিংসা-নিপীড়ন-নির্যাতন আর হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়ে রাখাইন রাজ্যের এক বিশাল রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী নিজ ভিটেমাটি থেকে বিতাড়িত হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। এ জনগোষ্ঠীর জন্য ঘরবাড়ি নির্মাণ, খাদ্যসহায়তা প্রদানসহ সুন্দর জীবনযাত্রার লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে ভাসানচরে স্থানান্তর করা হয়। সরকারি এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) ভাসানচরে স্থানান্তরিত উল্লিখিত নাগরিকদের জীবনযাত্রায় সহায়ক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক ও জীবিকায়নের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করে।

ভাসানচরে স্থানান্তরিত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের জীবনযাত্রার সহায়ক ও সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ উদ্বোধনকালে বিআরডিবি'র মহাপরিচালক ও অন্য কর্মকর্তাবৃন্দ

বিআরডিবি থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হচ্ছে

দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন রোহিঙ্গা শরণার্থীরা

বিআরডিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারি, প্রশিক্ষক, বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে ২৭ জানুয়ারি, ২০২১ থেকে প্রশিক্ষণ সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়। এখানে হাঁস-মুরগি পালন, গবাদি পশুপালন, মৎস্য চাষ, কৃষিকাজ, বাঁশ, বেত ও কুটির শিল্প, সেলাই ও সূচিশিল্পকর্ম ট্রেডে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের দক্ষ করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। জুন/২০২১ পর্যন্ত মোট ৪৯৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যা ভাসানচরে স্থানান্তরিত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধিসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জীবিকায়নে সহায়ক হচ্ছে।

৫.৪ করোনা সংকট মোকাবেলায় কর্মচারিদের আর্থিক প্রণোদনা

সাম্প্রতিক বৈশ্বিক মহামারি প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে বিআরডিবি'র চলমান কার্যক্রম কিছুটা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এর ফলে সুফলভোগী সদস্যগণসহ নিজস্ব আয়ে পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে কর্মরত কর্মচারিগণও বেতন-ভাতার সংকটে পড়েন। সরকার কর্তৃক বিআরডিবি'র অনুকূলে বৈশ্বিক করোনা মহামারির কারণে সৃষ্ট আপৎকালীন আর্থিক অবস্থার উত্তরণের নিমিত্ত এককালীন ১৫.০০ (পনেরো) কোটি টাকা প্রণোদনা প্রদান করা হয়।

এর ফলে বিআরডিবি'র প্রকল্প ও বিভিন্ন কর্মসূচির কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের মধ্যে কর্মচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং মাঠপর্যায়ে বিআরডিবি'র কর্মীরা করোনাকালীন সংকট কাটিয়ে কাজে মনোনিবেশ করেছেন। এর ফলে মাঠপর্যায়ে কাজে গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫.৫ কোভিড-১৯ প্রতিরোধ/বিস্তার রোধে গৃহীত কার্যক্রম

করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাবকালীন বিআরডিবি'র সদর কার্যালয় ও মাঠপর্যায়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারির সার্বক্ষণিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে উপকারভোগীদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক বিআরডিবি বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করে।

- সদর দপ্তরে একটি স্বাস্থ্য সুরক্ষা কমিটি গঠিত হয়, যার মাধ্যমে কোভিড আক্রান্ত কর্মকর্তা-কর্মচারিকে কোভিড পরীক্ষা, হাসপাতালের সেবা গ্রহণে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।
- কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দ্রুততম সময়ের মধ্যে টিকাদান নিবন্ধন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করা হয়।
- কর্মকর্তা-কর্মচারিদের হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক, লিকুইড সোপ সরবরাহ করা হয়।
- সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী অফিস বন্ধকালীন ই-মেইল, মেসেঞ্জার, জুম অ্যাপ ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা কার্যক্রম কার্যকর রাখা হয়।
- মাঠপর্যায়ে উপকারভোগীদের কোভিড পরীক্ষা, টিকা গ্রহণ এবং কোভিড প্রতিরোধের জন্য সরকারি নির্দেশনাসমূহ মানার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ করা হয়।

হাত ধোয়া স্কিম, সদর উপজেলা, গোপালগঞ্জ

ষষ্ঠ অধ্যায়

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত (এডিপি) প্রকল্পসমূহ

বিআরডিবি'র এডিপিভুক্ত প্রকল্প

৬.১ উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি-২য় পর্যায় (উদকনিক)

৬.২ অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (পিআরডিপি-৩)

৬.৩ গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প

৬.৪ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টিসমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের এডিপিভুক্ত প্রকল্প

৬.৫ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) বিআরডিবি'র অংশ।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)'র আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতি (কোটি টাকা)

বিআরডিবি'র এডিপিভুক্ত প্রকল্প

ক্রম	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প বরাদ্দ	আর্থিক বছরের অগ্রগতি			ব্যয়ের % হার		শুরু থেকে জুন, ২০২১ পর্যন্ত		
				বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়	বরাদ্দের	অবমুক্তির	অবমুক্ত	ব্যয়	%হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি-২য় পর্যায়	১ এপ্রিল, ২০১৪ থেকে ৩০ জুন ২০২১	১৩১.৪৮	২৩.৪৮	২৩.৪৮	১৬.৮৬	৭২%	৭২%	১৩০.৩২	১১৫.৯৫	৮৯%
২	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প- ৩য় পর্যায়	১ জুলাই, ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০২২	২৭৯.৯১	৩০.০০	৩০.০০	২৯.৯৪	৯৯.৮০%	৯৯.৮০%	১৪৭.৮৮	১৪৪.৮৪	৯৮%
৩	গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প	১ জানুয়ারি, ২০১৮ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১	৪১.৭৮	৬.৮০	৬.৮০	৬.৭৫	৯৯%	৯৯%	৩১.৪৯	২৯.৯৩	৯৫%
৪	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টিসমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি	১ জানুয়ারি, ২০১৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩	২০৬.৩৫	৩৭.৫০	৩৭.৫০	৩৬.৮৮	৯৮%	৯৮%	৭২.৭৭	৬৯.৩০	৯৫%

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের এডিপিভুক্ত প্রকল্প (বিআরডিবি অংশ)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প বরাদ্দ	আর্থিক বছরের অগ্রগতি			ব্যয়ের % হার		শুরু থেকে জুন, ২০২১ পর্যন্ত		
				বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়	বরাদ্দের	অবমুক্তির	অবমুক্ত	ব্যয়	বরাদ্দ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)	১ জানুয়ারি, ২০১৮ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১	৮৫.৯৩	৬.৪৭	৬.৪৭	৫.১৯	৮০%	৮০%	১৮.২২	১৪.৭৯	৮১%

৬.১ উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি-২য় পর্যায় (উদকনিক)

প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৩,১৪৭.৫৮ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎস: জিওবি
প্রকল্প মেয়াদ: এপ্রিল/২০১৪ - জুন/২০২২
প্রকল্প এলাকা: রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী ও লালমনিরহাট জেলার ৩৫টি উপজেলা

কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

ক) প্রকল্প এলাকার মৌসুমী অভাবগ্রস্থ অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে আয়বর্ধন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদনমুখী আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি।

খ) দারিদ্র্য পীড়িত দেশের উত্তরাঞ্চলের ৩৫ উপজেলার অতি দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদেরকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা।

গ) স্বকর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক ও খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারকরণ।

ঘ) স্থানীয় জনশক্তি ও স্থানীয় সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহারের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

ঙ) স্বল্প সেবামূল্যের বিনিময়ে উপকারভোগী সদস্যদের মধ্যে ঋণ প্রদান।

চ) উপকারভোগীদের জন্য কাঁচামাল প্রাপ্তি সহজলভ্য করা এবং Market Linkage গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভাগীয় শহরে প্রদর্শনী কাম বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন।

সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্য পরিদর্শন করছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় সচিব ও বিআরডিবি'র মহাপরিচালক

আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

প্রকল্প ব্যয়	২০২০-২০২১ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
১৩,১৪৭.৫৮	২,৩৮৪.০০	২,৩৮৪.০০	১,৬৮৬.২৩	৭২%	৭২%	১৩,০৩১.৯০	১১,৫৯৪.৫৫

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২০-২০২১)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা/ কর্মপরিকল্পনা
১	দল গঠন (টি)	৬২৫	২৪	১,০৩৭	২৫
২	সদস্য ভর্তি (জন)	১০,০০০	৫০৩	১৩,৪২৪	১,২২০
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	-	১৫.৮৯	১৭১.৮৮	১৫.০০
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	৩৮,৬৪০	৫,০৪০	৩৬,৯৬০	১,৬৮০
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	১,৫৯৯.৫৭	৬০৬.২৪	৩,৪৪৬.৫৭	১০,০০০.০০
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	১,৫৯৯.৫৭	৪৬১.৬২	২,৩৫০.৭০	৭০০.০০

৬.২ অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (পিআরডিপি-৩)

প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৭,৯৯০.৭৭ লক্ষ টাকা (জিওবি-২৩,৬৩৩.৪৭ এবং ইউনিয়ন পরিষদ ও সুবিধাভোগী ৪,৩৫৭.৩০)
অর্থের উৎস: জিওবি
প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই/২০১৫ - জুন/২০২২
প্রকল্প এলাকা: ৬৪টি জেলার ২১৫টি উপজেলার ৬৫০টি ইউনিয়ন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

ক) জন অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও জনগণের চাহিদাভিত্তিক জাতিগঠনমূলক বিভাগসমূহের সেবা নিশ্চিত করা, সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে Horizontal লিংকেজ এবং গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলার মধ্যে Vertical লিংকেজ স্থাপনের মাধ্যমে টেকসই পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

খ) ইউনিয়ন পরিষদকে One Stop Service Delivery Station হিসেবে পরিণত করা।

গ) গ্রাম উন্নয়নে সম্পৃক্ত সকলের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা।

ঘ) গ্রামবাসীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

ঙ) গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ করা।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ) মিলনায়তন, বগুড়ায় অনুষ্ঠিত পিআরডিপি-৩ এর আঞ্চলিক কর্মশালা

আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

প্রকল্প ব্যয়	২০২০-২০২১ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
২৩,৬৩৩.৪৭	৩,০০০.০০	৩,০০০.০০	২,৯৯৩.৮১	১০০%	১০০%	১৪,৭৮৭.৫২	১৪,৪৮৪.৬২

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রম	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২০-২০২১)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা/কর্মপরিকল্পনা
১	ভিডিসি (টি)	৫,৮৫০	৪৫০	৫,৮৫০	৪৫০
২	ভিডিসিএম (টি)	৩,১৫,৮৩৫	৫৯,৮১২	১,৫৭,১০৫	৬৩,১৮০
৩	ইউসিসি (টি)	৬৫০	৫৫	৬৫০	৫৫
৪	ইউসিসিএম (টি)	৩৮,১৯৬	৬,৩২৫	২৫,১৯৬	৭,৮০০
৫	ভিডিসি স্কিম (টি)	১৭,৭১৬	২,৫৬৮	১২,৪৪২	৩,১৯৮
৬	প্রশিক্ষণ (জন)	৬,৪৩,৭১২	৩৯,৯০০	৩,৭৫,৮০০	৪৩,৭২২

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলায় নির্মিত বক্স কালভার্ট (ভিডিসি স্কিম)

৬.৩ গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪,১৭৭.৭৩ লক্ষ টাকা

অর্থের উৎস: জিওবি

প্রকল্প মেয়াদ: জানুয়ারি/২০১৮ থেকে ডিসেম্বর/২০২১

প্রকল্প এলাকা: গাইবান্ধা জেলার ৭টি উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

ক) মানবসম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয় ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গাইবান্ধা জেলার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি সাধন।

খ) যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টিসহ কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান।

গ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি খাতে দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

ঘ) পল্লী জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।

আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

প্রকল্প ব্যয়	২০২০-২০২১ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৪,১৭৭.৭৩	৬৮০.০০	৬৮০.০০	৫৭৪.৭৩	৯৯%	৯৯%	৩,১১৪.২৬	২,৯৯৩.২২

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রম	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২০-২০২১)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	৪৫৫	৭৯	৪৪৫
২	সদস্য ভর্তি (জন)	১৫,৮০০	২,৮১২	১৫,০৯০
৩	পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকায়)	০	১০৪.০৩	২০৬.২৯
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	১৫,৮০০	৫,০০০	১৪,২৫৫
৫	প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ প্রদান (লক্ষ টাকায়)	২,৫২৮.০০	১,০৫৩.০৩	১,৬৭৮.৯০
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)	০০	৫৬৭.৭০	৬৯২.৭৬

গাইবান্ধার সাদুল্যাপুর উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় বাঁশ ও বেতপল্লী পরিদর্শন করেন জনাব জেসমুন নাহার, উপপ্রধান, পরিকল্পনা কমিশন

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় এমব্রয়ডারি পল্লীর কর্মরত সুফলভোগীগণ

৬.৪ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টিসমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি

প্রাক্কলিত ব্যয়: ২০,৬৩৫.০৫ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎস: জিওবি
প্রকল্প মেয়াদ: জানুয়ারি/২০১৯ থেকে ডিসেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা: ৬৪ জেলার ২৫৬টি উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:
প্রকল্প এলাকায় ডাল, তেল ও মসলাজাতীয় অপ্রধান শস্য উৎপাদনের প্রসার ঘটানো ও পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং অপ্রধান শস্যের আমদানিনির্ভরতা হ্রাসকরণ।

আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

প্রকল্প ব্যয়	২০২০-২০২১ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	প্রকল্প ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার				
				বরাদ্দের	অবমুক্তির			
২০,৬৩৫.০৫	৩,৭৫০.০০	৩,৭৫০.০০	৩,৬৮৭.৪০	৯৮%	৯৮%	৭,২৭৬.৫০	৬,৯৩০.২২	৫,০০০.০০

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রম	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২০-২০২১)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা/কর্মপরিকল্পনা
১	জরিপ (সংখ্যা)	৩,০০,০০০	১,১০,০০০	২,৪৪,৯১৫	৫১,২০০
২	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	৭,৮৬০	৩,০০০	৫,৯২৪	১,২৮০
৩	সদস্য ভর্তি (জন)	২,৭০,০০০	৮২,১৪৬	১,৪৮,৯৩০	৪৭,৩৬০
৪	পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকায়)	৩,২৪০.০০	৭১১.০০	৯৪৮.৩১	৯০০.০০
৫	প্রশিক্ষণ (জন)	৬০,৯০০	১,৮৮০	২২,১৬৬	২১,০০০
৬	প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ প্রদান (লক্ষ টাকায়)	১১,০০০.০০	৪,৪৪০.২৫	৪,৪৪০.২৫	৫,০০০.০০

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টিসমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচির আওতায় কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলায় ভুট্টা চাষ প্রদর্শনী প্লট

৬.৫ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) ৩য় পর্যায় (বিআরডিবি অংশ)

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৮,৫৯৩.০৯ লক্ষ টাকা

অর্থের উৎস: জিওবি

প্রকল্প মেয়াদ: জানুয়ারি/২০১৮ থেকে ডিসেম্বর/২০২১ পর্যন্ত

প্রকল্প এলাকা: ২০ জেলার ৪৬টি উপজেলার ২,৮৫০টি গ্রাম।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামভিত্তিক একক সমবায় সংগঠনের আওতায় গ্রামের ধনী-দরিদ্র, নারী পুরুষ, কিশোর-কিশোরীনির্বিশেষে সকল পেশা ও শ্রেণির জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের আর্থসামাজিক তথা সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা।

আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

প্রকল্প ব্যয়	২০২০-২০২১ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৮,৫৯৩.০৬	৬৪৬.৪০	৬৪৬.৪০	৫১৮.২৬	৮০%	৮০%	১,৮২১.৪৪	১,৪৭৮.৬০

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রম	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২০-২০২১)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা/কর্মপরিকল্পনা
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	২,৮৫০	১০	২,১৪৮	৭১১
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৪,১২,০০০	১১,৭৭১	২,৪৬,৯০৪	২৭,৫০০
৩	পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকায়)	১৩,৮৮৬.৮০	৬৮৪.৭৮	৫,৬৭০.১৮	১,০৭৭.৪০
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	৪,১৫,০৭৮	১৫,৪৩৫	৮৬,৯১৮	২০,০০০
৫	প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ প্রদান (লক্ষ টাকায়)	৮,৭০৬.৫০	৪৪১.২৩	৪,২১৮.৯৮	৬৯৬.৭০
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)	০	৩৪৭.১৭	৪,০৭৩.১১	১০০%

নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলায় সিভিডিপি প্রকল্পের আওতায় সেলাই প্রশিক্ষণ

সপ্তম অধ্যায়

চলমান কর্মসূচিসমূহ

৭.১ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চলমান কর্মসূচিসমূহ
৭.১.১ মূল কর্মসূচি
৭.১.২ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি
৭.১.৩ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক)
৭.১.৪ পল্লী প্রগতি কর্মসূচি
৭.১.৫ উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)
৭.১.৬ পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি (পজীক)
৭.১.৭ দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)
৭.১.৮ সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)
৭.১.৯ এসএমই কার্যক্রম
৭.২ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/কর্মসূচি
৭.২.১ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন কর্মসুচি
৭.২.২ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি
৭.২.৩ আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২
৭.২.৪ গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্প

৭.১ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চলমান কর্মসূচিসমূহ

৭.১.১ মূল কর্মসূচি

দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ইউসিসিএ'র মাধ্যমে মূল কর্মসূচির ঋণ কার্যক্রম:

১) আবর্তক (কৃষি) ঋণ কর্মসূচির আওতায় ২০০৩-২০০৪ হতে এ পর্যন্ত ১৩,১২৫.০০ লক্ষ টাকা ঋণ তহবিল, ভর্তুকীর অব্যয়িত তহবিল, টাঙ্গাইল কৃষি সেচ কর্মসূচি, এফএও, সরিষাবাড়ি উন্নয়ন প্রকল্প এবং আরএলএফ প্রবৃদ্ধিসহ মোট ঋণ তহবিল ২৫,০৩৭.১২ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৫৮,১০৪ জন উপকারভোগীর মাঝে ১৬,৬৬৪.১৬ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

২) ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সোনালী ব্যাংক (ফসলি) দেশের ১৯টি জেলায় ১২,০২১ জন উপকারভোগীর মাঝে ৫,২০২.৬৫ লক্ষ টাকা এবং (চিংড়ি) ৩টি জেলায় ৭,৬৯০ জনসদস্যের মাঝে ৩,০০৮.৩৩ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

৩) নিজস্ব তহবিল হতে প্রতি উপজেলায় কমপক্ষে ২০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণের নির্দেশনা ও নীতিমালা দেয়া হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৩২টি জেলায় নিজস্ব তহবিল হতে ৮,১৯৬ জন সদস্যের মাঝে ৩,০৯৫.৭৭ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

৭.১.২ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি

১৯৭৫ সাল হতে গ্রামীণ মহিলাদের উন্নয়নের জন্য কানাডিয়ান সিডা ও বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় "গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা পরিকল্পনা জোরদারকরণ" নামের যে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে তা গত ২০০৪ সাল হতে বিআরডিবি'র আওতায় "মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ" নামে রাজস্ব বাজেটভুক্ত হয়।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

ক) সংগঠন সৃষ্টি ও পুঁজি গঠন।

খ) মহিলাদের আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য ঋণ সেবার মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়ন।

গ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, নেতৃত্বের বিকাশ, নারীর ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ।

কার্যক্রম অগ্রগতি (টাকার অঙ্ক লক্ষ টাকায়)

২০২০-২০২১ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ	ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ	২০২০-২০২১ অর্থবছরে ঋণ প্রাপ্ত সদস্যা (জন)	ক্রমপুঞ্জিত ঋণ প্রাপ্ত সদস্যা (জন)	২০২০-২০২১ অর্থবছরে ঋণ আদায়	জুন/২০২১ পর্যন্ত ঋণ আদায়
৯,৯৪০.৩৮	১,৫৮,৭৬৬.৯৫	২৭,২২৩	৪,৪৫,৪৬৯	১০,৪৬৪.২৬	১,৪৭,৫২৬.১৪

৭.১.৩ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক)

কর্মসূচি এলাকা: ২২ জেলায় ১২৩টি উপজেলা।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

ক) দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে (পুরুষ ও মহিলা) আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক সমিতি/দলে সংগঠিত করে তাদেরকে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সার্বিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা দানসহ স্থানীয়ভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের ব্যবস্থা করা।

খ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মক্ষম জনশক্তিতে রূপান্তর করা।

গ) নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিত্তহীন জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে এবং জীবনযাত্রার গুণগত পরিবর্তন সাধন।

টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী উপজেলার উত্তর বেতডোবা পদাবিক দলের সদস্য রবি চন্দ্র পালের দর্জির দোকান

কার্যক্রমের অগ্রগতি:

ক্রম	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২০-২০২১)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	১৮,২৫৫	৭৭	১৭,৮৯৩
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৫৯০,১৫০	৬,৯৬১	৫৭২,১৯৫
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১৬,৫০০.০০	৪৭৩.৭৮	১৫,১৭৩.৬৯
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	১,১৬২,৩৯৪	-	১,০৯০,১৮২
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	২,৮৫,৬৯০.০০	১৩,৫৩৭.৬৭	২,৬৩,৭২৯.১৩
৭	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	২,৫০,৯৫৫.৫	১২,৮৯৯.৩০	২,৪৫,৩৫৯.৭৬

৭.১.৪ পল্লী প্রগতি কর্মসূচি

কর্মসূচি এলাকা: ৪৭৬টি উপজেলার ৪৭৬টি ইউনিয়ন

কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

ক) ক্ষুদ্র ঋণ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধন এবং দারিদ্র্য বিমোচন।

খ) সামাজিক উন্নয়ন, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ও স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা এবং কৃষি ও সামাজিক বনায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধি।

পঞ্চগড় জেলার আটোয়ারী উপজেলার বার আউলিয়া গ্রাম পল্লী প্রগতি দলের সদস্য অজফা বেগমের চায়ের দোকান

কার্যক্রমের অগ্রগতি:

ক্রম	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২০-২০২১)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা
১	দল গঠন (সংখ্যা)	১৩,৩৩০	৭৬	৯,৫০৪	১৪৪
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৩,৮৫,০০০	৫,৬২৩	২,১৮,২৯৩	৫,৪০০
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১,৫০০.০০	১৮৯.৮৩	২,৫৮৬.২৬	১৮০.০০
৪	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৩৪,৬৫৩.২২	৫,৯৬৩.১৯	৮৮,৯১৬.৪৪	৬,০০০.০০
৫	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	২৯,২৯৮.০৯	৫,৮০৮.৬৫	৭৬,৪০৯.৭০	৬,০০০.০০
৬	ঋণ গ্রহীতা (জন)	৩,৮৫,০০০	২০,২৩৪	৫,৪৮,২৭০	২০,০০০
৭	প্রশিক্ষণ (জন)	১৯,২৫০	০০	১৯,৭৫৭	৩৫০

৭.১.৫ উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)

কর্মসূচি এলাকা: ফরিদপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ ও শরীয়তপুর জেলার সকল উপজেলা

কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

প্রধান উদ্দেশ্য হলো অভীষ্ট জনগোষ্ঠী (বিত্তহীন/ভূমিহীন) যাদের বসতবাড়িসহ জমির পরিমাণ ৫০ শতাংশের বেশি নয়, যারা কায়িক পরিশ্রম করে এবং যাদের নির্দিষ্ট আয়ের কোনো উৎস নেই, তাদের অনানুষ্ঠানিক দল গঠনের মাধ্যমে সঞ্চয় জমা করে পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধ করা, ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে বিত্তহীনদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সহায়তা করা।

কার্যক্রমের অগ্রগতি:

ক্রম	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২০-২০২১)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা
১	দল গঠন (সংখ্যা)	৩০	২৭	১০,৫৩১	২৮
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৮,০০০	৫,৯২৮	১,৯৩,৭৩৫	৬,১২০
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১,৩৮০.০০	১,৩৩৭.০০	৭,৮২১.৪৫	১,৩০২.২০

ক্রম	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২০-২০২১)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা
৪	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	২৯,৭১০.৮০	২৪,৩৬৮.১৪	৩,৩০,৯০২.৪৯	২৩,০০০.০০
৫	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	২৬,২০৮.৭২	২৪,০২৭.৯৭	৩,১৪,০৯৮.৬৩	২৩,০০০.০০
৬	স্ল্যাব ল্যাট্রিন স্থাপন (টি)	২,১০০	১,৮১২	৮৮,৭৬৩	১,৭২২
৭	হস্তচালিত নলকূপ বিতরণ (টি)	৬৫০	৭১৭	২২,২৭০	৫৮৬

শরীয়তপুর জেলার গোসাইরহাট উপজেলায় কর্মসূচির আওতায় ছাগল পালন

৭.১.৬ পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি (পজীক)

কর্মসূচি এলাকা: ৪২টি জেলার ১৯০টি উপজেলা

কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

ক) বিত্তহীন মহিলা ও পুরুষের সমন্বয়ে সমবায় সমিতি/দল গঠনের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের শেয়ার ও সঞ্চয় জমা করে নিজস্ব পুঁজি গঠন।

খ) উপকারভোগীদের সমবায় ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড ও নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষম করে তোলা।

গ) বিত্তহীনদের মাঝে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ পূর্বক তাদের কর্মসংস্থান ও আয় উপার্জনে সুযোগ সৃষ্টি করা।

ঘ) আয় ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ।

ঙ) সরকারের উন্নয়ননীতি ও কৌশলের আলোতে বিত্তহীনদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

শরীয়তপুর জেলার ডামুড্যা উপজেলার রায়েরকান্দি মহিলা দলের সদস্য শাহীনা বেগমের দুগ্ধ খামার

কার্যক্রমের অগ্রগতি:

ক্রম	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২০-২০২১)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা
১	সমিতি গঠন (টি)	২২,৯২৭	১১	২০,৩৫৩	১৯০
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৭,৬২,৮৮৩	৩৯৩৬	৬,৪৪,৪৫৬	২,৪৩২
৩	শেয়ার জমা (লক্ষ টাকা)	৩,২৮৪.২৬	৯০.৬৯	১,৬০৩.৭০	৯৫.০০
৪	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১৫,৮৮১.৯৯	৩৭৩.৯১	৫,৯৭৬.৩৫	৫১৩.০০
৫	প্রশিক্ষণ (জন)	৫,২২,৪৫৪	-	২,০৫,৪৮৮	-
৬	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৫,৩২১.০২	১২,২১৪.৪২	৩,১৯,৩৪২.১৮	২৪,৯১০.৭৯
৭	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	-	১২,২২৬.২৫	২৯৭,৮৩৪.৬৬	২১.১৭৮.৫৯

৭.১.৭ দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)

কর্মসূচি এলাকা: খুলনা ও বরিশাল বিভাগের ১৫টি জেলার ৫৯টি উপজেলা।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্প এলাকার অসহায়, দরিদ্র মহিলাদের দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন করা।

ক) মানবসম্পদের সচেতনতা বৃদ্ধি, উদ্বুদ্ধকরণ ও উন্নয়ন করা।

খ) জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করা।

গ) পল্লী এলাকার দরিদ্র মহিলাদের সংগঠন সৃষ্টি করা।

মাগুরা জেলার শালিখা উপজেলার দরিশলই পশ্চিম পাড়া মহিলা সমিতির ম্যানেজার শাহনাজ খাতুনের গরুর খামার

কার্যক্রমের অগ্রগতি:

ক্রম	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২০-২০২১)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা
১	সমিতি গঠন (টি)	২,৭৮৪	২৭	৩,০৬১	২০০
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৭৬,২৫০	১,২৯০	৮৪,৭১৭	৫,০০০
৩	মূলধন গঠন (লক্ষ টাকা)	১,৬১৪.০০	১১২.২৪	২,৭৩৩.৬৪	২০০.০০
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	৬০,০০০	-	৬০,০০০	৮,৫২০
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৭,১৭৭.০০	১০,৮৭৯.২৫	৭১,৫৫৭.৯৪	১১,২১০.০০
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	-	১০,৭৮৭.৪৬	৬১,৭৬৬.৭৫	১১,০০০.০০

৭.১.৮ সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)

২ মে ২০২১ হতে- ১। সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক), ২। মহিলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় উন্নয়ন সমিতি (মবিকেউস), ৩। গ্রামীণ মহিলাদের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি (গ্রামউকসক), ৪। গ্রামীণ মহিলাদের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (গ্রামউক), ৫। দুস্থ পরিবার উন্নয়ন সমিতি (দুপউস), ৬। দুর্যোগ এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনকল্পে বিশেষ বহুমুখী উন্নয়ন কর্মসূচি (দুএদাবি) ও ৭। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচি (ব্যানপিএইচসি) একীভূত করে সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) নামে কার্যক্রম শুরু করা হয়।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠনের মাধ্যমে নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি, নিরবচ্ছিন্ন জামানতবিহীন ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা।

খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলার দামোদর সাহাপাড়া মহিলা সমিতির সদস্য সালমা খাতুনের বুটিক, বাটিক ও হাতের কাজের কাপড়ের দোকান

কার্যক্রমের অগ্রগতি:

ক্রম	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২০-২০২১)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা
১	সমিতি গঠন (টি)	৯৭	২৫,৮২৪	২৮
২	সদস্য ভর্তি (জন)	২৬৪০	৬,০৪,৯২১	১৩,৪৭০
৩	মূলধন গঠন (লক্ষ টাকা)	২৬৯.৪০	৬,৬২৭.৫২	৮৯.৮০
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	-	১৯,৩৬২	-
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৩,৩৩৭.৪৯	১,৭৬,২৭৮.৬০	১২,০০০.০০
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৪,২৬৭.৪৫	১,৫৪,০৪১.০০	১২,০০০.০০

৭.১.৯ এসএমই কার্যক্রম

কোভিডজনিত অতিমারিতে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্র, মাঝারী ও কুটির শিল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিআরডিবি'র অনুকূলে ৩০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেন। তন্মধ্যে ১ম ধাপে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৫০.০০ কোটি টাকা সারা দেশের ৬৪ জেলার ১০,১৮৭ জন সদস্যর মাঝে বিতরণ করা হয়।

৭.২ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/কর্মসূচি

৭.২.১ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন কর্মসুচি

১) **প্রকল্প এলাকা:** পার্বত্য অঞ্চলের ০৩টি জেলার ২৫টি উপজেলা

২) **প্রকল্প বরাদ্দ:** ৪২৬.৩১ লক্ষ টাকা (জিওবি)

৩) **উদ্যোগী মন্ত্রণালয়:** পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৪) **উদ্দেশ্য:** পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধক ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ সহায়তা প্রদান, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রম	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২০-২০২১)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা
১	সমিতি গঠন (টি)	১৬	৯৬২	৫
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৪৭২	১৭,৩২৩	১০০
৩	মূলধন গঠন (লক্ষ টাকা)	১.৩৮	১৯৭.৭৮	১.৫০
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	-	১৯,৩৬২	-
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৪৬৪.৭৯	৬,৪১৫.৬১	৪০০.০০
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৪২৬.৫১	৫,৮৬৩.১৯	৪০০.০০

৭.২.২ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি

১) প্রকল্প এলাকা: ৬৪ জেলার সকল উপজেলা

২) প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই ২০০২ থেকে চলমান

৩) প্রকল্প বরাদ্দ: ৩,৯০০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)

৪) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৫) উদ্দেশ্য: বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ, ঋণ সহায়তা প্রদান, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রম	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২০-২০২১)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা
১	সদস্য ভর্তি (জন)	০০	৩৫,৪৮০	০০
২	প্রশিক্ষণ (জন)	-	৩৫,৪৮০	-
৩	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৭৫১.৫০	১০,৬২৭.৩১	৭৫০.০০
৪	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৬৯০.১৬	৭,৬২৪.০৫	৭৫০.০০

৭.২.৩ আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২

১) প্রকল্প এলাকা: ৪১ জেলার ১০৫টি উপজেলা

২) প্রকল্প মেয়াদ: এপ্রিল ২০০৭ থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত

৩) প্রকল্প বরাদ্দ: ৯২৭.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)

৪) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়: ভূমি মন্ত্রণালয়

৫) উদ্দেশ্য: ভূমিহীন ও গৃহহীনদের আয়বর্ধক ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ সহায়তা প্রদান, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রম	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২০-২০২১)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা
১	সমিতি গঠন (টি)	০০	৫৫২	০০
২	সদস্য ভর্তি (জন)	০০	১৫,৭৩১	০০
৩	মূলধন গঠন (লক্ষ টাকা)	০০	১২৮.৩৪	১.৪৪
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	০০	১৫,৭৩১	০০
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	২৪২.০৪	৪,৫৭২.৮৬	২৫০.০০
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	১৫৯.৪৭	৩,৬৭০.৪৪	২৫০.০০

৭.২.৪ গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্প

১) প্রকল্প এলাকা: ৬৪ জেলার ১৭৮টি উপজেলা

২) প্রকল্প মেয়াদ: জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত

৩) প্রকল্প বরাদ্দ: ২৫৬৫.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)

৪) উদ্দেশ্য: দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন পুনর্বাসিত সদস্যদের আয়বর্ধক ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ সহায়তা প্রদান, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রম	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২০-২০২১)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা
১	সমিতি গঠন (টি)	৫৯	৮৩৪	৪৪
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৩,৯৬০	২৬,৯৭০	১,৩২০
৩	মূলধন গঠন (লক্ষ টাকা)	৬.২৪	১৭৫.০১	৫.৮০
৪	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৩৭৫.৭৯	৩,৫৭১.০৬	২,০০০.০০
৫	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	২৯৭.৮৪	২,৫৯১.০১	২,০০০.০০

এসেছে পল্লীর শুভ দিন
বিআরডিবি দিচ্ছে এসএমই ঋণ

অষ্টম অধ্যায়

সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা

সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা

ক্রম	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস
০১	আইআরডিপি মূল প্রকল্প (প্রাথমিক পর্যায়)	১৯৭০ - ১৯৭৩	২১৭.৯৫	জিওবি
০২	বরিশাল সেচ এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা জরিপ প্রকল্প	১৯৭২ - ১৯৭৩	২৫.০০	ইউএসএআইডি
০৩	আইআরডিপি - কেয়ার গুদাম প্রকল্প	১৯৭৩ - ১৯৭৬	৪৭০.০০	কেয়ার
০৪	আইআরডিপি মূল প্রকল্প (প্রথম পর্যায়)	১৯৭৩ - ১৯৭৮	২৪৬.১২	জিওবি
০৫	আইআরডিপি-এমসিসি, আইআরডিপি আইভিএস এবং আইআরডিপি - হিড প্রকল্প	১৯৭৩ - ১৯৭৬	৩২৫.০০	জিওবি, কেয়ার
০৬	আইআরডিপি - কেয়ার (সিইএআই) প্রকল্প	১৯৭৪ -১৯৮০	৩২৪.০০	জিওবি, কেয়ার
০৭	বেঞ্চ-মার্ক জরিপ প্রকল্প	১৯৭৪ - ১৯৭৫	২৫.০০	ইউএসএআইডি
০৮	১৪৫ থানা /উপজেলা পল্লী ভবন নির্মাণ প্রকল্প	১৯৭৪ -১৯৭৮	৫৬৩.০০	ইউএসএআইডি
০৯	হস্তচালিত নলকূপ সেচ প্রকল্প	১৯৭৫ - ১৯৭৮	৮৪৯.০০	ইউনিসেফ
১০	সমন্বিত শিক্ষা ও কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (সিইএডিপি)	১৯৭৫ - ১৯৭৮	৩২৫.০০	কেয়ার
১১	পল্লী অর্থায়নে পরীক্ষামূলক প্রকল্প	১৯৭৫ - ১৯৭৮	১১১.১৭	ইউএসএআইডি
১২	গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা পরিকল্পনা পাইলট প্রকল্প (১ম পর্যায়)	১৯৭৫ - ১৯৮০	১৬৭.০০	IDA, CIDA
১৩	প্রশিক্ষণ কাম উৎপাদন কেন্দ্র (টিসিপিসি)	১৯৭৫ - ১৯৮০	৭০.২৫	সিডা
১৪	থানা প্রশিক্ষণ ইউনিট (টিটিইউ)	১৯৭৫ -১৯৮১	১৬৮.০০	জিওবি, আইডিএ
১৫	যুব উন্নয়নে পাইলট প্রজেক্ট	১৯৭৫ - ১৯৭৭	১৯.৯৬	জিওবি
১৬	গুদাম নির্মাণ পাইলট প্রকল্প	১৯৭৬ - ১৯৮০	৫৬৪.২৭	জিওবি
১৭	থানা ওয়ার্কশপ কাম কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১৯৭৬ - ১৯৮০	৭১.৭৮	জিওবি
১৮	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-১ (আরডি-১)	১৯৭৬ - ১৯৮৪	৩,৭৫৮.২৫	আইডিএ
১৯	কুষ্টিয়া টার্গেট দল জরিপ পরিচালনা প্রকল্প	১৯৭৬ - ১৯৭৭	২৫৭.৫৯	ডাচ
২০	আইআরডিপি সদর কার্যালয় নির্মাণ প্রকল্প	১৯৭৭ - ১৯৮৪	৩৪১.৩৫	জিওবি
২১	যুব কর্মসূচি	১৯৭৭ - ১৯৭৮	৮০.০০	জিওবি
২২	বরিশাল সেচ প্রকল্প, বিআরডিবি অংশ	১৯৭৭ - ১৯৯০	৩,৭০৫.০০	বিশ্ব ব্যাংক
২৩	মুহুরী সেচ প্রকল্প, বিআরডিবি অংশ	১৯৭৭ - ১৯৯০	২১৭.৪১	বিশ্ব ব্যাংক
২৪	কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প, বিআরডিবি অংশ	১৯৭৭ - ১৯৯০	৫,৪৩৬.০০	বিশ্ব ব্যাংক
২৫	চাঁদপুর সেচ প্রকল্প, বিআরডিবি অংশ	১৯৭৭ - ১৯৯০	৭০৪.২৪	বিশ্ব ব্যাংক
২৬	সিরাজগঞ্জ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এসআইআরডিপি)	১৯৭৭ - ১৯৮৫	৭,২৪৮.৭৩	ADB, UNDP, UNICEF
২৭	আইআরডিপি মূল প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়)	১৯৭৮ - ১৯৮০	১,২৭৭.৬৯	জিওবি
২৮	নোয়াখালী সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এনআইআরডিপি-১)	১৯৭৮ - ১৯৮৪	৩,৩৩০.৭৯	ডানিডা
২৯	সার ও ঋণ বিতরণ পাইলট প্রকল্প (FAO-নরওয়ে)	১৯৭৮ - ১৯৮০	৬৭.০১	এফএও, নরওয়ে
৩০	জাতীয় যুব সমবায় কমপ্লেক্স	১৯৮০ -১৯৮২	১৪৯.৪৩	জিওবি
৩১	সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি-৩য় পর্যায়)	১৯৮০ -১৯৮৫	৪,৮০৩.৪৯	ওডিএ, আইডিএ
৩২	গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	১৯৮০ -১৯৮৫	৩৫৬.৯২	আইডিএ
৩৩	বাংলাদেশ যুব সমবায় কর্মসূচি	১৯৮০ -১৯৮৫	১,৫৪৯.৪৩	জিওবি
৩৪	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	১৯৮০ -১৯৮৫	১৬০.০৪	জিওবি
৩৫	৩য় ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রকল্প (এসএসআইপি)	১৯৮১ -১৯৮৩	১৪৮.৮৭	জিওবি
৩৬	হস্তচালিত নলকূপ প্রকল্প (এইচ টি ডব্লিউ)	১৯৮১ - ১৯৮৭	৪,৮২২.১৩	IDA, UNICEF
৩৭	সার বিতরণ প্রকল্প (এফএও)	১৯৮১ - ১৯৮৭	৪১০.৮৭	FAO,UNDP
৩৮	পল্লী দারিদ্র্য কর্মসূচি (আরপিপি- নরমাল)	১৯৮২ - ১৯৮৮	২,৪৩৮.৫৯	BB, অগ্রণী ব্যাংক
৩৯	দক্ষিণ-পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এসডব্লিউআরডিপি)	১৯৮২ - ১৯৯০	১,৮০১.৮১	IDA, IFAD
৪০	ভোলা সেচ প্রকল্প (বিআইপি)	১৯৮২ - ১৯৯০	৮৪১.৫০	এডিবি,ইইসি
৪১	বিশেষ মহিলা প্রকল্প	১৯৮২ -১৯৮৫	৭৬.৫০	সিআইডিএ

ক্রম	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস
৪২	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-২)	১৯৮৩ -১৯৯০	১১,৬৮৮.৩৩	IDA,SIDA,ODA, UNDP
৪৩	গভীর নলকূপ প্রকল্প-২ (ডিটিডব্লিউ)	১৯৮৩ -১৯৯২	১,৪৭৬.৫৭	ওডিএ, আইডিএ
৪৪	২য় পল্লী নলকূপ প্রকল্প (এসটিপি)	১৯৮৩ -১৯৯০	২১৫.৭৪	এডিবি
৪৫	ভূমিহীন ও বিত্তহীনদের সেচযন্ত্র বিতরণ প্রকল্প	১৯৮৩ -১৯৮৫	১১২.৩৩	এফ ফাউন্ডেশন
৪৬	নোয়াখালী সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (এনআইআরডিপি-২)	১৯৮৪ - ১৯৯০	১০,৫৯৫.৫৬	ডানিডা
৪৭	টাঙ্গাইল কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি (টিএডিপি)	১৯৮৪ -১৯৯০	১,৮৬৪.০০	জিটিজেড
৪৮	সমন্বিত নারী ও শিশু সহযোগিতা উন্নয়ন প্রকল্প	১৯৮৫ -১৯৯৩	২,৬৫৯.০৪	ইউনিসেফ
৪৯	গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	১৯৮৫ - ১৯৯০	১,৪২৪.২১	সিআইডিএ
৫০	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি -৯, ১ম পর্যায়)	১৯৮৫ - ১৯৯২	৬,১৬৮.৭২	ইইসি
৫১	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-৫-পিইপি) ১ম পর্যায়	১৯৮৬ -১৯৯০	১,৪৭৬.৪৩	SIDA, NOARD
৫২	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি ১২)	১৯৮৮ -১৯৯৬	১০,৭৫৪.০৬	সিআইডিএ
৫৩	ভোলা যান্ত্রিক সেচ প্রকল্প	১৯৮৯ - ১৯৯০	১৬.২৫	এ ডাচ সিটিজেন
৫৪	পুনঃ পুকুর খনন প্রকল্প	১৯৯০ - ১৯৯১	৮৮.৭৮	ডব্লিউ এফ পি
৫৫	টাঙ্গাইল পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (টিআরডিপি)	১৯৯০ - ১৯৯৩	২,৪১৭.৪৯	জিটিজেড
৫৬	সমবায়ের মাধ্যমে চাষাবাদ পাইলট প্রকল্প	১৯৯০ - ১৯৯৬	৩২৮.৬৮	জিওবি
৫৭	গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়)	১৯৯০ - ১৯৯৬	২,৪৯৯.৩০	সিআইডিএ, আইডিএ
৫৮	বিআরডিবি উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ প্রকল্প	১৯৯০ - ১৯৯১	১৫৮.১২	ওডিএ
৫৯	প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ সহায়ক শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	১৯৯০ - ১৯৯১	৬৩৩.২০	ওডিএ
৬০	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-৫ পিইপি ২পর্যায়)	১৯৯০ - ১৯৯৬	৪,৩২৪.২৪	SIDA, NOARD
৬১	বন্যা ও সাইক্লোন প্রবণ এলাকায় ন্যূনতম ব্যয়ে পল্লী বাড়ি নির্মাণ প্রকল্প	১৯৯১ - ১৯৯২	২০৬.২৫	জিওবি
৬২	পল্লী দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কৌশলের প্রায়োগিক গবেষণা কর্মসূচি	১৯৯১ - ১৯৯৩	৩.২৩	ইএসসিএপি
৬৩	এফডব্লিউইপি-২	১৯৯১ - ১৯৯৮	১৬৯.৪৪	ILO, UNFPA
৬৪	সাইক্লোন প্রবণ এলাকার পরিবারের জন্য বিশেষ প্রকল্প	১৯৯১ - ১৯৯৯	১৮০.০০	আইএফএডি
৬৫	মডেল পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এমআরডিপি)	১৯৯২ - ২০০০	১,৯৭৬.৯৫	জাপান
৬৬	চট্টগ্রামের সাইক্লোন ও বন্যা প্রবল এলাকায় সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ প্রকল্প	১৯৯২ - ১৯৯৬	১,০৯৯.৭৫	জাপান
৬৭	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-৯, ২য় পর্যায়)	১৯৯২ - ২০০০	৬,৮০৮.৬৬	ইইসি
৬৮	আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প (চট্টগ্রাম পাহাড়ি এলাকা)	১৯৯২ - ১৯৯৬	১৭,৯৭৬.৮২	এডিবি, জিওবি
৬৯	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রকল্প	১৯৯২ - ২০০০	১৫.০০	জিওবি
৭০	বিআরডিবি -জাইকা মেহেরপুর ছাগল পালন প্রকল্প	১৯৯২ - ২০০০	২.৭১	জাইকা
৭১	উত্তর-পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এনডব্লিউআরডিপি)	১৯৮৩ -১৯৯২	৩,১৭৪.৭৮	ADB, IFAD
৭২	দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প (আরপিএপি ১ম পর্যায়)	১৯৯৩ -১৯৯৮	৬,৬৫৫.০০	জিওবি
৭৩	পল্লী দরিদ্র সমবায় প্রকল্প (আরপিসিপি)	১৯৯৩ -১৯৯৮	১০,২১৭.৪৮	এডিবি
৭৪	টাঙ্গাইল জেলার সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি ও সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ	১৯৯৪ - ১৯৯৯	২১৮.০০	জিওবি
৭৫	বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী দরিদ্র সমবায় সহায়তা প্রকল্প	১৯৯৫ - ২০০০	২,৫০০.০০	জিওবি
৭৬	দ্বিতীয় ভোলা সেচ প্রকল্প	১৯৯৬ -১৯৯৮	১৭,৮২৫.০৫	এডিবি
৭৭	সরিষাবাড়ী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এসআরডিপি)	১৯৯৬ -১৯৯৮	৯০.৩৩	জিওবি
৭৮	পল্লী বিত্তহীন প্রকল্প (আরবিপি)	১৯৯৬ - ২০০০	১১,৮৫০.০০	সিআইডিএ
৭৯	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আর ডি-৫, পিইপি, ৩য় পর্যায়)	১৯৯৬ -২০০৩	৮,৮৭৯.০০	এসআইডিএ
৮০	পল্লী দারিদ্র্য প্রকল্প	১৯৯৬ -১৯৯৮	২৮৯.৩৮	এসআইডিএ
৮১	কুড়িগ্রাম দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প	১৯৯৭ - ২০০০	৮৬৫.০০	এনওআরএডি
৮২	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (BPATC), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্প	১৯৯৭ - ২০০০	১,৬১৮.৩৭	জিওবি
৮৩	সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প-১	১৯৯৭ - ২০০২	১,৯৪৮.৫০	ইউএনডিপি
৮৪	সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প-৩	১৯৯৭ - ২০০২	২,৭৫২.৬৬	ইউএনডিপি
৮৫	সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প-২	১৯৯৭ - ২০০২	২,৬৭৭.৪৯	ইউএনডিপি

ক্রম	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস
৮৬	পিইপির গবেষণা কর্মসূচি	১৯৯৮ -২০০০	০০.০০	এসআইডিএ
৮৭	বিআরডিবি'র সমর্থন কর্মসূচি	১৯৯৮ -২০০০	৮৩০.০০	এসআইডিএ
৮৮	দরিদ্র মহিলাদের জন্য আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি	১৯৯৮ -২০০৩	১,০০০.০০	জিওবি
৮৯	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সংশোধিত ২য় পর্যায়)	১৯৯৮ -২০০৫	১৭,০৬৬.০০	জিওবি
৯০	রুরাল লাইভলিহুড প্রজেক্ট (আরএলপি)	১৯৯৮- ২০০৭	৩১,৫৬৫.০০	এডিবি/জিওবি/ ইউবিসিসিএ
৯১	দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনকল্পে বিশেষ বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প (দুএদাবি)	২০০০ - ২০০১	৮৭০.০০	জিওবি
৯২	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (পরিচালনা পর্যায়)	২০০০ - ২০০৪	৯৩৩.০৯	জিওবি
৯৩	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (টিএপিপি)	২০০০ - ২০০৪	৯৩৭.৮৭	জাইকা
৯৪	বিআরডিটিআই ভৌত অবকাঠামো ও প্রশিক্ষণ সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প	২০০০ -২০০৫	৫৬১.৬৭	জিওবি
৯৫	পল্লী প্রগতি প্রকল্প (পিপিপি)	২০০১ - ২০০৯	১৪,০০২.৮০	জিওবি
৯৬	সামাজিক ক্ষমতায়ন -২ প্রকল্প (সংশোধিত) (কনসলিডেশন ফেজ)	২০০২ - ২০০৪	৭৫৪.০০	ইউএনডিপি
৯৭	আর্সেনিক মিটিগেশন কার্যক্রম ফর পিইপি মেম্বারস	২০০৩ -২০০৪	৯৯.৫০	এসআইডিএ
৯৮	অ্যাডভোকেসি অন রিপ্রডাকটিভ হেলথ এন্ড জেন্ডার ইস্যুজ থ্রো রুরাল কো-অপারেটিভস	২০০৩ -২০০৫	১৪৫.০০	ইউএনএফপিএ
৯৯	উত্তর-পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এনডব্লিউ আরডিপি)	২০০৩ -২০০৬	১৫,০০০.০০	জিওবি
১০০	সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)	২০০৩ -২০০৬	২২১২.০০	জিওবি
১০১	দারিদ্র্য বিমোচনে মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি	২০০৩ -২০০৬	৫,০০০.০০	জিওবি
১০২	গ্রামীণ মহিলাদের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন কর্মসূচি	২০০৪ - ২০০৫	২৯.১০	এএআরডিও
১০৩	অংশীদারিত্বমূলক লিংক মডেল গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প	২০০৪ - ২০০৫	৬৪.৭৯	জাইকা
১০৪	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি	২০০৫ -২০০৯	১,৯৫০.৮০	জিওবি
১০৫	অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি	২০০৫ -২০০৯	২,৫০০.০০	জিওবি
১০৬	অংশীদারিত্বমূলক লিংক মডেল গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প-২	২০০৫ - ২০১০	১,৯৫০.৮০	জাইকা
১০৭	সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)	২০০৭ - ২০০৯	৯৫০.৮০	জিওবি
১০৮	দরিদ্র মহিলাদের উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি	২০০৭ - ২০০৯	২৮.০০	এএআরডিও
১০৯	উত্তরাঞ্চলের হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উহদকনিক) - ১ম পর্যায়	২০০৭ - ২০১১	২,৪৭৮.৪৩	জিওবি
১১০	আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প-২	২০০৭ - ২০১৭	৯৭৪.০০	জিওবি
১১১	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (পরিচালনা পর্যায়)	২০০৯ -২০১৩	৪,৯০০.০০	জিওবি
১১২	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়নের ওপর টিএ কর্মসূচি, ভালুকা, ময়মনসিংহ ও পীরগঞ্জ, রংপুর।	২০১০ - ২০১১	১৩.৫০	জিওবি, কৈকা
১১৩	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি-২য় পর্যায়	২০১১-২০১৬	৬,০৯৩.১৩	জিওবি
১১৪	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-২য় পর্যায়	২০০৯-২০১৫	২,৪২৪.৪০৯	জিওবি
১১৫	সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প	২০১৩-২০১৫	১,৯৮৩.০৬	জিওবি ও কেএসএস
১১৬	ইনিশিয়েটিভ ফর ডেভেলপমেন্ট, এমপাওয়ারমেন্ট, এওয়ারনেস এন্ড লাইভলিহুড প্রজেক্ট কুড়িগ্রাম (আইডিএএল)	২০১২-২০১৬	২,০৪৩.৭৫	জিওবি
১১৭	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)	২০১২-২০১৮	১৫,৭৩৪.০০	জিওবি
১১৮	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ) ২য় পর্যায়	২০১২-২০১৮	৫৬,৯৫১.০০	জিওবি ও ইউবিসিসিএ

নবম অধ্যায়

বিআরডিবি’র কার্যক্রম মূল্যায়ন

বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়ন

সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষণা সংস্থা/দল কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হয়েছে। সামগ্রিক কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন ও সমীক্ষায় প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য ফলাফল/মতামত নিম্নরূপ:

ক্রম	সমীক্ষার বিবরণ	প্রাপ্ত ফলাফল/মতামত
১	সমীক্ষার নাম: বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: বিআইডিএস গবেষণাকাল: ২০১০	(১) বিআরডিবি সুবিধাভোগীদের দারিদ্র্য বিমোচনে সফলভাবে সহযোগিতা করে আসছে। বিআরডিবি'র কর্ম এলাকায় দারিদ্র্যের হার ১১%, যা কর্ম এলাকা বহির্ভূত তথা জাতীয় গড়ের চেয়ে কম। (২) জিডিপিতে বিআরডিবি'র অবদান ১.৯৩ শতাংশ। (৩) বিআরডিবি সুবিধাভোগীদের সম্পদ আহরণে সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নত জীবনযাত্রা এবং নারী ক্ষমতায়নে সহযোগিতা করছে।
২	সমীক্ষার নাম: পিইপি এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি মূল্যায়নকাল: ২০১১	(১) জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ৭৩% উপকারভোগী উন্নত ও নতুন পেশায় সম্পৃক্ত হয়েছেন। (২) সুবিধাভোগীদের সম্পদ ১৪% থেকে ৬২%-এ উন্নীত হয়েছে, বার্ষিক আয় ৬০০% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার ৫% থেকে ৯৯% এ উন্নীত হয়েছে।
৩	সমীক্ষার নাম: পল্লীপ ২য় পর্যায় এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আরডিসিডি মূল্যায়ন দল। মূল্যায়নকাল: ২০১৫	(১) প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অপেক্ষাকৃত ভালো। বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড, ঋণের ব্যবহার সঠিকভাবে করা হয়েছে। নিজস্ব পুঁজি (শেয়ার ও সঞ্চয়) গঠনে সদস্যবৃন্দ উদ্বুদ্ধ হয়েছে, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণ, সামাজিক সচেতনতামূলক কাজে সদস্যবৃন্দ উপকৃত হয়েছে বলে পরিলক্ষিত হয়। (২) প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপকারভোগীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ ও আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। (৩) দেশের সার্বিক উন্নয়নে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে হলে এ প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান থাকা প্রয়োজন।
৪	সমীক্ষার নাম: ইরেসপো দ্বিতীয় সংশোধিত শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি মূল্যায়নকাল: ২০১৮	(১) দরিদ্র মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের মান ভালো হওয়ায় প্রশিক্ষণার্থীগণ উদ্দেশ্য পূরণে সক্ষম হয়েছে। ৫৮,৭২৫ জন সুফলভোগীকে সেলাই এমব্রয়ডারি, মোবাইল সার্ভিসিং, হাঁস-মুরগি পালন, গবাদি পশু পালন, হস্তশিল্প, মৎস্য ও কাঁকড়া চাষ, শাক-সবজি চাষ, মা ও শিশুস্বাস্থ্য পরিচর্যা, নেতৃত্ব বিকাশ, নারী উন্নয়ন ও সংগঠন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি প্রশিক্ষণ মানবসম্পদ উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে। (২) স্থানীয় সম্পদ পুঞ্জিকরণের মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের ব্যবহার এবং সুফলভোগীদের আয়বর্ধনমূলক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে ২,১০০.০০ লক্ষ টাকা নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত তহবিল যথাযথ ব্যবহারের ফলে তাদের জীবনমানের উন্নতি হয়েছে। (৩) ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষায় গ্রামীণ মহিলাদের সংগঠিতকরণের মাধ্যমে ২,৮৮১টি মহিলা সমিতির ৭৮,৪৪৪ জন সুফলভোগী সদস্যকে প্রকল্পভুক্ত করা হয়েছে।
৫	সমীক্ষার নাম: পিআরডিপি-৩ এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আরডিসিডি মূল্যায়নকাল: ২০১৯	(১) সরকারি সেবাদানে সমন্বয় সৃষ্টি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, সরকারি-বেসরকারি সেবা প্রদানে সমন্বয় সৃষ্টি, জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, গ্রামের সাধারণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন, সরকারি কর্মীদের কার্যক্রমের স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন এবং জাতিগঠনমূলক বিভাগ ও গ্রামের মানুষের সম্পর্ক উন্নয়ন হয়েছে। (২) প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারি অংশ, ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রামের মানুষের অর্থ, কায়িক পরিশ্রম ও মতামতের সমন্বয় এবং অংশগ্রহণ থাকায় অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি সত্যিকার অর্থে অনুসরণীয় হচ্ছে। (৩) গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে সাধারণ ও সুবিধাবঞ্চিত লোকজন তাদের সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান জানতে পেরেছে। একে অপরের সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়েছে। (৪) বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক বিভাগের প্রতিনিধি, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার ও বিভিন্ন পর্যায়ের লোকজন ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি সভা (ইউসিসিএম) এ উপস্থিত থাকায় সবার সাথে সমন্বয় হচ্ছে। কাজের পরিবেশ উন্নত হচ্ছে। (৫) উন্মুক্ত বাজেট সভা, গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণে জনগণের অংশীদারিত্ব, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতোধারায় আনা, স্থানীয় সরকারের তৃণমূল ধাপ ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালীকরণে জোরালো ভূমিকা রাখছে।

দশম অধ্যায়

বিআরডিবি'র স্থাবর সম্পদ

১০.১ সদর দপ্তর ও ঢাকা মহানগরে অবস্থিত সম্পত্তি/স্থাপনা

ক্রম	দপ্তরের নাম/অবস্থান	অবকাঠামোর বিবরণ	জমির পরিমাণ
১	সদর কার্যালয়, ৫ কাওরান বাজার, ঢাকা	৭ তলা ভবন	০.৩ একর
২	পল্লী কানন, উত্তরা মডেল টাউন	৮টি আবাসিক ভবনে ১৩৮টি ফ্ল্যাট।	১.৩৫ একর
৩	রামপুরা, ঢাকা (বিটিভি ভবন ও হাতিরঝিল সংলগ্ন), মৌজা-উলন	খালি জমি	৭.৬৩ একর

১০.২ জেলা পর্যায়ে অবস্থিত সম্পত্তি/স্থাপনা

ক্রম	দপ্তরের নাম/অবস্থান	জমির পরিমাণ	অকাঠামোর বিবরণ		
			অফিস বিল্ডিং	স্টাফ কোয়ার্টার	গুদাম ও অন্যান্য
১	পটুয়াখালী	০.৭৭ একর	একতলা ভবন	-	ইউটিইউ ভবন
২	রাজশাহী	০.৩৫ একর	-	-	-
৩	টাঙ্গাইল মহিলা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৩.১৬৮ একর	একতলা ভবন-১টি দোতলা ভবন-২টি	স্টাফ কোয়ার্টার-১টি	-
৪	নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	০.৮৭ একর	তিনতলা ভবন-১টি	স্টাফ কোয়ার্টার-৩টি	অডিটরিয়াম-১টি ক্যান্টিন-১টি
৫	কুমিল্লা	১.০০ একর	দোতলা ভবন-১টি	-	-
৬	ফরিদপুর	০.১০ একর	দোতলা ভবন-১টি	-	-
৭	ভোলা	২.৮৭ একর	তিনতলা ভবন-১টি	দোতলা ভবন-২টি	দোতলা বাংলো-১টি
৮	বিআরডিটিআই, সিলেট	১০.৬২ একর	প্রশাসনিক ভবন-২টি হোস্টেল ভবন-৪টি	আবাসিক ভবন-৬টি	অডিটরিয়াম-১টি ক্যাফেটেরিয়া-১টি ও মসজিদ-১টি

১০.৩ উপজেলায় অবস্থিত সম্পত্তি/স্থাপনা

ক্রম	সম্পদের ধরন	সম্পদের বিবরণ	
		সংখ্যা/পরিমাণ	কাঠামোর ধরন
১	বিভিন্ন উপজেলায় জমির পরিমাণ	৫৭.২৭ একর	-
২	অফিস ভবন	৩৮৮টি	একতলা ভবন ২৯৬টি, দোতলা ভবন ৯১টি ও তিনতলা ভবন ১টি।
৩	ইউটিইউ	২৩টি	
৪	কোয়ার্টার (জোড়াবাড়ি)	৩৫৭টি	দোতলা ভবন (প্রতিটিতে ৪টি ইউনিট)
৫	গুদাম	১৬৮টি	-
৬	ওয়ার্কশপ কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১০টি	-
৭	মার্কেট/দোকান	৮৯টি	-

একাদশ অধ্যায়

সফলতার গল্প

১১.১ মো. রফিকুল ইসলামের সফলতার গল্পগাথা

মো. রফিকুল ইসলাম, পিতা: মো. সামেজ উদ্দিন, মাতা: রাহাতুন খাতুন, গ্রাম: চর হিজলাইন, উপজেলা: মানিকগঞ্জ সদর, জেলা: মানিকগঞ্জ। জীবনযুদ্ধে একজন সফল ব্যক্তির নাম। পিতা-মাতা স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে নিয়ে অভাবের সংসার ছিল তার। দুবেলা দুমুঠো ভাতের সংস্থান হতো না কোনো কোনো দিন। এমন দুর্দিনে বিআরডিবি'র কর্মকর্তাদের পরামর্শে তার মতোই ২০ জন সদস্য একত্র হয়ে গড়ে তোলেন চর হিজলাইন পল্লী প্রগতি পুরুষ দল নামে একটি সংগঠন, যার স্বীকৃতি নং-১৮, তারিখ-১২/০৬/২০০৬ খ্রি:। বিআরডিবি থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রথম দফায় তিনি ৭,০০০/- (সাত হাজার) টাকা ঋণ নেন। এই ঋণের টাকাসহ নিজের জমানো কিছু অর্থ একত্র করে অন্যের জমি চাষ করা শুরু করেন। বিআরডিবি'র প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও কৃষি বিভাগের সহযোগিতা নিয়ে সবজি চাষ শুরু করেন। শসা, করলা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ঝিঙ্গা, পটোল ইত্যাদি চাষের মাধ্যমে লাভবান হয়ে তিনি একসময় সিদ্ধান্ত নেন একটি গবাদি পশুর খামার করার।

গবাদিপশুর খামার করার ক্ষেত্রেও বিআরডিবি'কে পাশে পান তিনি। খামার করার উদ্দেশ্যে তিনি বিআরডিবি থেকে ৩৫,০০০/- (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং নিজের জমানো পুঁজি দ্বারা শুরু করেন গরুর খামার। তার খামারে বর্তমানে ১০টি গরু, ৭টি ছাগল আছে। তার স্ত্রীও অত্যন্ত পরিশ্রমী। তিনি নিজ বাড়ির উঠানে হাঁস-মুরগি পালন করে পুঁজি গঠনের মাধ্যমে তার স্বামীর খামারে অর্থের জোগান দেন। তিনি ছেলেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং মেয়েকে এইচএসসি পাস করিয়ে বিবাহ দিয়েছেন। মাঠে তিনি ৫ বিঘা কৃষিজমি ক্রয় করেছেন, পাশাপাশি বাড়িতে পাকা ঘর করেছেন। বর্তমানে তার অর্জিত সম্পদের আর্থিক মূল্য প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা। এছাড়াও তিনি সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে থাকেন। বাল্যবিবাহ রোধ, মাদক ও যৌতুকবিরোধী কর্মকাণ্ডেও তার ভূমিকা রয়েছে। এলাকায় সফল ব্যক্তি হিসেবে তার যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। তিনি বর্তমানে একজন সুখী মানুষ। এই উন্নতির জন্য তিনি বিআরডিবি'র কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

১১.২ গীতা রানীর সফলতার গল্প

আজ থেকে বিশ বছর আগের কথা। সাত সদস্যের সংসার নিয়ে কোনোরকমে চলছিল গীতা রানী ও তাঁর স্বামী কাজল পাটিকরের জীবন। স্বামী-স্ত্রী দুজন মিলে দৈনিক মজুরির বিনিময়ে পাটি বোনার কাজ করে কোন রকমে সংসার চালাতেন। অভাবের সংসারে বাবা-মার কাজে সহায়তা করতে গিয়ে বড় ছেলের পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। এরকম দুঃসময়ে গীতা রানীর পরিচয় হয় বিআরডিবি'র উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)'র মাঠ সংগঠক মো. মিজানুর রহমানের সঙ্গে। গীতা রানীর বাড়ির অনতিদূরে মুসলিম পাড়ায় আগে থেকেই পিইপি'র একটি দল ছিল। অনেক দিন ধরে গীতা রানী তাদের কার্যক্রম দেখে আসছিলেন। মনে মনে ভাবতেন কিছু পুঁজি পেলে পরের কাজ না করে নিজের ব্যবসা শুরু করা যেত। ঠিক এরকম এক সময় মিজানুর রহমানের দল করার পরামর্শ গীতা রানী লুফে নেন। মিজানুর রহমানের পরামর্শে গীতা রানী হিন্দু পাড়ায় একটি নতুন দল গঠন করেন। সেটি ২৩ মার্চ ২০০১ সালের কথা। দলের নাম রাখা হয় উত্তর চাকধ পাটিকর পাড়া মহিলা বিত্তহীন দল। গীতা রানী দলের সভানেত্রী হন। সেই থেকে পিইপি'র সাথে পথচলা গীতা রানীর। তার নেতৃত্বে দলটি আজও সার্থকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। ৫ দিন মেয়াদি সচেতনতা বৃদ্ধি ও দলীয় গতিশীলতা প্রশিক্ষণ শেষে প্রথমবারে কুটির শিল্প (শীতল পাটি বুনন ও বিক্রয়) কর্মকাণ্ডের উপর ৬,০০০/- (ছয় হাজার)

টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণের টাকা স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে পাটি তৈরির কাঁচামাল কিনে দিতে বলেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে তৈরি করতে থাকেন স্বপ্নের শীতল পাটি। স্বামী আর বড় ছেলে মিলে বিভিন্ন হাট ও গ্রাম ঘুরে ঘুরে পাটি বিক্রি করেন। দিন শেষে ঘরে ফিরে টাকা তুলে দেন স্ত্রী গীতা রানীর হাতে। লাভের টাকা দিয়ে কিস্তি পরিশোধ করেন। দ্বিতীয় বারে ৯,০০০/-(নয় হাজার) টাকা ঋণ নেন এবং সফলভাবে তা পরিশোধ করেন। এভাবে ১৬ বারে পিইপি থেকে সর্বমোট ৪,২৭,০০০/- (চার লক্ষ সাতাশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করে তা পরিশোধ করেন।

এ ধারাবাহিকতায় ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার বাধা কেটে যায়। দুটি মেয়েকে আইএ পাস করানোর পর বিয়ে দিয়েছেন। বর্তমানে সবার ছোট মেয়ে কলেজে পড়ছে। দুই ছেলেকে দুটি দোকান করে দিয়েছেন। বর্তমানে গীতা রানীর নিজস্ব সঞ্চয় ২১,৯৬৭/- (একুশ হাজার নয়শত সাতষট্টি) টাকা জমা হয়েছে। করোনা অতিমারির কারণে দুই বছর তার ব্যবসার বেশ ক্ষতি হয়েছে। এই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে প্রধানমন্ত্রীর প্রণোদনা তহবিল থেকে তাকে দুই বছর মেয়াদি মাত্র ৪% লাভে ২.০০ (দুই) লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে গীতা রানীর ব্যবসা আবারও আগের মতো ঘুরে দাঁড়াবে। গীতা রানী তার এই সফলতার জন্য পিইপি তথা বিআরডিবি'র কাছে কৃতজ্ঞ।

১১.৩ সাথী বেগমের দারিদ্র্য জয়ের কাহিনী

বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলায় শাহবন্দেগী ইউনিয়নের ধর্মকাম গ্রামে দুই সন্তানসহ বসবাস করেন হতদরিদ্র মোছা. সাথী বেগম। তার স্বামী একজন ভ্যানচালক। তার চারজনের সংসারে সব সময় অভাব-অনটন লেগেই থাকত। অভাবের হাত থেকে নিজের বসত-ভিটা বন্ধক দিয়ে সর্বস্বান্ত হতে চলেছিল এই পরিবারটি। ঠিক এমনই এক সংকটময় মুহূর্তে সাথী বেগম ২০০৫ সালে বিআরডিবি'র আওতাধীন মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচির ধর্মকাম পূর্ব মহিলা সমবায় সমিতিতে ভর্তি হন। বর্তমানে তার গৃহীত ঋণের পরিমাণ ৩৫,০০০/- (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকা এবং সঞ্চয় জমার পরিমাণ ১১,০০০/- (এগারো হাজার) টাকা। বিআরডিবি থেকে ঋণ নিয়ে তিনি গড়ে তোলেন ছনের তৈরি দৃষ্টিনন্দন বিভিন্ন প্রকারের ঝুড়ি তৈরির কারখানা। বর্তমানে তার কারখানার উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় একটি সংস্থার মাধ্যমে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে।

বর্তমানে তার ঝুড়ি তৈরির কারখানায় গ্রামের ২০ (বিশ) জন হতদরিদ্র মহিলা কাজ করে তাদের সংসার পরিচালনা করছেন। এখন তার সকল খরচ বাদে মাসিক আয় ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা থাকে। মোছা. সাথী বেগম আগে ঠিকমত পরিবার নিয়ে তিন বেলা খেতে পারতেন না, আর এখন দুই ছেলেকে স্কুলে পাঠান এবং সুখে-শান্তিতেই দিন-যাপন করছেন। তিনি

এখন স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার ও পরিকল্পিত পরিবার গঠনের জন্য তার কারখানার শ্রমিকসহ প্রতিবেশীদের মাঝে অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছেন। সাথী বেগমের পরিবারটি এখন গ্রামের অনেকের কাছেই এক অনুকরণীয় মডেল। মহাজনের চড়া সুদের কবল থেকে বসত-ভিটা রক্ষাসহ পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা এনে দিয়ে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তিনি বিআরডিবি'কে ধন্যবাদ জানান।

১১.৪ বিত্তহীন পারুল বেগম এখন স্বাবলম্বী

নিজের কর্মতৎপরতা ও কঠোর পরিশ্রম করে নিজেকে স্বাবলম্বী করার একজন যোদ্ধা নেত্রকোনা জেলার বারহাট্টা উপজেলার ১ নং বাউসী ইউনিয়নের ভেটুয়কান্দা গ্রামের হতদরিদ্র পারুল বেগম। দারিদ্র্যের কারণে লেখাপড়াও তেমন করতে পারেননি। মাত্র পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করার পর কম বয়সেই বিয়ে হয়ে যায় দরিদ্র বর্গাচাষী সাজু মিয়ার সাথে। বর্তমানে তিনি পাঁচ সন্তানের জননী। স্বামীর সংসারে কোনোমতে দিন-যাপন করছিলেন পারুল বেগম। পাঁচটি সন্তান নিয়ে তার স্বামী সংসার ভালোভাবে চালাতে পারছিলেন না। তখন তিনি নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য এবং ছেলেমেয়েকে লালন-পালনের জন্য আত্ম-কর্মসংস্থানের পথ খুঁজতে থাকেন। একদিন পারুল বেগমের সাথে দেখা হয় বিআরডিবি'র সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) এর মাঠ সহকারীর সাথে। কর্মসূচির নিয়মকানুন সম্পর্কে অবগত হয়ে তিনি ২০০৪ সালে ভেটুয়াকান্দা বিত্তহীন মহিলা দলের সদস্য হন ও সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। প্রথম পর্যায়ে মাত্র ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করে তিনি নিজস্ব টাকা সমন্বয়ে ১টি গাভি ক্রয় করেন। নিজের অভিজ্ঞতা এবং গৃহীত প্রশিক্ষণ গাভি পালনে কাজে লাগান।

গাভির দুধ বিক্রি করে সংসারের কিছু কিছু খরচ মেটানো ও ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে থাকেন। পরে আবার তিনি ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন ও নিজস্ব সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে সর্বমোট ২৯,০০০/- (উনত্রিশ হাজার) টাকা দিয়ে তিনি আরও একটি গাভি ক্রয় করেন এবং এর পাশাপাশি বাঁশ-বেতের কাজ শুরু করেন। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই গরু থেকে উৎপাদিত দুধ বিক্রি করে এবং বাঁশ-বেতের কাজ করে তিনি দ্বিগুণ মুনাফা পেতে শুরু করেন। উক্ত মুনাফা থেকে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকায় বসত-বাড়ির জায়গা ক্রয়সহ টিনের ঘর তৈরি করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি ৫ম দফায় ৩০,০০০/-(ত্রিশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করেন। বর্তমানে তার ৩টি গাভী ও ২টি ষাড়সহ মোট ৫টি গরু আছে, যা থেকে পারিবারের আমিষের চাহিদা পূরণ করেও বছরে প্রায় ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা আয় করেন। অপরদিকে বাঁশ-বেতের কাজ থেকে বছরে আরও প্রায় ৫০,০০০/- টাকা আয় করেন। যার মাধ্যমে তার সংসারে দারিদ্র্যের অন্ধকার দূর হয়েছে। তার এই কর্মকাণ্ডে তার সমিতির অন্য সদস্যরাও অনুপ্রাণিত হয়েছেন এবং তারাও তার মতো উদ্যোগ গ্রহণ করতে সচেষ্ট হচ্ছেন। তার কঠোর পরিশ্রম আর বিআরডিবি'র সহযোগিতাই তাকে দারিদ্র্যের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করেছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

বিআরডিবি'র গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন নম্বর

১২.১ সদর দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দের টেলিফোন নম্বর

ক্রম	পদবি	টেলিফোন	পিএবিএক্স	মোবাইল ফোন	ইমেইল
			মহাপরিচালকের দপ্তর		
১	মহাপরিচালক	৮১৮০০০২	১০১		dg@brdb.gov.bd/ dgbrdb@gmail.com
২	মহাপরিচালকের একান্ত সচিব	-	১০২	০১৯৯১১৩২১০০	psdg@brdb.gov.bd
৩	উপপরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়)	৮১৮০০১৮	১০৩	০১৯৯১১৩২০৪০	ddprc@brdb.gov.bd
			প্রশাসন বিভাগ		
৪	পরিচালক (প্রশাসন)	৮১৮০০০৪	১০৪	০১৯৯১১৩২০০১	dradmn@brdb.gov.bd
৫	যুগ্ম পরিচালক (প্রশাসন)	৮১৮০০০৯	১১৩	০১৯৯১১৩২০০৭	jdadmn@brdb.gov.bd
৬	উপপরিচালক (প্রশাসন)	৮১৮০০১৭	১১৪	০১৯৯১১৩২০১৭	ddadmin@brdb.gov.bd
৭	উপপরিচালক (প্রশাসন-২)	৮১৮০০২১	১০৭	০১৯৯১১৩২০১৮	ddadmn2@brdb.gov.bd
			অর্থ বিভাগ		
৮	পরিচালক (অর্থ)	৮১৮০০০৫	১২৪	০১৯৯১১৩২০০২	drfinance@brdb.gov.bd
৯	যুগ্ম পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)	৮১৮০০১১	১২৫	০১৯৯১১৩২০০৮	jdfinance@brdb.gov.bd
১০	যুগ্ম পরিচালক (নিরীক্ষা ও পরিদর্শন)	৮১৮০০১৫	১৫২	০১৯৯১১৩২০০৯	jdaudit@brdb.gov.bd
১১	উপপরিচালক (হিসাব)	৮১৮০০২৪	১২৭	০১৯৯১১৩২০১৯	ddaccts@brdb.gov.bd
১২	উপপরিচালক (বাজেট)	৮১৮০০২২	১২৮	০১৯৯১১৩২০২০	ddbudget@brdb.gov.bd
১৩	উপপরিচালক (নিরীক্ষা)	৮১৮০০২৬	১৫৯	০১৯৯১১৩২০২১	ddaudit@brdb.gov.bd
১৪	উপপরিচালক (পরিদর্শন)	৮১৮৯৬৯৯	১৫৮	০১৯৯১১৩২০২২	ddinspect@brdb.gov.bd
			সরেজমিন বিভাগ		
১৫	পরিচালক (সরেজমিন)	৮১৮০০০৬	১৫৭	০১৯৯১১৩২০০৩	drfs@brdb.gov.bd.
১৬	যুগ্ম পরিচালক (সিসিএম)	৮১৮০০১৩	১৬৫	০১৯৯১১৩২০১১	jdccm@brdb.gov.bd
১৭	যুগ্ম পরিচালক (সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প)	৮১৮০০১২	১১৭	০১৯৯১১৩২০১০	jdesp@brdb.gov.bd
১৮	যুগ্ম পরিচালক (মহিলা উন্নয়ন)	৮১৮০০১৬	১৪২	০১৯৯১১৩২০১৪	jdwdev@brdb.gov.bd
১৯	উপপরিচালক (ঋণ)	৮১৮০০২৩	১১৫	০১৯৯১১৩২০২৯	ddcredit@brdb.gov.bd
২০	উপপরিচালক (সমবায়)	৮১৮০০২৯	১৬৮	০১৯৯১১৩২০২৩	ddcoop@brdb.gov.bd
২১	উপপরিচালক (মার্কেটিং)	৮১৮৯৬৯৮	১৩০	০১৯৯১১৩২০৩০	ddmarketing@brdb.gov. bd
২২	উপপরিচালক (সেচ)	৮১৮০১৩২	১৬০	০১৯৯১১৩২০২৮	ddirrigation@brdb.gov.bd
২৩	উপপরিচালক (সম্প্রসারণ)	৮১৮৯৭৫১	১৬৬	০১৯৯১১৩২০২৪	ddextension@brdb.gov.bd
২৪	উপপরিচালক (বিঃ প্রকল্প)	৮১৮৯৭৫০	১৩১	০১৯৯১১৩২০২৫	ddspproject@brdb.gov.bd
২৫	উপপরিচালক (মহিলা উন্নয়ন-১)	৮১৮০০২৭	১৩৮	০১৯৯১১৩২০২৬	ddwdevelop1@brdb.gov. bd
২৬	উপপরিচালক (মহিলা উন্নয়ন-২)	৫৫০১৩২৫৯	১৪০	০১৯৯১১৩২০২৭	ddwdevelop2@brdb.gov. bd
			পরিকল্পনা বিভাগ		
২৭	পরিচালক (পরিকল্পনা)	৮১৮০০০৭	১৩৭	০১৯৯১১৩২০০৪	drplan@brdb.gov.bd.
২৮	যুগ্ম পরিচালক (আরইএম)	৮১৮০০১৪	১৩৫	০১৯৯১১৩২০১৩	jdrem@brdb.gov.bd

ক্রম	পদবি	টেলিফোন	পিএবিএক্স	মোবাইল ফোন	ইমেইল
২৯	যুগ্ম পরিচালক (নির্মাণ)	৮১৮০০১০	১৩৯	০১৯৯১১৩২০১২	jdconst@brdb.gov.bd
৩০	উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	৮১৮০০২০	১২৯	০১৯৯১১৩২০৩৪	ddplan@brdb.gov.bd
৩১	উপপরিচালক (গবেষণা ও মূল্যায়ন)	৮১৮৯৬৯৭	১৩৬	০১৯৯১১৩২০৩৩	ddevalu@brdb.gov.bd
৩২	উপপরিচালক (পরিবীক্ষণ)	৮১৮০০১৯	১৪১	০১৯৯১১৩২০৩২	ddmonitor@brdb.gov.bd
৩৩	উপপরিচালক (প্রোগ্রামিং)	৮১৮০০২৫	১৪৩	০১৯৯১১৩২০৩১	ddprog@brdb.gov.bd
		প্রশিক্ষণ বিভাগ			
৩৪	পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	৮১৮০০০৮	১৪৯	০১৯৯১১৩২০০৫	drtraining@brdb.gov.bd
৩৫	উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ)	৮১৮৯৫০৯	১৫০	০১৯৯১১৩২০৩৫	ddtraining@brdb.gov.bd

১২.২ প্রকল্প/কর্মসূচি দপ্তরসমূহের টেলিফোন নম্বর

ক্রম	পদবি	টেলিফোন	পিএবিএক্স	মোবাইল ফোন	ইমেইল
১	প্রকল্প পরিচালক (পল্লী প্রগতি কর্মসূচি)	৮১৮০০৪৪	১২৬	০১৭১৬৫৪৭৮৮১	pdpallipragati@gmail.com
২	প্রকল্প পরিচালক (পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-পজীপ)	৮১৮০০৩৭	১১২	০১৭১২১১২৯২৭	pdrlp2brdb@gmail.com
৩	উপ প্রকল্প পরিচালক (পজীপ, প্রশাসন)	৮১৮০০৩৬	১২৩	০১৯৩১৯৯৯৯০৭ ০১৯৩১৯৯৯৬৬৬	-
৪	উপ প্রকল্প পরিচালক (পজীপ, অর্থ ও হিসাব)	৮১৮০০৩৬	১২২	০১৭১৪৮২৭৯১৯	-
৫	কর্মসূচি পরিচালক (পদাবিক)	৮১৮০০৩৫	১০৫	০১৯৫৯৯২৬৯৯৯	padabik@gmail.com
৬	উপপরিচালক (পদাবিক)	৮১৮০০৩৫	১০৯	০১৯৯১১৩২০৪৭	-
৭	প্রকল্প পরিচালক (পিআরডিপি-৩)	৮১৮০০৪১	১৫১	০১৭১৪৬০৮৮৪১	prdp3brdb@gmail.com
৮	উপপরিচালক (পিআরডিপি-৩)	৮১৮০০৪০	১৬৭	০১৭৩৩১৬১৯৫৭	-
৯	প্রকল্প পরিচালক (উদকনিক, রংপুর)	০৫২১৫৫৩৪৮		০১৭৫০৯৯৩৯৮৩	pduhdkonik@gmail.com
১০	উপ প্রকল্প পরিচালক (উদকনিক)	৮১৮০০৪৭	১৯২	০১৭১৫৭৯৩৮৪২	-
১১	নির্বাহী পরিচালক (পিইপি, ফরিদপুর)	০৬৩১৬৪৫৯৮		০১৭১৪৫০৯৮৮৪	pepfrd@gmail.com
১২	প্রকল্প পরিচালক (ইরেসপো)	৮১৮০১৪৪	১৮৮	০১৯৫৫০৯৫৫৫ ০১৭৩৯৯৪৪৪৪৪	iresppwad@gmail.com
১৩	উপ প্রকল্প পরিচালক (ইরেসপো)	৮১৮০১৪৩	১৯১	০১৯৫৫০৯৫০৩ ০১৭১৫৬২০৪০৫	-

১২.৩ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের টেলিফোন নম্বর

ক্রম	পদবী	টেলিফোন	মোবাইল ফোন	ইমেইল
১	পরিচালক, বিআরডিটিআই	০২৯৯৬৬৪২৭৬৮	০১৯৯১১৩২০০৬	brdti1954@gmail.com
২	যুগ্ম পরিচালক, বিআরডিটিআই	-	০১৯৯১১৩২০১৫	ddnrdtc@gmail.com
৩	এনআরডিটিসি, নোয়াখালী	০২৩৩৪৪৯১০৫৬	-	ddnrdtc@gmail.com
৪	মহিলা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, টাঙ্গাইল	০৯২১৬৩৬৭৯	০১৯৯১১৩৩৭২১	imtctangail@yahoo.com

১২.৪ জেলার উপপরিচালকবৃন্দের টেলিফোন নম্বর

ক্রম	জেলার নাম	দাপ্তরিক ফোন	মোবাইল নম্বর	ই-মেইল
১	পঞ্চগড়	০২৫৮৯৯৪২০৪২	০১৯৯১১৩২১-০১	ddpanchagar@brdb.gov.bd
২	ঠাকুরগাঁও	০১৭১১২০৮৬৭৪	০১৯৯১১৩২১-০২	ddthakurgaon@brdb.gov.bd
৩	দিনাজপুর	০২৫৮৯৯২৩২৭৪	০১৯৯১১৩২১-০৩	dddinajpur@brdb.gov.bd
৪	নীলফামারী	০২৫৮৯৯৫৫৫৯০	০১৯৯১১৩২১-০৪	ddnilphamari@brdb.gov.bd
৫	লালমনিরহাট	০২৫৮৯৯৮৬৭৩৭	০১৯৯১১৩২১-০৫	ddlalmonirhat@brdb.gov.bd
৬	কুড়িগ্রাম	০২৫৮৯৯৫০১৬১	০১৯৯১১৩২১-০৭	ddkurigram@brdb.gov.bd
৭	রংপুর	০৫২১৬৫৬২৮	০১৯৯১১৩২১-০৬	ddrangpur@brdb.gov.bd
৮	গাইবান্ধা	০৫৪১৬১২৯৮	০১৯৯১১৩২১-০৮	ddgaibanda@brdb.gov.bd
৯	জয়পুরহাট	০২৫৮৯৯১৫৮০০	০১৯৯১১৩২১-০৯	ddjoypurhat@brdb.gov.bd
১০	বগুড়া	০৫১৬৬৩৫৫	০১৯৯১১৩২১-১০	ddbogra@brdb.gov.bd
১১	সিরাজগঞ্জ	০২৫৮৮৮৩০৬৪৯	০১৯৯১১৩২১-১৫	ddsirajgonj@brdb.gov.bd
১২	পাবনা	০২৫৮৮৪২৫৭৪	০১৯৯১১৩২১-১৬	ddpabna@brdb.gov.bd
১৩	নাটোর	০২৫৮৮৮৭২৬১৯	০১৯৯১১৩২১-১২	ddnator@brdb.gov.bd
১৪	নওগাঁ	০২৫৮৮৮৮১৭০০	০১৯৯১১৩২১-১১	ddnaogaon@brdb.gov.bd
১৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	০৭৮১৫২০৯৪	০১৯৯১১৩২১-১৩	ddcngonj@brdb.gov.bd
১৬	রাজশাহী	০২৫৮৮৮৫১১৩০	০১৯৯১১৩২১-১৪	ddrajshahi@brdb.gov.bd
১৭	কুষ্টিয়া	০২৪৭৭৭৮২৪৮৭	০১৯৯১১৩২১-১৭	ddkushtia@brdb.gov.bd
১৮	মেহেরপুর	০২৪৭৭৭৯২৬৬৮	০১৯৯১১৩২১-১৮	ddmeherpur@brdb.gov.bd
১৯	চুয়াডাঙ্গা	০২৪৭৭৭৮৭৫৬২	০১৯৯১১৩২১-১৯	ddchuadanga@brdb.gov.bd
২০	ঝিনাইদহ	০২৪৭৭৭৪৭১৪৭	০১৯৯১১৩২১-২০	ddjhenaidha@brdb.gov.bd
২১	মাগুরা	০২৪৭৭৭১০৭১২	০১৯৯১১৩২১-২১	ddmagura@brdb.gov.bd
২২	যশোর	০২৪৭৭৭৬২৫৩৪	০১৯৯১১৩২১-২৩	ddjessore@brdb.gov.bd
২৩	নড়াইল	০২৪৭৭৭৩০৯৮	০১৯৯১১৩২১-২২	ddnarail@brdb.gov.bd
২৪	সাতক্ষীরা	০২৪৭৭৭৪১১৩৭	০১৯৯১১৩২১-২৪	ddsatkhira@brdb.gov.bd
২৫	খুলনা	০২৪৭৭৭০০১৬৯	০১৯৯১১৩২১-২৫	ddkhulna@brdb.gov.bd
২৬	বাগেরহাট	০২৪৭৭৭৫২৫১৪	০১৯৯১১৩২১-২৬	ddbagerhat@brdb.gov.bd
২৭	বরগুনা	০২৪৭৮৮৮৬৫৫০	০১৯৯১১৩২১-৩২	ddborguna@brdb.gov.bd
২৮	পটুয়াখালী	০২৪৭৮৮৩৫৩৮৪	০১৯৯১১৩২১-৩১	ddpatuakhali@brdb.gov.bd
২৯	ভোলা	০৪৯১৬১৬৪৩	০১৯৯১১৩২১-৩০	ddbhola@brdb.gov.bd
৩০	বরিশাল	০২৪৭৮৮৬১৪১৫	০১৯৯১১৩২১-২৯	ddbarisal@brdb.gov.bd
৩১	ঝালকাঠি	০২৪৭৮৮৭৫৬৪২	০১৯৯১১৩২১-২৮	ddjhalokati@brdb.gov.bd

ক্রম	জেলার নাম	দাপ্তরিক ফোন	মোবাইল নম্বর	ই-মেইল
৩২	পিরোজপুর	০২৪৭৮৮৯০৫৮৯	০১৯৯১১৩২১-২৭	ddpirojpur@brdb.gov.bd
৩৩	গোপালগঞ্জ	০২৪৭৮৮২১৭৪৫	০১৯৯১১৩২১-৪৭	ddgopalgonj@brdb.gov.bd
৩৪	মাদারীপুর	০২৪৭৮৮১১৪৫০	০১৯৯১১৩২১-৪৮	ddmadaripur@brdb.gov.bd
৩৫	শরীয়তপুর	০২৪৭৮৮১৫২২২	০১৯৯১১৩২১-৪৯	ddShariatpur@brdb.gov.bd
৩৬	ফরিদপুর	০২৪৭৮৮০২৬৬২	০১৯৯১১৩২১-৪৫	ddfaridpur@brdb.gov.bd
৩৭	রাজবাড়ী	০২৪৭৮৮০৭৫২৪	০১৯৯১১৩২১-৪৬	ddrajbari@brdb.gov.bd
৩৮	মানিকগঞ্জ	০২৯৯৬৬১০৪২৯	০১৯৯১১৩২১-৩৯	ddmanikgonj@brdb.gov.bd
৩৯	ঢাকা	০২৫৮৩১৪৬৬১২	০১৯৯১১৩২১-৪০	dddhaka@brdb.gov.bd
৪০	মুন্সিগঞ্জ	০২৯৯৭৭৩১২৩১	০১৯৯১১৩২১-৪৪	ddmunshigonj@ brdb.gov.bd
৪১	নারায়ণগঞ্জ	০২২২৪৪২৭২৬১	০১৯৯১১৩২১-৪৩	ddnarayangonj@brdb.gov.bd
৪২	নরসিংদী	০২৯৪৬২৪৫০	০১৯৯১১৩২১-৪২	ddnarsingdi@brdb.gov.bd
৪৩	গাজীপুর	০২৪৯২৬১৬৩৬	০১৯৯১১৩২১-৪১	ddgazipur@brdb.gov.bd
৪৪	টাঙ্গাইল	০২৯৯৭৭৫৩৫৬৫	০১৯৯১১৩২১-৩৭	ddtangail@brdb.gov.bd
৪৫	জামালপুর	০২৯৯৭৭৭২৭৭৩	০১৯৯১১৩২১-৩৬	ddjamalpur@brdb.gov.bd
৪৬	শেরপুর	০২৯৯৭৭৮১৫৬৬	০১৯৯১১৩২১-৩৫	ddsherpur@brdb.gov.bd
৪৭	ময়মনসিংহ	০৯১৬৭২০৩	০১৯৯১১৩২১-৩৪	ddmymensingh@brdb.gov.bd
৪৮	কিশোরগঞ্জ	০২৯৯৭৭৬১৫৪২	০১৯৯১১৩২১-৩৮	ddkishoreganj@brdb.gov.bd
৪৯	নেত্রকোনা	০২৯৯৬৬৫১৮০৬	০১৯৯১১৩২১-৩৩	ddnetrokona@brdb.gov.bd
৫০	সুনামগঞ্জ	০৮৭১৬৩৪৭২	০১৯৯১১৩২১-৫০	ddsunamganj@brdb.gov.bd
৫১	সিলেট	০২৯৯৬৬৪২৭৭৪	০১৯৯১১৩২১-৫১	ddsylhet@brdb.gov.bd
৫২	মৌলভীবাজার	০৮৬১৫৩০৮৪	০১৯৯১১৩২১-৫২	ddmbazar@brdb.gov.bd
৫৩	হবিগঞ্জ	০৮৩১৬৩৪৪৩	০১৯৯১১৩২১-৫৩	ddhabigonj@brdb.gov.bd
৫৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০২৩৩৪৪২৮২৪৭	০১৯৯১১৩২১-৫৪	ddbbaria@brdb.gov.bd
৫৫	কুমিল্লা	০৮১৭৬১১২	০১৯৯১১৩২১-৫৫	ddcomilla@brdb.gov.bd
৫৬	চাঁদপুর	০২৩৩৪৪৮৭৫৬৭	০১৯৯১১৩২১-৫৬	ddchandpur@brdb.gov.bd
৫৭	নোয়াখালী	০২৩৩৪৪৬২২৪১	০১৯৯১১৩২১-৫৮	ddnoakhali@brdb.gov.bd
৫৮	লক্ষ্মীপুর	০২৩৩৪৪৪১২৩৪	০১৯৯১১৩২১-৫৭	ddlaxmipur@brdb.gov.bd
৫৯	ফেনী	০৩৩১৬১০৯৯	০১৯৯১১৩২১-৫৯	ddfeni@brdb.gov.bd
৬০	চট্টগ্রাম	০২৩৩৪৪৭০৩৯০	০১৯৯১১৩২১-৬০	ddchittagong@brdb.gov.bd
৬১	কক্সবাজার	০৩৪১-৬৩৫১৫	০১৯৯১১৩২১-৬১	ddcoxsbazar@brdb.gov.bd
৬২	বান্দরবান	০২৩৩৩৩০২৫৪৬	০১৯৯১১৩২১-৬৪	ddbban@brdb.gov.bd
৬৩	রাঙ্গামাটি	০২৩৩৩৩৭১৭৯৮	০১৯৯১১৩২১-৬৩	ddrangamati@brdb.gov.bd
৬৪	খাগড়াছড়ি	০২৩৩৩৩৪৩৮৬৫	০১৯৯১১৩২১-৬২	ddkchari@brdb.gov.bd

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চিত্রে বিআরডিবি

বিআরডিবি'র সদর দপ্তরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও পল্লী উন্নয়ন সমবায় বিভাগের সচিব মহোদয়

ভাষা আন্দোলনে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

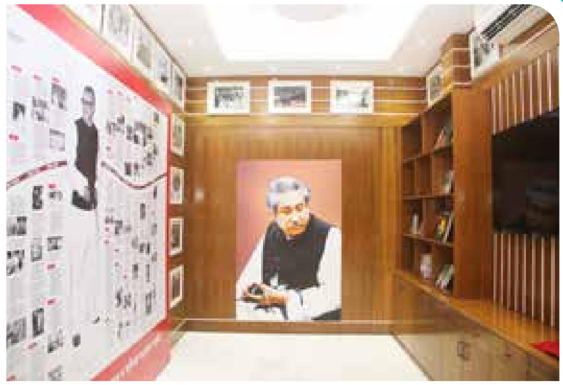

পল্লী ভবনে বঙ্গবন্ধু কর্নার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন উদ্‌যাপন

টাঙ্গাইল জেলার সদর উপজেলায় বাসাইল রোড থেকে হাজীপাড়া পর্যন্ত রাস্তার ইট সলিং কাজের উদ্বোধন করেন বিআরডিবি'র মহাপরিচালক

সুফলভোগীদের নিয়ে ওয়ার্ড সভা। সদর উপজেলা, কুষ্টিয়া

ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভা। হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ

উন্নত জাতের গরু পালন ও গরুর খামার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ। হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ

টাঙ্গাইল জেলা পল্লী ভবন পুনঃনির্মাণ উদ্বোধন করেন মহাপরিচালক

সুফলভোগীদের গৃহপালিত পশুর টিকাদান কর্মসূচি। শ্যামনগর উপজেলা, সাতক্ষীরা

সুফলভোগীদের মাঝে উন্নত জাতের মাল্টা ও লেবুর চারা বিতরণ। পূর্বধলা, নেত্রকোনা

এসএমই ঋণ বিতরণে উপস্থিত পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় সচিব ও মহাপরিচালক। রংপুর সদর, রংপুর

পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভা। দাউদকান্দি, কুমিল্লা

২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

সদর দপ্তর ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে ভার্চুয়াল সভা

কোভিড ১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী উদ্যোক্তাদের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা ঋণের চেক প্রদান করছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে এতিমদের মাঝে বস্ত্র বিতরণ করছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও বিআরডিবি'র মহাপরিচালক

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

পল্লী ভবন, ৫ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮-০২-৮১৮০০৩০-৩৪, ফ্যাক্স: ৮১৮০০০৩
E-Mail: dg@brdb.gov.bd, www.brdb.gov.bd